বৈদিক ভাবনায় সোম

শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্. এ., পি. এইচ. ডি.
কাব্যব্যাকরণতীর্থঃ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম প্রকাশ : মহালয়া ১৩৬৭

প্রকাশক : রথীন্দ্রকুমার পালিত, প্রকাশন সচিব, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

উৎসর্গ

স্বর্গীয় পিতামহ

পশুপতিনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের

পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

আশীর্বাণী

বৈদিক ভাবনায় সোম—যজ্ঞ, লতা এবং দেবতা এই তিনরূপে, এই হল গ্রন্থকারের আলোচ্য বিষয়।

প্রথম চারটি অধ্যায়ে তিনি বিভিন্ন আকর থেকে যথেষ্ট পরিমাণে তথ্য সংগ্রহ করেছেন সোমের বিভিন্ন বিভাবকে ফুটিয়ে তোলার জন্য। বুদ্ধি এবং তর্ক দুটিকেই তিনি প্রশংসনীয় ভাবে ব্যাপৃত করেছেন সোমতত্ত্বের অনুশীলনে। নিবন্ধের এই অংশটি হ'ল পরবর্তী আলোচনার অপরিহার্য ভূমিকা মাত্র। ফলে স্বভাবতই এখানে তিনি পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন, যদিও সর্বত্র অন্ধভাবে নয়। তবু এখানে তাঁর নিবন্ধ তথ্যমূলকই, ব্যাখ্যামূলক নয়।

তাঁর নিবন্ধের বৈশিষ্ট্য হ'ল পরবর্তী দুটি অধ্যায়—যেখানে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এখানে তিনি সোম এবং সোমযজ্ঞের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়েছেন এবং নিঃসংশয়ে নূতন পথে পদক্ষেপ করেছেন। পাশ্চাত্ত্য গবেষক এবং তাঁদের ভারতীয় অনুবর্তীদের কাছে শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হ'ল একটা হেয় ব্যাপার। কিন্তু বৈদিক ধর্মের অনুশীলন কি কখনো সম্পূর্ণ হতে পারে, যদি তার আধ্যাত্মিক আবহটি ধরা না যায়,—বা আদৌ আলোচিত না হয়? ভারতবিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে যে পুনর্নবীকরণের তথা প্রাচ্যীকরণের প্রয়োজন অনেকদিন ধরেই অনুভূত হয়ে আসছে, শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁর আনুকূল্য করে মস্ত একটি কাজ করলেন।

দর্শনের সুরু সংশয়ে, কিন্তু ধর্মের সুরু শ্রদ্ধায়। কোনো যুগের অথবা দেশের আধ্যাত্মিক ভাবনার মর্মরহস্য উদ্‌ঘাটনে যিনি প্রয়াসী, তাঁকে তার প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে, 'অতীন্দ্রিয় সাযুজ্যবোধে' এক হয়ে যেতে হবে। প্রাচীন শাস্ত্রগুলির বহিরঙ্গ পাঠনির্ণয় এবং সম্ভাব্য কাল-নির্ণয়ের ব্যাপারে পাশ্চাত্ত্য গবেষকদের তর্কব্যাখ্যা-তন্ত্র যে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু মর্মোদ্ধারের ব্যাপারে তা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। অবশ্য তাঁরা ক্ষমার্হ, কেননা তাঁরা বিদেশী—তাঁদের জন্ম শিক্ষা সংস্কার কোনটির সঙ্গেই এদেশের মাটির কোনো যোগ নেই।

বৈদিক ধারার অবলুপ্তি ঘটে নি কখনো, যদিও যুগে যুগে তা রূপ বদ্‌লেছে। কিন্তু সে তো প্রাণেরই লক্ষণ, প্রাণই বাড়ে এবং বদলায়। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরাও স্বীকার করেন, ভারতবর্ষে হাজার হাজার বছর ধরে চলেছে অধ্যাত্মভাবনার নিরবচ্ছিন্ন ধারা। কিন্তু এ ভাবনার গঙ্গোত্রী এবং গঙ্গাসাগরকে বোঝার জন্য তাঁরা মাথা ঘামান নি। এ যেন হ্যামলেট্‌কে বাদ দিয়ে হ্যামলেট্‌ নাটকের অভিনয়। আর ভারতীয় পণ্ডিতরাও তাদের অনুবর্তন করেছেন বশংবদের মতো, ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গড়ে উঠেছে সর্বনেশে একটা সম্প্রদায় (tradition), যা ভারতবিদ্যার যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করেছে।

একজন তরুণ গবেষক যে ভারতীয় ধারার প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ থেকে অথচ তর্ক-মূলক ব্যাখ্যাপদ্ধতিকেও অবহেলা না করে বেদব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, এটা ভরসার কথা। তাঁর প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়, এবং সর্বতোভাবে অভিনন্দনযোগ্য।

তিনি যে বিষয়টি নির্বাচন করেছেন, তার পরিধি বিশাল। আশা করি, তিনি গভীর থেকে গভীরে নিমগ্ন হয়ে সোমোপাসনা সম্পর্কে তাঁর অনুশীলন চালিয়ে যাবেন, ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সাধনার সমগ্র ক্ষেত্রে যার প্রবল প্রভাব আজও অক্ষুণ্ণ।

অনির্বাণ

ভূমিকা

আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাচীনতম সাক্ষ্য উৎকীর্ণ হ'য়ে আছে বেদবাণীতে, এ কথা সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু সে-বেদবাণীর যথার্থ তাৎপর্য আজও উদ্‌ঘাটিত হয়নি, যদিও এ-দেশে এবং ও-দেশে নানা বিদগ্ধ জন, জ্ঞানী-গুণী-মনীষী এর মর্ম উদ্‌ঘাটনে সচেষ্ট হ'য়েছেন ও আজও ব্যাপৃত আছেন। বেদার্থ রহস্যময় হ'য়ে আছে দু'টি কারণে : এর ভাব ও ভাষা দুই-ই দুরধিগম্য। যাঁরা ভাষাতত্ত্বের অনুশীলন করেন বৈজ্ঞানিক রীতিতে সেই পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ এবং তাঁদের অনুগামী এ-দেশের কোনো কোনো মনীষী তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্যে বেদের মর্ম উদ্ধার করতে গিয়ে অনেক জায়গায় সফলকাম হ'য়েছেন এবং তাঁদের সে-মূল্যবান্ অবদান সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণীয়। কিন্তু যে কোনো সাহিত্য—তা' প্রাচীনই হোক্ বা আধুনিকই হোক্—তা'র আন্তর তাৎপর্য কখনও উদ্‌ঘাটিত করে না তা'র কাছে যে তা'র অন্তর্লোকের বা ভাবলোকের সঙ্গে পরিচিত না হ'তে পারে। কারণ, ভাষা ভাবেরই প্রকাশ বা বাহন। মূল ভাবটি ধরতে পারলে তবেই উপলব্ধি হয় ভাষার মাধ্যমে কিসের ইঙ্গিত বা ব্যঞ্জনা সে বহন ক'রে আনছে। 'সে অন্তরময় অন্তর মিশালে তবে তা'র অন্তরের পরিচয়'—কবিগুরুর এই গভীর তাৎপর্যময় উক্তিটি আমাদের সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এর জন্য আমাদের 'আপন হৃদয় গহনদ্বারে বারে বারে' কান পাতার প্রয়োজন সব-চেয়ে বেশী।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ বিদেশী ব'লেই ভারতবর্ষের ভাবলোকে সহজে প্রবেশ করতে অক্ষম। তাঁদের আশ্চর্য মনীষা, অতন্দ্র অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠ অনুশীলনই আজ বেদবাণীকে বাইরের জগতে সকলের কাছে সুপরিচিত ক'রে তুলেছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু সে শুধু বাইরের পরিচয়ই থেকে গিয়েছে, ভিতরের নিবিড় আত্মিক পরিচয় ঘটাতে পারেনি, তা'র কারণ আর কিছুই নয়, আমাদের ভাব-ধারার সঙ্গে সাজাত্যবোধ, ভাষার দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ভেঙে ফেলা সত্ত্বেও, তাঁদের পক্ষে লাভ করা সম্ভব নয়, যেমন আমাদের পক্ষেও তাঁদের ভাবধারায় একাত্ম হ'য়ে অবগাহন করা সুসাধ্য নয়। এ ছাড়া শাসক ও শাসিতের সম্বন্ধও তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীকে আচ্ছন্ন ও পক্ষপাতদুষ্ট ক'রেছে। তাঁরা উন্নত সুসভ্য জাতির

প্রতিনিধি, আমরা অসভ্য বর্বরদের বংশধর, এই অশ্রদ্ধেয় কল্পনা তাঁদের চোখে বেদকে 'চাষার গান' ক'রে তুলেছে। এর সঙ্গে তাঁরা যুক্ত করেছেন তাঁদের অকাট্য ক্রমবিবর্তনবাদ। তখন ছিল সভ্যতার উষালগ্ন, এখন তা'র দীপ্ত মধ্যাহ্ন। প্রকৃতির রক্তনখদন্তের বিভীষিকায় ভয়চকিত শিশু মানবের কাল্পনিক দেবতার উদ্দেশ্যে স্তবগান বেদের মূল উপজীব্য ব'লে তাঁরা মনে করেন। কিন্তু যাঁরা সারা সৃষ্টিকে দেবতার অজর অমর কাব্য ব'লে দেখার জন্য সবাইকে উদার আহ্বান জানিয়েছিলেন,—'পশ্য দেবস্য কাব্যং ন মমার ন জীর্যতি'—সেটা কি জাতীয় ভয় থেকে উৎসারিত, তা' আজ গভীরভাবে ভাববার দিন এসেছে। ঋষির চোখে যে বিস্ময়ের অঞ্জন মাখা সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। তিনি 'আশ্চর্যবৎ পশ্যতি', অবাক্ হ'য়ে তাকিয়ে থাকেন প্রভাতের সূর্যোদয়ের দিকে আতত দৃষ্টি মেলে। তিনি অনুভব করেন 'সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ'—যা কিছু স্থাবর, যা কিছু জঙ্গম, এই সূর্যই তা'র আত্মা। এ যুগের ঋষিকল্প বেদবিৎ মনীষী শ্রীমৎ অনির্বাণ চিন্ময় প্রত্যক্ষবাদের প্রবক্তারূপে যথার্থই বলেছেন: 'এই প্রত্যক্ষ অনুভবের আনন্দ-আন্দোলনে টলমল করছে বৈদিক সরস্বতীর 'মহো অর্ণঃ'—বিপুল জ্যোতির পারাবার।'

কিন্তু এই দিব্য দৃষ্টি ফিরিয়ে আনা আমাদের পক্ষেও সহজসাধ্য নয়, কারণ আমাদের দেশেও বেদবাণীর ধারা 'ক্বচিৎ ছিন্না ক্বচিদ্ ভিন্না' হ'য়েই প্রবহমানা। মাত্র 'নিঘণ্টু' বা যাস্কের 'নিরুক্ত' সম্বল ক'রে সায়ণাচার্য বেদবাণীর তাৎপর্য উদ্ঘাটনে সচেষ্ট হয়ে যে অসমসাহসিকতার পরিচয় রেখে গেছেন, তা'রই সাহায্যে আমরা আজও বেদবাণীর অন্তরে প্রবেশের ছাড়পত্র পেয়ে থাকি। কিন্তু তাঁর ভাষ্য পড়লে এটা স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে বহু স্থলে তিনি নিজেই সন্দেহাকুল, যথার্থ তাৎপর্যের উদ্ঘাটনে তিনি নানা 'অথবা'র সাহায্যে যেন অসহায় প্রয়াসে ব্যাপৃত। তা'রও কারণ আর কিছুই নয়, তিনি যে সময় বুক্ক মহীপতির দ্বারা আদিষ্ট হ'য়ে বেদভাষ্য রচনায় প্রবৃত্ত হ'লেন, তখন ভারতবর্ষে বৈদিক ভাবধারার পরম্পরা ছিন্ন-ভিন্ন, সম্প্রদায়ের ধারাবাহিকতা অবলুপ্ত। তবে হাজার হাজার বছরের দুর্লঙ্ঘ্য বিচ্ছেদ-ব্যবধানকে ঘুচিয়ে তিনি যে-ভাবে সংযোজক সেতু রচনা ক'রে দিতে পেরেছেন, তা'তে তাঁর অলৌকিক প্রতিভার স্বাক্ষর উৎকীর্ণ হ'য়ে আছে, সন্দেহ নেই। আজও আমরা সেই সেতুকে অবলম্বন ক'রেই বেদোদধি সমুত্তরণে প্রয়াসী হ'য়ে থাকি।

কিন্তু সেই সেতুটিকে আজ আরও সুদৃঢ় করা এবং তা'র ইতস্ততঃ ত্রুটিবিচ্যুতি দূর ক'রে নিখুঁত রূপ দান করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য। আধুনিক ভাষা-

বিজ্ঞানের কল্যাণে আমাদের হাতে আজ নানা মূল্যবান্ উপকরণ এসে পড়েছে, যা'র সদ্ব্যবহার করলে বেদের মর্মোদ্ধারে আমরা বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভাবধারার সঙ্গে আত্মিক যোগ সংস্থাপন ক'রে এই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য, প্রাচীন ও নবীন পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করতে হ'বে। এ-কথা ভুললে চলবে না যে ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতদের চেয়ে সায়ণাচার্য সম্প্রদায়-বিচ্ছেদ সত্ত্বেও বৈদিক ভাবধারার অনেক বেশী সন্নিহিত, যেহেতু ভারতীয় চেতনায় তাঁর আত্মা সন্নিবিষ্ট। এ ছাড়াও এ-যুগের নানা ভারতীয় মনীষী—দয়ানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীমৎ অনির্বাণ, কুমারস্বামী প্রভৃতি যে-গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা বা আলোচনা করেছেন, তা'রও ব্যাপক অনুশীলন করতে হ'বে। এইরকম বহুমুখী সমন্বয়ী প্রয়াসেই বেদবাণীর যথার্থ তাৎপর্য উদ্‌ঘাটিত হওয়া সম্ভব।

সুখের বিষয়, অনেক আধুনিক তরুণ গবেষক বেদপারাবার-পারীণ হ'য়ে উঠছেন আমাদের দেশে। আমার বিশেষ সৌভাগ্য ও গর্বের বিষয় যে তাঁদের মধ্যে একজনকে আমি নিজের ছাত্ররূপে লাভ করেছি, যিনি বর্তমান গ্রন্থের লেখক। গবেষণার যেটি মূলধন—নিজস্ব গভীর অন্তর্দৃষ্টি, সেটি শ্রীমান্ বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে বর্তমান, এটি লক্ষ্য ক'রে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেছি। তিনি বেদের মহোদধি থেকে এমন একটি বিষয় তাঁর গবেষণার জন্য বেছে নিয়েছেন, যেটি একাধারে বেদের চরম সাধ্য ও পরম সাধন। মর্ত্য মানুষ এই মাটির পৃথিবীতে প্রথম পদক্ষেপের দিন থেকেই অমৃতের সন্ধানী। সে-সন্ধান সে চালিয়েছে নিরলস ভাবে অন্তরে ও বাইরে, অধ্যাত্ম ও অধিভূত দুই ক্ষেত্র জুড়েই। বৈদিক ঋষির কাছে কোথাও বা সে মাটির সোমলতা হ'য়ে ধরা দিয়েছে, কোথাও বা আকাশের চাঁদ বা সুধাকর রূপে। খ্যাপা যেমন পরশ-পাথর খুঁজে বেড়ায় আমরাও তেমনি সেই সোমের, সেই Elixir of Life-এর সন্ধানে আজও ব্রতী। কিন্তু তা'র সঠিক পরিচয় পাওয়া আজ দুঃসাধ্য। বেদের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষে এই সোমের পাবন সবন একদা প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন জুড়ে প্রবর্তিত ছিল। তা'তে তাঁরা কী লাভ করেছিলেন জানি না, কিন্তু যখন তাঁদের এই উদাত্ত উদ্‌ঘোষণ শুনি :

অপাম সোমম্ অমৃতা অভূম
অগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্।

অথবা তাঁদের আকুল প্রার্থনা যখন কানে বাজে :

যত্র জ্যোতিরজস্রং যস্মিন্ লোকে স্বর্হিতম্
তস্মিন্ মাং ধেহি পবমান অমৃতে লোকে অক্ষিতে।

তখন রোমাঞ্চ জাগে। মনে হয় তাঁরা এমন কিছুর সন্ধান পেয়েছিলেন যা'তে 'প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি।'

গ্রন্থকার প্রভূত পরিশ্রম সহকারে এ-দেশের এবং ও-দেশের নানা অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈব সোমসম্বন্ধী আলোচনা মন্থন ক'রে তা'র অমৃতময় নির্যাস পরিবেশন করেছেন। তাঁর এ-প্রয়াস সর্বথা অভিনন্দনযোগ্য, কারণ তিনি মুক্ত মন নিয়ে যুক্তিসহকারে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। কোনো মতবাদ চাপিয়ে দেওয়ার দুর্মদ আগ্রহ বা প্রয়াস কোথাও লক্ষিত হয়নি। আশাকরি তিনি তাঁর বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধিকে এই জাতীয় গবেষণায় নিবদ্ধ রেখে 'দুর্ব্যাখ্যাবিষমূর্চ্ছিতা' বেদবাণীকে পুনরুজ্জীবিত করতে প্রয়াসী হ'বেন এবং আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করবেন।

বরদা বেদমাতা তাঁর অশেষ কল্যাণ সাধন করুন্—এই প্রার্থনা।

সূচীপত্র

সঙ্কেত পরিচয়

অথর্ব—	অথর্ববেদ	তু:—	তুলনীয়
আ. শ্রৌ.—	আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র	তৈ. উ.—	তৈত্তিরীয়োপনিষৎ
আপ. শ্রৌ.—	আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র	তৈ. ব্রা.—	তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ
ঈশ.—	ঈশোপনিষৎ	দ্রঃ—	দ্রষ্টব্য
ঋ.—	ঋগ্বেদ	নি.—	নিরুক্ত
ঐ. আ.—	ঐতরেয় আরণ্যক	বা. যজুঃ—	বাজসনেয় যজুর্বেদ
ঐ. ব্রা.—	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	বৃ. উ. বৃহ. উ.	—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ
কা. শ্রৌ.—	কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র		
ছা. উ.—	ছান্দোগ্যোপনিষৎ	শ. ব্রা.—	শতপথ ব্রাহ্মণ
জৈ. ব্রা.—	জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ	শ্বে. উ.—	শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
জৈ. সূ.—	জৈমিনীয় সূত্র		
তা. ব্রা. তাণ্ড্য. ব্রা.	—তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ		

BORI—Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute

CHI
JRMC }—Cultural Heritage of India

HIL—A History of Indian Literature

IP—Indian Philosophy

JAOS—Journal of the American Oriental Society

JASB
JAOB }—Journal of the Asiatic Society of Bombay

JGRI—Journal of the Ganganath Jha Research Institute

O.H.—Our Heritage

Pt.—Part

RPVU—The Religion and Philosophy of the Veda and Upanishads

RV—Ṛgveda

S. Bra.—Śatapatha Brāhmaṇa

SHR—The Soma Hymns of the Ṛgveda

TIVS—A True Interpretation of the Vedic Sacrifice

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	টীকা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১	১২	৬	৫।৪৫।৫	৫।৫৫।৪
„	১৪	১	৯।৬১।১	৯।৬১।৯
১৩	২৫	১	১০।১০০।৪	১০।১৩০।৪
২০	২১	২	২৪।৬	২৫।৬
২৫	৫১	৩	38	17
২৭	৬২	২	৯।৯৬।৭	৯।৯৬।৬
৩১	৭৬	১	৯।৯৫।২	৯।৮৫।২
৩৩	৫	৩	৮।৭৯।৩	৮।৭৯।১
৩৪	১১	১	১।৮৭।১	১।১৮৭।১
৩৭	২৭	১	১।৯৬।৩	১।৯৩।৬
৪১	৪৮	১	৯।১৬৮।৩	৯।৬৮।৪
৪৬	৭১	১	৮।৮৩।১	৯।৮৩।১
৪৭	৭৪	২	৯।৬।৪	১০।৬।৪
৫২	৭	১	২৮।১৩	২৮।৩
৫৫	২২	৪	১।৯৫।৫	৮।৯৭।৫
৫৭	৩২	১	৬।৯৮।৩	৭।৯৮।৩
৫৯	৪৮	১	37	31
৬৫	৮৭	২	১০।১৫১।৪	১০।১৫১।৫
৮৫	৫৩	১	৫।৫৪।২	৪।৫৪।২

অবতরণিকা

প্রাচীন সংস্কৃতির অনুশীলনে বৈদিক সাহিত্যের অবদান অনস্বীকার্য। এই বৈদিক সাহিত্য গড়ে উঠেছে বিস্তীর্ণ দেশ ও কাল জুড়ে। এর মধ্যে বিধৃত রয়েছে ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মূল মর্ম। আজও তাই এই সাহিত্যকে জানার বহুল অবকাশ আছে। বিশেষত এই বৈদিক সাহিত্যের সাধারণ আলোচনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীর লেখনী যতখানি নিয়োজিত হয়েছে, বৈদিক সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ অংশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় ঠিক ততখানি নয়। আজও তাই বৈদিক সাহিত্যের অনেক আলোচনা গবেষণার বস্তু। একটি কথা প্রথমেই স্মরণ করতে হয় এই যে, বেদকে বলা হ'ত 'শ্রুতি'—অর্থাৎ শ্রুতি মাধ্যমে বংশপরম্পরায় এই সূক্তগুলি প্রাচীনেরা ধরে রেখেছিলেন এবং পরে এগুলি লিখিত ও সংকলিত হয়েছে। সুতরাং স্বভাবতই সূক্তরচনার কাল এবং সূক্ত-সংকলনের কাল ভিন্ন। কিন্তু পাঠরীতি বা অনুশীলনরীতি এমনই সুদক্ষ ছিল যাতে মনে করা হয় বেদের সমগ্র অংশই অবিকৃতভাবে রক্ষিত হয়েছে এবং যতগুলি সূক্ত সংকলিত হয়েছে হয়তো তদধিক সূক্ত ছিল না। সূক্তগুলির মধ্যে এমন কোনো প্রমাণ নেই যা থেকে নিঃসংশয়ে সূক্তরচনার কাল জানা যায়। কিন্তু কালের বিতণ্ডা বাদ দিয়ে সূক্তের মর্মার্থ পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে বৈদিক সূক্তগুলি যে সময় রচিত বা দৃষ্ট হয়েছে সে সময় বৈদিক সমাজ বেশ উন্নত পর্যায়ের এবং এই সমাজের মানসিকতাকে বোঝার জন্য অন্যতম প্রধান অবলম্বন হচ্ছে ঋগ্‌বেদই। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব এবং তুলনামূলক পুরাতত্ত্বের অবদান এবিষয়ে স্বীকৃত হলেও অনেকে এগুলিকে প্রথম এবং প্রধান প্রমাণ বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত এবং একথা সমীচীন যে বহিরঙ্গ প্রমাণের চাইতে অন্তরঙ্গ প্রমাণের উপরই বেশী নির্ভর করা উচিত এবং এরই জন্য প্রয়োজন বেদের মন্ত্রার্থের আবিষ্কার, আর এই মন্ত্রার্থের আবিষ্কারের জন্য কেবল ঋগ্‌বেদই নয় ইতিহাস পুরাণ এমনকি তন্ত্র পর্যন্ত অনুধাবন করতে হয় এবং সেইভাবেই বৈদিক সূক্তগুলির নিগূঢ় তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় বৈদিক সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ অংশের বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে, কারণ সাধারণ আলোচনার বিস্তীর্ণ পরিধিতে বিভিন্ন অংশের প্রত্যেক দৃষ্টিকোণ থেকে বিস্তারিত আলোচনা আশা করা যায় না।

বৈদিক সাহিত্যের একটি বিশেষ অংশ তাই এই গ্রন্থের উপজীব্য। আলোচনার বিষয় 'বৈদিক ভাবনায় সোম'। বৈদিক সাহিত্য, বৈদিক ধর্ম, বৈদিক দেবতা. বৈদিক সমাজ ইত্যাদি সাধারণ আলোচনায় বিভিন্ন মনীষী এই সোমের কথা আলোচনা করেছেন—কিন্তু বিশেষভাবে শুধু সোমকে অবলম্বন করে বিস্তারিত ও ব্যাপক আলোচনার কথা স্বল্প। আবার যা আলোচনা হয়েছে তাও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এবং সেজন্য সোম সম্বন্ধে সকলে সর্বাংশে একমত হতে পারেননি। জটিল এই সোমরহস্য সন্ধানে আগ্রহ তাই স্বাভাবিক ভাবেই অনেকে পোষণ করেন। বিশেষ কি—বেদের আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হলেই 'সোম' সে আলোচনায় প্রায় মুখ্য বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। বৈদিক সাহিত্য দীর্ঘবিস্তৃত, সেই সাহিত্যের দৃষ্টিতে বিষয়টি হয়তো সংক্ষিপ্ত কিন্তু বৈদিক ভাবনার বিচারে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, কেননা সোমের কথায় বৈদিক ঋষি এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত রেখেছেন যার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুধ্যান না করতে পারলে বৈদিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ বোধ হওয়া সম্ভব নয়।

বৈদিক ভাবনা কথাটি বৈদিক জীবন-দর্শনকে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করেছি। এই বৈদিক ভাবনার আলোচনা করতে গেলে আমাদের কতকগুলি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে প্রাচীনতম হচ্ছে ঋগ্‌বেদ, এটিই মূল, পরবর্তী যুগের ভাবধারার সংহত রূপ এখানে স্পষ্ট। ঋক্ অংশ বেশী থাকার জন্য নাম ঋক্-বেদ—ঋক্‌শব্দার্থ অনেক গভীর, প্রধানত ঋক্ হচ্ছে বাক্ এবং এই ঋক্‌সমূহাত্মক দশশতের কিছু বেশী সূক্তসমষ্টি এই ঋগ্‌বেদ। এই সূক্তগুলির দ্রষ্টা হচ্ছেন ঋষি, কবি, ক্রান্তদর্শী, কাজেই এঁদের ভাবনা যে উন্নত পর্যায়ের তা নিঃসন্দেহ। এই সূক্তগুলির পর্যালোচনায় জানতে পারি বৈদিক দেবতার কথা, ঋষিরা যাদের সম্বন্ধে বলেছেন তারা দেবতা ("যা তেন উচ্যতে সা দেবতা")। এই দৃষ্টিতে বিশ্বের সব কিছু দেবরূপ। এই ঋগ্‌বেদের মধ্যেই সূক্তে স্পষ্টভাবে প্রাচীন ঋষি এবং প্রাচীন দেবতার এবং প্রাচীন সূক্তের কথা উল্লিখিত দেখি যা থেকে অনুমান করা যায় বৈদিক ভাবনা দীর্ঘযুগবাহিত এবং সেজন্য অনেক উন্নত পর্যায়ের। এই সূক্তগুলিতে দেবতার কথা যেমন পাই তেমনি পাই যজ্ঞভাবনার কথা। এই যজ্ঞভাবনা দৈবসাধনা ছাড়া আর কিছু নয়। পরবর্তী যুগের ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে বৈদিক ভাবনাকে বোঝার প্রয়াস স্পষ্ট। বলা হয় ঋষির যে বাক্য সে বাক্যগুলি রহস্যময়—অর্থাৎ গূঢ়ার্থবহ—আধ্যাত্মিক সূক্তগুলি (অর্থাৎ যে সূক্তে সবকিছুকে অহংরূপে দেখা হয়েছে) এ বিষয়ে একটি নিদর্শন হতে পারে। বৈদিক ঋষির দৈবভাবনা বা যজ্ঞভাবনা আত্মভাবনারই পরিণত রূপ—এই দৃষ্টিতে ঋষিদৃষ্ট সূক্তগুলির যে কোন বিষয়ই গভীর তাৎপর্যবহ

—বিশেষ করে সোম সম্বন্ধীয় আলোচনায় সেই ভাবনার সংকেত যেন বেশী স্পষ্ট মনে হয়।

আমাদের আলোচনায় আমরা প্রতিপাদন করতে চেষ্টা করেছি যে সোমের কথায় বৈদিক ভাবনার চরম প্রকাশ ঘটেছে। প্রতিপাদ্যের সমর্থনে অধিকাংশ স্থলে বৈদিক সাহিত্য থেকেই প্রমাণ সংগ্রহ করেছি। বিষয়টি আরও গভীর ও বিস্তৃতভাবে হয়তো আলোচিত হতে পারে, কিন্তু আমরা আমাদের আলোচনা করেছি মুখ্যত ঋক্‌সংহিতার মন্ত্রমণ্ডলকে ভিত্তি করে, কেননা সমগ্র বৈদিক-সাহিত্যে যে ভাবনার প্রকাশ তার মূলভাব ঋক্‌সংহিতায় অবিকৃত আছে। কিন্তু সোমের বৈচিত্র্য এবং সার্বত্রিকতার কথায় অংশত ব্রাহ্মণাদিও আলোচনার সহায়করূপে গ্রহণ করা হয়েছে এবং সংহিতার ভাবই যে সর্বত্র অবিকৃতরূপে বিদ্যমান, এর সমর্থনে সংহিতোত্তর পর্যায়ে সোমের আলোচনা করার পর উপসংহার করা হয়েছে।

এখন সোমের কি কি বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে এখানে তার একটু আভাস দেওয়া প্রয়োজন, কারণ ঐগুলিই আমাদের আলোচনার অনুপ্রেরণা।

ঋক্‌সংহিতায় 'সোম' একজন দেবতা, এবং প্রধান দেবমণ্ডলীর অন্যতম। আবার 'সোম' দেবতাদের জন্য প্রদেয় শ্রেষ্ঠ হব্য। সংহিতায় তাই সোমের দুইটি রূপ—একটি মর্ত্য ও অন্যটি দিব্য। এই দুই রূপ সোমের কথা বিভিন্ন মনীষী আলোচনা করেছেন কিন্তু মর্ত্য সোম কি পদার্থ সে সম্বন্ধে যেমন নিশ্চয়তার অভাব সেইরূপ অনিশ্চয়তা দিব্য সোম বিষয়েও। এই সোমের স্বরূপ আজও পর্যন্ত অজ্ঞাত। আবার দিব্য সোম বলতে কি বোঝাবে গন্ধর্বলোক, বায়ুলোক, ইন্দ্রলোক, সূর্যলোক, সোমলোক না পরমব্যোম, কোন্ লোকের সোম তারও আলোচনার অবকাশ আছে।

এই সোমদেবতার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, তার মধ্যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—ঋষির দৃষ্টিতে সোম নিত্য পবমান। ঋক্‌সংহিতায় সমগ্র নবম মণ্ডল জুড়ে 'পবমান' সোম দেবতারই কথা। 'পবমান' অর্থে ক্ষরিত হওয়া। সোম ক্ষরিত হোক নিত্য—প্রতিটি সূক্তে ঋষির এই মনোভাবের প্রকাশ হয়েছে—এই দৃষ্টিতে ঋষির কাছে সোম হচ্ছেন অখণ্ড আনন্দধারা এবং সঞ্জীবনী সুধাস্বরূপ—লোক থেকে লোকান্তরে যার পবমানতা চেতনার স্পর্শ নিয়ে আসে—এইজন্য সোমের স্থিতি সর্বত্র। উপনিষদে পঞ্চাগ্নি-বিদ্যার কথায় তাই দেখি বিশ্বযজ্ঞে সোমই আহুতির দ্রব্য এবং এই সোমেরই উপস্থিতি ভিন্নভাবে ভিন্নলোকে।

যেহেতু এই সোম 'নিত্য পবমান' তাই এই সোম অমৃত-চেতনা, যার মধ্যে

জ্যোতি এবং আনন্দের বৈপুল্য। সোমলোক সেজন্য জ্যোতির্ময় আনন্দলোক। ঋক্‌সংহিতার নবম মণ্ডলের উপান্ত্যসূক্তটি এখানে স্মরণ করা যেতে পারে—যেখানে রয়েছে সোমলোকের বর্ণনা। যজ্ঞীয় দৃষ্টিতে যখন দেখি তখনও প্রত্যক্ষ করি সোমের নিত্য পবমানতা—সোম আহুতিরূপে অগ্নিতে উৎসৃষ্ট হয়, দেবলোকে দেব-ভোগ্যরূপে অগ্নিসহায়ে উপস্থিত হয়। দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রই সর্বশ্রেষ্ঠ সোমপান-কারী—যার সোমপানজন্য শক্তির প্রকাশ বজ্রপ্রয়োগে—যার পরিণাম বৃষ্টিমোক্ষণ এবং এই দৃষ্টিতে বৃষ্টিবিধাতৃরূপে ইন্দ্র জগৎপালক। পর্জন্যকে বলা হয় সোমের পিতা—পর্জন্য বা মেঘই ওষধির পুষ্টির হেতু, সুতরাং ওষধিরূপে সোমের যেটি মর্ত্যরূপ, তা পর্জন্যের বৃষ্টিসহায়েই রসসঞ্চয়ের মাধ্যমে পুষ্টিলাভ করে—এই সোম পুনরায় যজ্ঞীয় হব্যরূপে পরিণত হয়–এইভাবেই সোমধারার পবমানতা নিত্য—এর মধ্যে ঋষি বোঝাতে চেয়েছেন জগৎসৃষ্টির মৌল শক্তির কথা, এবং সেই শক্তি আনন্দস্বরূপ—উপনিষদের সেই প্রসিদ্ধ উক্তি "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে"–এরই ইঙ্গিতবহ। সোমের এই বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করেই বোধহয় সোমযজ্ঞকে প্রধান স্থান দেওয়া হয়েছিল। যজ্ঞস্বরূপের আলোচনায় দেখা যায় সোমযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ এবং পরবর্তী যুগে এই সোমযজ্ঞই বিভিন্নভাবে পরিবর্ধিত হয়েছে—এমনকি ওষধি সোম দুর্লভ হলেও প্রতিনিধি বা অনুকল্প-মাধ্যমে সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান দীর্ঘযুগবাহিত হয়েছে। কেবলমাত্র এই যজ্ঞেরই ফলস্বরূপ অমৃতলাভের কথা বলা হয়েছে।

সোম বৈদিক সাহিত্যের একজন প্রাচীন দেবতা, আবেস্তায় 'হোম' এর উল্লেখে একথা প্রমাণিত হয় সুতরাং সোমের স্বরূপোদ্ঘাটনে প্রাচীনতম সংস্কৃতিরও স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়, সোমকে কেন্দ্র করে অনেকে এইরকম মন্তব্য করেন, কিন্তু প্রত্যেকটি সংস্কৃতির একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছেই এবং সেটি একটি বিশিষ্ট পরিবেশ বা যুগজন্য মানসিকতার ফলেই গড়ে ওঠে—সুতরাং কোনো একটি সংস্কৃতির আলোচনা অবান্তর সংস্কৃতির আলোকে করতে চাইলেও সাম্য এবং বৈষম্য দুইটিই পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং সতর্কভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার, নতুবা দুই সংস্কৃতির ঐক্যই কিছুটা ধরা যাবে কিন্তু কোনো রহস্যের সমাধান সম্ভব হবে না। বৈদিক ঋষির সোম পার্থিব দৃষ্টিতে নিছক সংকীর্ণ বস্তুমাত্র নয়—সোমসাধনার মধ্যে ঋষি দৈবসাধনার ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। এই সোমদেবতা সর্বময়—চিৎরূপ এবং জড়রূপ, দেবতা ও ওষধি—এই দুইটি রূপ আবার অবিনাভূত এবং যেকোনো একটির সাধনাতেই পরিপূর্ণ দৈববোধ লাভ করা যায়। অর্থাৎ বলতে পারা যায় যে—বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিটি স্তরেই দৈব অনুভূতি উপযুক্ত অনুধ্যানে লাভ করা সম্ভব। দেবতা দিব্যলোক এবং মর্ত্যলোক

উভয়ত্র আছেন। "যদেবেহ তদমূত্র" "যদমুত্র তদন্বিহ"—উপনিষদের এই উক্তি এখানে স্মরণীয়। দৈবসাধনার যা উপায় বা সাধন তাই আবার উপেয় বা সাধ্য হয়ে ওঠে সাধকের অন্তর্দৃষ্টিতে। সোম তাই ওষধি এবং দেবতা দুইই। এখানে শুধুমাত্র নিছক প্রকৃতির মধ্যে অলৌকিক বৈশিষ্ট্য দেখে ভীতিবিহ্বল অথবা অজ্ঞ জনের স্তুতির পরিণামে দেবতার কল্পনা, একথা সম্পূর্ণ অবান্তর—সোমকে ঋষি দেখেছেন যেমন বাইরে তেমনি অন্তরে—সোমযজ্ঞ তারই একটি প্রায়োগিক রূপ, সুতরাং সোম কি এবং সোমের কি রূপ এই অনুসন্ধিৎসার উত্তরে ঋষি দৈবসাধনার একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত রেখে গেছেন একথা আমরা বলতে পারি।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য রেখেই বৈদিক ভাবনায় সোমের কথা আলোচনা করেছি। আলোচনার ক্রমটি এইরূপ—আলোচনা সাতটি অধ্যায়ে। অধিভূত, অধিদৈব এবং অধ্যাত্ম এই তিনটি দৃষ্টিতেই সোম আলোচিত হয়েছে। প্রথমেই আলোচনা করেছি বৈদিক সাহিত্যে সোমের স্থান, তারপর সোম বলতে কি বুঝি, এই বিষয়ে বিবিধ মতবাদ এবং সংহিতার উক্তিসমূহ আলোচনা করেছি। এর পর সোমদেবতার মধ্যে অন্যদেববিলক্ষণ যে একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে অর্থাৎ সোম, দেব ও দেবহব্য দুইই, তার আলোচনার জন্য সংহিতায় অধিভূত রূপের কথা কতখানি স্পষ্ট, তার আলোচনা করেছি এবং তারপরই আলোচিত হয়েছে সোমদেবতার কথা। এই অধিদৈব পর্যায়ে সোমের আলোচনা, সোম কিভাবে অন্যান্য দেবতাগণের সঙ্গে দেবতারূপে এবং দেবহব্যরূপে অন্বিত আছেন, এই দুই ভাবেই করা হয়েছে। যজ্ঞের উপকরণরূপে সোমের বৈশিষ্ট্য কি, এই প্রসঙ্গে সোমযজ্ঞের আলোচনা করেছি, এবং সোমযজ্ঞের বিভিন্ন রূপ থাকলেও, যে আলোচনায় সোমযজ্ঞ সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা হতে পারে, প্রসঙ্গত সেই 'অগ্নিষ্টোম' নামক একাহ সোমযজ্ঞের আলোচনা করেছি। পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে সোমের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কথা প্রকাশ পায় তারই পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সোমের কথা আলোচনা করেছি। কারণ, যজ্ঞের বাহ্যরূপের অন্তরালে একটি আন্তররূপ বা মানসরূপ আছে, যেটি শুধু ভাবনাময়, তার নির্দেশ সর্বত্র আরণ্যকাদিতে দেওয়া হয়েছে। সোমকে ঋষি একমাত্র ধ্যেয়রূপে গ্রহণ করেছেন। ঋষি ক্রান্তদর্শী কবি, হৃদয়ের উপলব্ধিতে মহৎকে জানতে চেয়েছেন—এইরকম সাধনারও ইঙ্গিত আছে সোমের কথায়। বিশেষ করে, সেই সাধনপথের কতখানি ইঙ্গিত পাওয়া যায় তার বিচারণায় দুটি সূক্তের বিশদ আলোচনা করেছি—এবং এরই পরিপূরক হিসাবে আলোচনা করেছি সংহিতোত্তর সোমের কথা—সেই প্রসঙ্গে দেখাতে চেষ্টা করেছি যে সংহিতার সোম এবং সংহিতোত্তর সোম অভিন্ন। অর্থাৎ

সংহিতায় সোমের যে রূপ সেই রূপকেই পরিস্ফুটিত করা হয়েছে সংহিতোত্তর বৈদিক সাহিত্যে। এখানে বিশেষ করে আলোচনা করেছি সোমকে কেন্দ্র করে যে সব আখ্যান আছে সেগুলির কথা। ঐ আখ্যানসমূহের কথায় সোমের সর্বময়তার কথা জানতে পারা যায়। সোম সম্বন্ধে মূলভাবনার অখণ্ড ধারা বৈদিক সাহিত্যের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ভাবেই প্রবাহিত। এই সোম কেন এইভাবে আলোচিত হয়েছে তার কারণস্বরূপ এই সিদ্ধান্তই এসে পড়ে যে বৈদিক-ভাবনার চরম ও পূর্ণ প্রকাশ সোমের কথাতেই।

আলোচ্য বিষয়টিকে যথাসম্ভব সপ্রমাণ করার বিষয়ে ত্রুটি করিনি—পাশ্চাত্য বেদবিদ্‌গণের সমস্ত মতামত গ্রহণে বিষয়টি হয়তো পূর্ণাঙ্গ হতো, কিন্তু বিভিন্ন পাশ্চাত্য ভাষায় আমার অনভিজ্ঞতায় তা হতে পারেনি। তথাপি সাধারণভাবে বক্তব্য যাতে অপ্রমাণ এবং ভিত্তিহীন না হয় তার দিকে লক্ষ্য রেখেছি।

বৈদিক সাহিত্যে সোমের স্থান

বৈদিক ভাবনায় সোমের কথা আলোচনা করতে গেলে বৈদিক ভাবনা যার মধ্যে বিধৃত সেই বৈদিক সাহিত্যের পরিচয় নেওয়া প্রয়োজন। এই বৈদিক সাহিত্য নির্দিষ্ট একটি কালে বা নির্দিষ্ট একটি স্থানে গড়ে ওঠেনি, এটি দীর্ঘ যুগবাহিত। এর মধ্যে যে ভাবনার রূপ তাও নির্দিষ্ট এক সময়ের নয়। সময়ের ব্যবধানে সেই ভাবনার কোনোরকমই পরিবর্তন হবে না, এইরকম কল্পনা হয়তো অসঙ্গত—কিন্তু সেই ভাবনার অন্তরঙ্গ রূপটি অবিকৃতই থেকে যায়, এইরূপ মনে করা চলে। বৈদিক ভাবনার সেই অন্তরঙ্গ রূপটি 'সোমের' কথায় স্পষ্ট হয়ে আছে। এইজন্য সোম বৈদিক ভাবনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

বৈদিক সাহিত্য বলতে বুঝি—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্—এ ছাড়া এদের পরিপোষকতার জন্য আছে বেদাঙ্গগুলি। সংহিতা হচ্ছে চারটি—ঋক্ সংহিতা, সাম সংহিতা, যজুঃ সংহিতা ও অথর্ব সংহিতা। এই প্রত্যেকটি সংহিতা আবার শাখাভেদে বহুবিস্তৃত। সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের প্রসার বিস্তীর্ণ দেশ ও কাল জুড়ে। আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন এদেশের বেদবিদ্‌গণের ধারণা এই বেদ নিত্য, অপৌরুষেয় এবং অনন্ত।[১] এই বেদকে বলা হ'ত 'শ্রুতি', অর্থাৎ শ্রুতিপরম্পরায় এই বেদের অনুশীলন হয়েছে। এই বেদই শাশ্বত সত্যরূপ জ্ঞানের আধার, যার স্বরূপ তপস্যার দ্বারা উপলব্ধি করেছেন সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা। এই ঋষিগণ ক্রান্তদর্শী, কবি এবং সমাহিতচিত্ত। ধ্যানতন্ময় ঋষিগণ দৈবচিন্তার কোন এক পর্বে এগুলি প্রত্যক্ষ করেছেন।[২] এই দৃষ্টিতে বেদের আবির্ভাবে যেমন পূর্ব প্রয়াস নেই, সেইরূপ শাশ্বত সত্যের আধার হওয়ায় এই বেদ কোনো দিন কাল ও ব্যক্তি দ্বারা পরিচ্ছিন্নও নয়। আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে করা হয় যে দৈবচিন্তা বা দৈবসাধনার প্রথম পর্যায়ে অন্তরঙ্গোপাসনারই প্রাধান্য।

---

১ বেদা বা এতে অনন্তা বৈ বেদাঃ—তৈ. ব্রা. ৩।১০।১১।৪

২ ঋ. ১০।৭১।৩

তুলঃ যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ।
লেভিরে তপসা পূর্বমনুজ্ঞাতা স্বয়ম্ভুবা॥ মহা-শান্তি, ২১০।১৯

এই বিশালায়তন বৈদিক সাহিত্যে প্রায় সর্বত্রই সোমসম্বন্ধীয় চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। ঋক্‌সংহিতার নবম মণ্ডল সোমমণ্ডল নামে পরিচিত— এই নবম মণ্ডল ছাড়াও অন্যত্র সোমের কথা কখনও একক ভাবে কখনও বা অন্য দেবতার সঙ্গে যুক্তভাবে উল্লিখিত আছে। ঋগ্বেদে অন্য কোনো দেবতার বিষয়ে এইরকম মণ্ডল জুড়ে মন্ত্রসংকলন দেখা যায় না।[৩] সামবেদেও প্রধানত সোমেরই আলোচনা—কারণ সোমযজ্ঞেই প্রধানত সামগানের ব্যবহার হয়।[৪] ঋক্ যেমন ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট সেইরূপ সামও ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট। অনেকে সামবেদকে সোমবেদও বলা যেতে পারে এই মন্তব্য করেন।[৫] সামবেদে প্রধানত ঋগ্বেদের অষ্টম এবং নবম মণ্ডলের মন্ত্রই সংগৃহীত হয়েছে যেগুলিতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সোমেরই কথা। যজুর্বেদ প্রধানত যজ্ঞকর্মের বিবরণ—শ্রেষ্ঠ যজ্ঞস্বরূপ সোমযজ্ঞের আলোচনা এখানে তাই স্বাভাবিক। তৈত্তিরীয় সংহিতার ষষ্ঠ কাণ্ডে এবং বাজসনেয়ী সংহিতার চতুর্থ থেকে অষ্টম অধ্যায় পর্যন্ত সোমযজ্ঞের আলোচনা আছে। শাখার বিচারে যজুঃসংহিতার দুটি ভাগ হলেও বিষয়বস্তু কিন্তু একই। অথর্বসংহিতায়ও সোমের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সূক্ত আছে।[৬]

সুতরাং ঋক্‌সংহিতায় সোমের এককভাবে একটি মণ্ডলে স্তুতি, সামসংহিতায় পরোক্ষভাবে সোমের প্রাধান্য, যজুঃসংহিতায় সোমযজ্ঞের বিস্তৃত আলোচনা এবং অথর্বসংহিতায় পূর্বোক্ত ত্রয়ীর মধ্যে সোমের যে বৈশিষ্ট্য সেই

---

৩ ঋক্ সংহিতার সংকলন যখন হয়েছে তখন সোমযজ্ঞের স্মরণ রেখেই এই সংকলন হয়েছে এইরকম অনুমান করা হয়—দশটি মণ্ডল 'বিরাট' ছন্দের অক্ষর সংখ্যা স্মরণ করায়। বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ যা জ্যোতিষ্টোমের স্মারক। ঋক্ সংহিতার আদি ও অন্ত এক, অগ্নিদেবতা দিয়ে আরম্ভ এবং অগ্নিদেবতা দিয়েই শেষ। সোমযজ্ঞেরও আদ্যন্ত একই। অগ্নিষ্টোমের স্তোত্র-শস্ত্রসংখ্যা ১৯১, ঋগ্বেদের প্রথম এবং দশম মণ্ডলের সূক্ত সংখ্যাও তাই।
তুঃ—সমগ্র ঋগ্বেদকে 'সোম'বেদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঋগ্বেদের যে স্থান উদ্‌ঘাটন করিবে, সেই স্থানেই সোমযাগের, সোমপানের বা সোমঘটিত অন্য কোনো কথার উল্লেখ দেখিতে পাইবে।

বেদপ্রবেশিকা, পৃঃ ৫০

৪ ইষ্টিযজ্ঞে বিকল্পে সামগানের ব্যবহার আছে কিন্তু উদ্গাতা সেখানে সামগানকারী নয়। কা. শ্রৌ., ৪।১।৪ ; ১০

৫ O.H., Vol. I, Pt. I, p. 91

৬ দৈবসংহিতা, ৩য়, পৃঃ ৬৪-৭৬
তুঃ অথর্ব ৫।২৪।৭, ৬।৭।১

বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ দেখে বোঝা যায় বৈদিক ভাবনায় সোম এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

শুধু সংহিতাতেই নয়, সোমের আলোচনা ব্রাহ্মণাদিতেও বিস্তৃত অংশ জুড়ে। যজ্ঞের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা এই ব্রাহ্মণে। সোমযজ্ঞের আলোচনার জন্য ঋগ্বেদ, সামবেদ এবং যজুর্বেদের ব্রাহ্মণই লক্ষণীয়। এই ব্রাহ্মণসাহিত্যে যেমন পাই মন্ত্রার্থের বিবৃতি তেমনি মন্ত্রার্থের পরিপোষকতার জন্য আখ্যান। সংহিতার মধ্যে যে মন্ত্র সেই মন্ত্রগুলিই ব্রাহ্মণে ব্যাখ্যাত। এই মন্ত্রের বিনিয়োগ এবং তাৎপর্য-কথনের সঙ্গে সঙ্গে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে আখ্যায়িকাও রচিত হয়েছে। ব্রাহ্মণসাহিত্যে এই আখ্যানের আবির্ভাব শুধুমাত্র বৈদিক ভাবধারাকে ভিন্ন খাতে নিয়ে যাবার জন্যই নয়—মূল তত্ত্বকে সঞ্জীবিত ও সার্বত্রিক করার জন্য সরসতা বিধানও এর লক্ষ্য ছিল, এরূপ মনে করা যেতে পারে। ব্রাহ্মণে সোমসম্বন্ধীয় যে সব আখ্যানগুলি আছে তার প্রায় সবগুলিরই মূল ঋগ্বেদ।[৭] সংহিতায় এই সমস্ত আখ্যানের সংকেত আছে, ব্রাহ্মণে তাই বিস্তৃত হয়েছে।

আরণ্যক ও উপনিষদের মধ্যে এই সোমের বিবৃতি অন্য ভাবে। ক্রিয়াকাণ্ডের দিক দিয়ে সোমের গুরুত্ব যেমন দেখানো হয়েছে ব্রাহ্মণে, তেমনি আরণ্যক ও উপনিষদে দেখানো হয়েছে উপাসনার দিক দিয়ে। উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতিতে সামোপাসনা, গায়ত্রী উপাসনা, প্রাণোপাসনা, মধুবিদ্যা ও পঞ্চাগ্নিবিদ্যার কথা এই প্রসঙ্গে বিচার্য। আরণ্যকে সোমযজ্ঞের কোনো কোনো অনুষ্ঠানের রহস্যার্থের পরিচয় পাওয়া যায়।[৮] সাধন বা উপকরণরূপে সোম ব্রাহ্মণে আলোচিত আর সাধ্য বা লক্ষ্যরূপে উপনিষদাদিতে। উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে যে তত্ত্বের প্রকাশ সংহিতার থেকে তা ভিন্ন নয়।

শুধু এই বৈদিক সংস্কৃতিতেই নয়, লৌকিক সংস্কৃতির মধ্যেও সোমতত্ত্বের পরিচয় মেলে, যা পরোক্ষভাবে সোমতত্ত্বের গুরুত্বকেই প্রমাণ করে। ভারতীয়

৭ At the very outset it must be made abundantly clear that the seeds of these legends are found in the Ṛgveda.

Soma in the Legends, p. 2.

৮ "ঐতরেয় আরণ্যকে প্রথম ও শেষ আরণ্যকে মহাব্রতের রহস্য ভাবনা আছে" অনির্বাণ, বেদমীমাংসা, ১ম, পৃঃ ৯৭

সাধনার বৈদিক এবং লৌকিক এই উভয় দিগন্ত ব্যাপ্ত করেই সোমের স্নিগ্ধ বিকিরণ।[৯]

বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে প্রাচীনতম হচ্ছে ঋগ্বেদ।[১০] অন্যান্য সংহিতায় ঋগ্বেদ থেকে মন্ত্র উদ্ধৃত হয়েছে দেখা যায়। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে যে ভাবের বিকাশ তার সংহত রূপ এই ঋগ্বেদের মধ্যে বর্তমান—সুতরাং ঋগ্বেদের আলোচনা করলে বা ঋগ্বেদের ভাবধারাকে বুঝতে পারলে বৈদিক সাহিত্যের ভাবধারাকেই বোঝা যায়। এই হিসাবে সোমের কথা আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যত ঋক্‌সংহিতার মন্ত্রমণ্ডলকে ভিত্তি করেই আলোচনা করা হয়েছে।

ঋক্‌সংহিতায় সূক্তসংখ্যা এক হাজারেরও বেশী, তার মধ্যে সোমের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সূক্তসংখ্যা ১২০। সূক্তসংখ্যার বিচারে ঋগ্বেদে ইন্দ্র এবং অগ্নিদেবতার পরেই সোমদেবতার স্থান। অর্থাৎ সোম প্রধান দেবতাদের অন্যতম। কিন্তু সমগ্র একটি মণ্ডলের দেবতা হিসাবে সোমের স্থান ঋক্ সংহিতায় এবং দেবমণ্ডলীতে অনন্যসাধারণ।

ঋক্‌সংহিতার সূক্তগুলির পর্যালোচনায় বৈদিক জীবনদর্শন সম্বন্ধে জানতে পারা যায়। সূক্তগুলি দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। এই দৈববোধ বিশ্বব্যাপ্ত, ঋষির দৃষ্টিতে সর্বকিছুই দেবতার রূপ। সূক্তগুলির আলোচনায় বুঝতে পারা যায় ঋষি আশাবাদী। সর্বত্র শান্তি ও স্বস্তির জন্য প্রার্থনা থেকে বুঝতে পারা যায় বৈদিক সমাজ শান্তিপ্রিয় সমাজ।[১১] ঋষি দৈবসাযুজ্য লাভ করারই বাসনা পোষণ করতেন। জীবনের সীমিত পরিধির বিষয়ে ঋষি সজাগ

৯ যোগীর সাধনা বা তান্ত্রিকদের শক্তি উপাসনার কথা আলোচনা করলে সোমরহস্য বোঝা যায়। যোগীর সাধনার লক্ষ্য যে পরমানন্দ এবং তান্ত্রিকদের যে মহাশক্তি তাই এই সোম।

দ্রষ্টব্য : গোপীনাথ কবিরাজ, ভারতীয় সাধনার ধারা, পৃঃ ৭০-১১০

Cf. The Soma is one of the major gods of the Gṛhyasūtras and represents the source of splendour, strength, stability in conjugal well-being.

J. G. R. I, Vol. XVI, p. 110

১০ ঋগ্বেদ পৃথিবীর আদিগ্রন্থ। তবে পুরাতত্ত্ববিদদের মতে আদিসাহিত্য নয়। এর পূর্বেও মিশর ও ইরাকে সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছিল।

অনির্বাণ, প্রবচন, ২য়, পৃঃ ১৫

Cf. ...the most ancient record of Indo-Aryan culture is to be found in the sacred scripture, called the Ṛgveda samhita.

A. C. Das, Ṛgvedic India, p. 5

১১ There is absolutely no touch of pessimism in their outlook on life.

C. H. I., p. 203

ছিলেন, যত্রতত্র অমরত্বের জন্য প্রার্থনা তাই স্বাভাবিক।[12] জ্যোতিঃস্বরূপ দেবতাকে বা অমরত্বকে পাওয়ার সাধনা করেছেন ঋষি। ঋষিচিত্ত অমৃতের সন্ধানে উন্মুখ হয়েছে দৈবসাধনার মাধ্যমে এবং বলতে পারি তিনি খুঁজেছেন সেই আনন্দস্বরূপকে যাঁর অনুভূতি তাঁকে দিয়েছে দৈব চিন্তার প্রেরণা। বৈদিক ভাবনার চরম লক্ষ্য বা অন্বিষ্ট এই আনন্দই সোমপদবাচ্য—এই সোমই আমাদের আলোচ্য বিষয়। আমাদের ধারণা বৈদিক ভাবনার চরম ও পূর্ণ প্রকাশ এই সোমের বর্ণনায়। বৈদিক দৈব সাধনার লক্ষ্য এই সোম।

পার্থিব দৃষ্টিতে এই সোম একটি লতা বা ওষধিবিশেষ। বিশেষ এক পদ্ধতির সাহায্যে ঐ লতা থেকে সোমরস নিষ্কাশন করা হ'ত এবং যজ্ঞে দেবতাকে আহুতি দেওয়া হ'ত। এই সোমরসের এমন একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যা পান করে ঋষিরা আনন্দ লাভ করতেন। দেবতারাও এই সোম আনন্দ লাভের জন্যই পান করতেন, এরও উল্লেখ মেলে।[13] এই আনন্দ পাওয়া যেত বলেই সোমকে অনেক স্থলে মধু এবং অমৃত শব্দে উল্লিখিত হতে দেখি।[14]

ব্রাহ্মণসাহিত্যে যেখানে সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠানের আলোচনা তার বিচারেও এই সোমের প্রতি বৈদিকদের যে বিশেষ দৃষ্টি ছিল তা প্রমাণিত হয়। সোমযজ্ঞকে বলা হ'ত শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ, এই যজ্ঞানুষ্ঠানজন্য ফল হচ্ছে অমৃতত্বলাভ। অমৃত যেমন অমরত্ব তেমনি আনন্দও, দুইই। সোম আর অমৃত একই, সোমকে বলা হ'ত স্বর্গীয় অমৃত।[15] অর্থাৎ সোমযজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা সোমকেই বা অমৃতকেই পাওয়া ছিল বৈদিক যজ্ঞসাধনার লক্ষ্য। বৈদিক সাহিত্যে যা সোম তাই-ই পুরাণাদিতে অমৃতরূপে বর্ণিত।[16] এই সোমই আনন্দের জনক

[12] জ্যোক্ পশ্যেম সূর্যম্—ঋ. ৯।৪।৬
ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ—ঋ. ১।৮৯।৮
অমরত্বের প্রার্থনা—ঋ. ১।৫৩।১১, ৭৩।৫, ১৭৩।৬, ১৮৩।৬, ১৮৪।৬, ৩।৫৩।৮৮
প্রায় সব দেবতারই অমরত্বদানের বিষয়ে উল্লেখ আছে :
সোম—ঋ. ১।৯১।১, অগ্নি—ঋ. ১।৩১।৭,
মরুদ্‌গণ—ঋ. ৫।৪৫।৫, মিত্রাবরুণ—অ. ৫।৬৩।২

[13] ত্বাং দেবাসো অমৃতায় কং পপুঃ—ঋ. ৯।১০৬।৮
পবস্ব দেবমাদনঃ—ঋ. ৯।৮৪।১, ৯।৮৫।২

[14] মধুমান্—ঋ. ৯।৬১।১, মীঢ্ব—ঋ. ৯।৬১।২৩, অমৃত—ঋ. ৯।১১০।৪
মধুমত্তমঃ—ঋ. ৯।৬৩।১৬

[15] ঋ. ৯।১১০।৮, ১০৯।৩, ৮৫।৯

[16] ...অতো বৈদিকপৌরাণিককালয়োরমৃতস্য সোমস্য চাভেদ এব সর্বৈর্মন্যতে স্ম—ইত্যবগম্যতে।—O. H., Vol. I, p. 97

এবং সোমের স্থিতিও আনন্দেই।[১৭] সুতরাং বলা যেতে পারে যে বৈদিক দৈব সাধনার লক্ষ্য ছিল আনন্দের মাধ্যমেই আনন্দকে পাওয়া।

বৈদিক যুগে সোমযজ্ঞকেই সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞরূপে. গণ্য করা হ'ত। এই সোমযজ্ঞ ছিল বিভিন্ন প্রকারের। একদিনেও যেমন সম্পন্ন হত, তেমনি সংবৎসরব্যাপীও ছিল। অর্থাৎ সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত এবং ব্যাপক দুই প্রকারেই পরিচিত ছিল। সেখানে সোমসবন বা সোমলতা থেকে রস নিষ্কাশন করা হ'ত তিনবার—একেই বলা হ'ত সোমাভিষব। অবশ্য এই সোমাভিষব একদিনও যেমন হ'ত তেমনি বিস্তৃত অনুষ্ঠানে একাধিক দিন—ব্যাপীও ছিল। একদিন সাধ্য যে সোমযাগ, সেখানে তৃতীয়সবন যখন অনুষ্ঠিত হত, তখন অপরাহ্ন। অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠান সারাদিনব্যাপী. কিন্তু এ ছাড়াও একটি বিশেষ সোমযজ্ঞের পরিচয় পাওয়া যায়, যার নাম অতিরাত্র, সেখানে দেখা যায় সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান রাত্রি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[১৮] অভিষবের আগের দিন যজমান সমস্ত রাত্রি জেগে সোমকে পাহারা দিতেন।[১৯] প্রধানত সমস্ত বৈদিকযজ্ঞই দিবাভাগে সমাপ্ত হ'ত[২০], কিন্তু এই সোমযজ্ঞের প্রসঙ্গেই দেখি অনুষ্ঠান রাত্রি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আরাধনার এই ব্যাপকত্ব অন্য কোনো অনুষ্ঠানের বেলায় দেখা যায় না। রাত্রিকালীন 'অতিরাত্র' নামক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বলা হয় সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠানের সাধারণ পদ্ধতি ছাড়াও যে একটি গুহ্য ক্রম ছিল তারই ইঙ্গিতবহ হচ্ছে ঐ 'অতিরাত্র' অনুষ্ঠান।[২১]

বৈদিক সাহিত্যে যে সমস্ত দেবতার কথা পাই, তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে সোমের সম্পর্ক নিবিড়, এই দৃষ্টিতে সোমের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। প্রায় সমস্ত দেবতাই সোমপানাভিলাষী। বিশেষ করে যিনি ঋগ্বেদে অন্যতম প্রধান দেবতা, সেই ইন্দ্র হচ্ছেন সর্বোত্তম সোমপায়ী। 'সোমপাতম'[২২] এই শব্দটি

১৭ সোমেনানন্দং জনয়ন্—ঋ. ৯।১১৩।৬, ৯।১১৩।১১

১৮ সপ্তসংস্থাবিশিষ্ট সোমযজ্ঞের অন্যতম হচ্ছে 'অতিরাত্র'। যজ্ঞীয় দৃষ্টিতে সোমের আলোচনায় এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

১৯ ঋ. ১০।১৪৯।৫, নিরুক্ত ১০।৩৩,
কা. শ্রৌ.—৮।৯।২৩

২০ There was essentially a day civilization and hence they celebrated the sungod in its many splendoured glory...the institute of sacrifice kept them busy since early hours...but before the evening everything was over. J. A. S. B., Vol. 33, p. 96

২১ ঋ. ৭।১০৩।৭-৮ বেদমীমাংসা, ১ম, দ্রষ্টব্য।

২২ ঋ. ১।২১।১

ইন্দ্রেরই উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত। 'ইন্দ্রপান'[২৩] এই শব্দটির উল্লেখও সোমের সঙ্গে ইন্দ্রের যোগের কথা বোঝায়—বিশেষ একটি সোমরসের গ্রহপাত্রকে লক্ষ্য করে এই শব্দটি ব্যবহৃত। ইন্দ্র সোমপান করেই শক্তিমান—"মমত্তু ত্বা দিব্যঃ সোম ইন্দ্রঃ"[২৪]—এই দিব্য সোম ইন্দ্রকে আনন্দিত করুক—এই উক্তিও এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। সুতরাং ঋগ্বেদের প্রধান দেবতার বীর্যহেতুরূপে সোমের প্রাধান্য প্রমাণিত হয়।

অন্যতম আর একটি প্রধান দেবতা অগ্নি, তার সঙ্গেও এই সোমের যোগ নিবিড়। অগ্নি দেবতার ছন্দ গায়ত্রী।[২৫] এই গায়ত্রীর সম্বন্ধে বলা হয়, ইনি দ্যুলোক থেকে সোমকে মর্ত্যে নিয়ে এসেছেন।[২৬] আর অগ্নির ক্ষেত্রে দেখি, যজ্ঞের আহুতিদ্রব্য বা হব্য বহন করেন দেবতাদের কাছে এই হব্যবাহন অগ্নি। সুতরাং সোম আনয়ন এবং সোম বহন করে নিয়ে যাওয়া স্বর্গে, এই বিষয়ে অগ্নির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে যা সোমের সঙ্গে আত্যান্তিক যোগের ইঙ্গিতবহ। অতএব বলা যেতে পারে ঋগ্বেদের দুটি প্রধান দেবতার সঙ্গে সোমের এই নিগূঢ় যোগ সোমের গুরুত্বের কথাই প্রমাণ করে।

বৈদিক ভাবনায় সোমের এই বিলক্ষণতা কেন, তার উত্তরে বৈদিক জীবন-বোধের আলোচনাই এসে পড়ে। পরিপূর্ণ আনন্দোজ্জ্বল জীবনই বৈদিক ঋষিরা কামনা করেছিলেন। পরবর্তী যুগে ব্রাহ্মণাদিতে যে সমস্ত কামনার কথা যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রসঙ্গে জানা যায় তা থেকেও ঐ একই কথা প্রমাণিত হয়। যজ্ঞানুষ্ঠান, প্রজা, পশু, অন্ন, ব্রহ্মবর্চস্, স্বর্গ এই সমস্ত কামনা নিয়ে যজ্ঞ করা হ'ত। অনাদিকাল থেকেই মানুষ আনন্দের অভিলাষী এবং প্রতি যুগেই এই আনন্দ মানুষের কাছে সহজলভ্য হয়েছে কোনো না কোনো মাদকদ্রব্যের বা উত্তেজক দ্রব্যের মাধ্যমে—এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে বলতে হয় নেশা করার প্রকৃতি মানুষের সহজ। এইরকম উত্তেজক বা মাদক দ্রব্যের সহায়তা শুধু সাধারণ মানুষেরাই নয়, যাঁরা সাধক তারাও গ্রহণ করেছেন আত্মোন্নয়নের সাধনায় এবং সাধনপথে যাঁরা অগ্রণী হয়েছেন তাঁরাও উপায়ান্তর হিসাবে বিশিষ্ট প্রক্রিয়ায় এই উত্তেজক দ্রব্যাদির সহায়তা অস্বীকার করেন না। অফুরন্ত প্রাণশক্তির প্রাচুর্যই মানুষকে আনন্দ দেয়—প্রাণশক্তি স্তিমিত হয়ে এলে নিরানন্দের অন্ধকার

[২৩] ঋ. ৯।৯৬।৩

[২৪] ঋ. ১০।১১৬।৩—তুঃ—সোমকেও বলা হয় ইন্দ্রপাতম—
"তমস্য মর্জয়ামসি মদো য ইন্দ্রপাতমঃ"—ঋ. ৯।৯৯।৩

[২৫] অগ্নের্গায়ত্র্যভবৎ—ঋ. ১০।১০০।৪

[২৬] ঐ. ব্রা. ১৩।২।২৬, জৈ. ব্রা. ১।২৮৭-২৮৯
শ. ব্রা. ৪।৩।২।৭

ঘনিয়ে আসে। আর্যরা যদি আনন্দেরই অভিলাষী হয়ে থাকেন তাহলে স্বভাবতই তাঁরা প্রাণশক্তির প্রাচুর্যের কামনা করবেন।[২৭] আর্যদের জাতীয় দেবতা তাই ইন্দ্র, সমস্ত বলকৃতি এবং শক্তির কর্মে যিনি দুর্ধর্ষ—এই ইন্দ্রের জন্যই মুখ্যত ইন্দুর (সোমের) ক্ষরণ। শক্তি জোগানোর উপকরণ হিসাবে এই সোম হচ্ছে উপায় এবং আনন্দ এনে দেয় বলে আনন্দস্বরূপ এই সোমই হচ্ছে উপেয়। সোম একাধারে তাই সাধন ও সাধ্য। পার্থিব লতা এবং চন্দ্র এই দুই-এরই তাই সোমসংজ্ঞা। সুতরাং অফুরন্ত প্রাণশক্তি এবং আনন্দের কামনায় এই সোম বৈদিক যুগে সকলেরই কাম্য ছিল।[২৮] এই সোমরস পান করলে একটা উল্লাস হতো, শক্তি জোগাত এই রস, মত্ততা সোমের মধ্যে একেবারেই ছিল না একথা বলা যায় না—কিন্তু মত্ততার জন্য সোমগ্রহণ কোথাও কাম্য হয়নি, বরং মত্ততা যাতে না আসতে পারে সেইজন্য সোমরসে অবান্তর দ্রব্যাদির মিশ্রণ হ'ত, কারণ মত্ততা যদি লক্ষ্য না হয় তাহলে মত্ততাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা থাকবে। এ বিষয়ে অর্থাৎ সোমরসের মত্ততা সংযমনের বিষয়ে ব্রাহ্মণে একটি আখ্যায়িকা আছে, যেখানে স্পষ্টতই দ্রব্যান্তর সহায়ে সোমরসের মাদকতা নাশ করার কথা আছে।[২৯]

বৈদিক সমাজে যাজ্ঞিক ও অযাজ্ঞিক দুই সম্প্রদায়েই সোমপান প্রসিদ্ধ ছিল, এরূপ কল্পনা করা যেতে পারে।[৩০] কিন্তু যাজ্ঞিকরা যে সোমপান করতেন তা 'পবমান সোম' অর্থাৎ পূত বা ছাঁকা সোম। এই শুদ্ধীকরণ সংস্কারসাপেক্ষ ছিল, যা করা হ'ত অন্য দ্রব্যসহযোগে। সুতরাং বলা যেতে পারে অসংস্কৃত সোম বৈদিক যুগে কাম্য ছিল না। আরও কথা এই যে ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের সূক্তগুলি সোমযজ্ঞে স্তোত্ররূপে ব্যবহার করা হ'ত। এই সাম বা সুর যদি ঠিক 'ঋক্' এর মতই নিত্য এবং ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট হয় তাহলে সোম সম্বন্ধে ঋষির আন্তর ভাবনার কথাই এসে পড়ে। সোম সেইহেতু ঋষিদের মত্ততার জন্য কাম্য ছিল একথা সম্পূর্ণ অবান্তর। সৌম্য আনন্দের মাধ্যমে আত্মোন্নয়ন ঘটানোই ছিল ঋষির লক্ষ্য। বৈদিক ঋষিগণ যেখানেই কোনো অলৌকিক কিছুর সন্ধান পেয়েছেন সেখানেই তাদের সরল বিশ্বাসী মন নিয়ে তাকে দৈব মহিমায় ভূষিত করেছেন। ওষধি সোমের রস পান করে ঋষি বিস্মিত হয়েছেন,

---

২৭ ঋ. ৯।৪।৬
ঋ. ১০।৮৫।২

২৮ ঋ. ৮।৪৮।৩—অপাম সোমমমৃতা অভূম অগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্।

২৯ ঐ. ব্রা. ২।৩।৪

৩০ There is just enough evidence in the Ṛgveda to suggest that it was a popular drink. Keith, RPVU, Vol. 31, p. 283

অনুভব করেছেন অলৌকিক আনন্দ এবং তাকে দৈব রূপে ভূষিত করেছেন, একথা হয়তো অনেকাংশে সত্য। কিন্তু ঐটিই একমাত্র কথা নয়—কারণ বৈদিক সাহিত্যের পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়—উন্নত পর্যায়ের এই বৈদিক সমাজে[৩১] কোনো আদিমতা ছিল না, সোমসাধনা অনেক উন্নত স্তরেরই সাধনা। সেজন্য বলা যায় সোম সাধনার লক্ষ্য নেশা করার প্রবৃত্তি নয়, লক্ষ্য ছিল নিঃশ্রেয়স লাভ। সোমপানজন্য উল্লাসের বহু বিচিত্র বর্ণনা আছে—কিন্তু এ উল্লাস মত্ততা নয়, আপনভোলা হয়ে নিজের বাইরে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখার এক নিবিড় অনুভূতি। এই অমৃত আনন্দের অভিলাষী হয়েই ঋষিরা সোমকে কামনা করেছেন। এই সোম যেমন একজন বিশেষ দেবতা আবার তেমনি সর্ব-দেবময়।[৩২] সোমের একটি নাম অন্ন। 'অন্ধস্' বা 'পিতু' এই অন্নবাচক শব্দ দুটি সোমের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত। সোমকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে—'ইষে পবস্ব ধারয়া মৃজ্যমানো মনীষিভিঃ—'[৩৩] অর্থাৎ হে অন্নস্বরূপ সোম! তুমি মনীষি-গণের দ্বারা মৃজ্যমান হয়ে ক্ষরিত হও। অন্ন শব্দে সোমের ব্যবহার সোমের জগৎকারণতার জ্ঞাপক। এই দৃষ্টিতে সোম অন্নস্বরূপ হয়ে অন্নাধিষ্ঠাতা দেবতাস্বরূপ। অগ্নি ও অন্ন বা সোম এই দুইয়ের যৌগপদ্যের রহস্য ঋষির দৃষ্টিতে স্পষ্ট। আবার অন্নাধিপতি এই সোম মনের অধিপতি—মনশ্চি-ন্মনসস্পতিঃ—(ঋ. ৯।১১।৮)[৩৪] সুতরাং এই সোম যদি মনের অধিপতি হ'ন তাহলে বুদ্ধ্যাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই অধিপতি—যে বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয় আবার তত্তৎ দেবতার মননের এবং দর্শনের কারণ—সুতরাং দৈব ভাবনার জনক এই সোম। যজ্ঞসম্পাদন হেতু অন্নরূপে, অন্নাধিপতিরূপে এবং ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা হয়ে দেবতার আবির্ভাবের কারণরূপে সোম ঋষির দৃষ্টিতে পরম সাধনার ধন। অগ্নীষোমাত্মক যে যজ্ঞ সেই যজ্ঞের প্রধান লক্ষ্য ইন্দ্র, পুরুষসূক্তে ইন্দ্র ও অগ্নির (ঋ. ১০।৯০) একই স্থান থেকে আবির্ভাবের কথা পাই, এইজন্য প্রকৃতিভূত দর্শপূর্ণমাসযজ্ঞে অগ্নি সোম এবং ইন্দ্রই দেবতা। এই সোমযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ—যজ্ঞের যে আহুতি

---

৩১ "রূপকাশ্রয়ী মনন, প্রতীকী ভাবনা, এবং মিস্টিক বা মরমিয়া প্রবণতা আর্যমানসের অবদান। এই বৈশিষ্ট্যগুলি ঋগ্বেদের অনেক স্থলে, অথর্ববেদে এবং যজুর্বেদে ও ব্রাহ্মণসাহিত্যের যজ্ঞব্যাখ্যায় লক্ষিত হয় এবং আধুনিক যুক্তিবাদকে সন্তুষ্ট করে না। এই মানসিক প্রবণতার মূলে রয়েছে রহস্য চেতনা…"ঈদৃশ চিন্তাগত জটিলতা প্রাক্‌সভ্যস্তরে সম্ভব নয়—"

বৈদিকসমাজ ও সংস্কৃতি, ভূমিকা দ্রষ্টব্য

৩২ দেবানাং জনিতা—ঋ. ৯।৮৬।১০

৩৩ ঋ. ৯।৬৪।১৩

৩৪ তুঃ অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ—ছা. উ. ৬।৫।৪

হয় তা বাক্‌ দ্বারা, ঋষির বাক্‌ স্ফুরিত হয় এই সোমের প্রভাবেই অর্থাৎ আনন্দের ফলেই—[৩৫] চেতনার আবেশে যা ঋষিচিত্তে আলোড়ন আনে সোমরস-হিল্লোলের[৩৬] মতই—সুতরাং এই সোমই যজ্ঞের জনক। সেজন্য একথা মনে হয় ঋষির জীবনবোধ এবং দৈববোধ যেখানে পূর্ণ, তারই প্রকাশ হয়েছে এই সোমের কথায়। বৈদিক সাহিত্যের পর্যালোচনায় আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারি।

আমাদের আলোচনা তাই দ্বিমুখী—বৈদিক সোম ঋষির যেমন দৈব সাধনার উপায় তেমনি দৈব সাধনার লক্ষ্যও। পার্থিব সোমের অস্তিত্ব অবশ্যই ছিল কিন্তু সৌম্য চেতনা ঐ একটি রূপেই সীমিত ছিল না—সোমচেতনা অতি ব্যাপক—অধিভূত, অধিদৈব এবং অধ্যাত্ম এই তিনটি রূপে সোম একটি বিশ্ব-চেতনা। ঋষি এই বিশ্বচেতনাকেই সঞ্জীবিত রাখতে চেয়েছিলেন নিজের মধ্যে সৌম্য সাধনায়।

৩৫ ঋষির মন্ত্রকৃতি দেবতারই প্রেরণায—ঋ ৮।৫৯।৬

৩৬ মধু উর্মিং দুহতে সপ্তবাণীঃ—ঋ ৮।৫৯।৩

সোমের সাধারণ পরিচয়

বৈদিক যুগের বহু আকাঙ্ক্ষিত এই সোম আজও একটি রহস্য। কোনো মনীষী আজও পর্যন্ত এই সোমের স্বরূপ নির্ণয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেন নি। বৈদিক যুগ থেকেই বিভিন্নভাবে সোমের এই স্বরূপ বিচার হয়েছে এবং আজও পর্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বেদবিদ্‌গণ এ বিষয়ে বিভিন্নভাবে আলোকপাত করেছেন—এই অংশে আমরা সেই সমস্ত মতবাদের কথা আলোচনা করবো।

সোমরহস্য সমাধানের যেটি মুখ্য উপকরণ সেই ঋক্‌সংহিতায় সোমের দুটি রূপ—একটি পার্থিব ও অন্যটি দিব্য। সোমসূক্তগুলির মধ্যে এই দুটি রূপের কথাই একসঙ্গে বর্ণিত আছে। সেই কারণে এই সূক্তগুলি থেকে স্পষ্টভাবে সোমের কোনো একটি রূপের বর্ণনা পৃথক্ করা এক দুষ্কর ব্যাপার। দ্বিতীয়ত সোম ওষধি এবং সোমরস সাধারণভাবে দুটিই ঋষিচিত্তে সমান স্থান নিয়ে আছে—এদের মধ্যে আবার সোমের কেবল দিব্যরূপ অনুসন্ধান করাও সুকঠিন।[১] দিব্য সোমও, দেবতা এবং দিব্য অমৃত এই দুই ভাবেই উল্লিখিত আছে। সেখানেও সোমের মর্ত্য রূপের বা অধিদৈব রূপের কথা পৃথক্ করে নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং পার্থিব সোমের বেলায় সোম ওষধি এবং সোমরস, এবং দিব্যসোমের বেলায় সোম দেবতা এবং দিব্যামৃত এই দ্বৈতরূপের পর্যালোচনা সহজসাধ্য নয়। বিশেষত ঋক্‌সংহিতায় আমরা সাধারণভাবে ওষধিসম্বন্ধীয় সূক্ত পাই।[২] কিন্তু সোমরূপ ওষধিকে লক্ষ্য করে বিশেষ কোনো সূক্ত পাই না। সোমরসের বর্ণনায় এবং সোমের অধিভূত রূপের বর্ণনায় যেখানে ঋষিচিত্ত মুখর সেখানে সোম ওষধির স্পষ্ট কোনো বর্ণনা নেই; তার কারণ অজ্ঞাত। অনেকে অবশ্য মন্তব্য করেন প্রাচীন ধর্মীয় আচার-আচরণে বিশেষ করে যেখানে অলৌকিক শক্তিলাভের ব্যাপার, সেই সমস্ত বিষয় প্রাচীনেরা গোপন রাখতেন।[৩] তাঁরা

১ Soma is not completely personified; the plant and the juice are so vividly present to the poet's mind that he cannot easily defy them.
IP., Vol. I, pp. 83-84

২ ঋ. ১০।৯৭

৩ Secrecy in the identification of the plant (s) was essential. We find the same scerecy in Greece, as to the plant used in the Eleusinian Mysteries; in Sumeria, where we know only that it was a small plant associating with water; in Mexico, where it is still identifiable because the Amerindians continue to have recourse to various species of fungi

সহসা কোনো এক বিষয়ের সহায়তায় অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হয়ে ভাবতেন—এই অলৌকিক বিষয় সর্বজনগ্রাহ্য নয় বা অযোগ্যের নিকট বক্তব্যও নয়। কিন্তু এই ধারণা সন্দেহাতীতভাবে ঠিক কিনা তা বিচারসাপেক্ষ। বিশেষ করে সোমপান করে যেখানে অমৃত আনন্দের অধিকারী হওয়া যায়, ঋষিরা সেই বিষয় সকলের কাছে গোপন করবেন এটা যুক্তিযুক্ত নয়। দ্বিতীয়ত অমৃত আনন্দ সম্ভোগ করার পাত্র সবাই হতে পারে, অমৃত অর্জন করাটাই যোগ্যতার প্রশ্ন। যাই হোক ঋক্‌সংহিতায় উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে সোমস্বরূপ নির্ণয় করা পরবর্তী যুগে দুঃসাধ্য হয়েছে।[৪] অন্যান্য সংহিতার কথা বিস্তারিত আলোচনা করলে এই কথাই প্রমাণিত হবে, কেননা ঋক্‌সংহিতারই ভাব অন্যত্র প্রপঞ্চিত।[৫]

ব্রাহ্মণের যুগে দিব্য সোম চন্দ্রমার সঙ্গে অন্বিত হয়েছে। স্পষ্টত বলা হয়েছে সোম চন্দ্রমাই এবং এইসঙ্গে ব্রাহ্মণগ্রন্থে সোমের সর্বময়তার কথাও আছে।[৬] সংহিতোত্তর সোমের পর্যালোচনায় এই প্রসঙ্গ আরও বিস্তৃত আলোচিত হবে। কিন্তু ব্রাহ্মণে পার্থিব সোমের স্বরূপ নির্বাচনে বিশেষ কিছু বলা নেই—পরন্তু শতপথব্রাহ্মণে সোমলতার অভাবে যে যে লতা যজ্ঞে অনুকল্প বা প্রতিনিধিরূপে ব্যবহৃত হবে তার উল্লেখ আছে।[৭] এর থেকে অনুমান করা যায় যে সোমলতা ব্রাহ্মণের যুগেই দুর্লভ হয়েছিল। এখন যে যে লতা এখানে প্রতিনিধিরূপে কল্পিত সেই সেই লতাগুলির গুণ বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করে সাদৃশ্যপুরঃসর বৈদিক সোমলতার স্বরূপ সন্ধান আরও দুরূহ কাজ। সুতরাং ব্রাহ্মণের যুগে উল্লিখিত বা পরিচিত সোমের প্রতিনিধিস্থানীয় লতাগুলি বৈদিক সোমলতার স্বরূপ নির্ণয়ে সহায়ক হতে পারে না।[৮]

---

for consultation with the Divine spirits on questions of grave import. Secrecy comes naturally with these plants, as the inebriation they provoke impresses Early Man as miraculous...the seers refrained from describing the plant to prevent the secret from leaking to persons unworthy and undeserving of it......

(Extract from a letter to the author by R. G. Wasson.)

৪ It is exactly the want of an accurate knowledge of the nature of the soma plant which prevents the vedic scholars from being able to understand some of the few material allusions to it.

J. B. Eggling (translation), S. Bra., p. 26

৫ অবশ্য অথর্ববেদে কোথাও কোথাও স্পষ্টভাবে সোম ও চন্দ্র এক, একথার উল্লেখ আছে—অথর্ব—৭।৯১।৪ A. B. Keith, RPVU, p. 170

৬ দৈবতসংহিতা, ৩য় (সাতবলেকর সম্পাদিত)

৭ J. B. Eggling, S. Bra. (Tran.), Pt. II, pp. 421-24

তাণ্ড্য. ব্রা. ৯।৫।৩

৮ A. C. Das, Ṛgvedic Culture, p. 507
(The Soma plant has not been correctly identified with any plant today and those who still perform the sacrifice use substitute for it.)

নিরুক্তগ্রন্থে অধিভূত সোম হচ্ছে ওষধি এবং অধিদৈব সোম চন্দ্রস্বরূপ।[৯] প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে সোমলতার একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। "শ্যামলাম্লা চ নিষ্পত্রা ক্ষীরিণী ত্বচি মাংসলা। শ্লেষ্মলা বমনী বল্লী সোমাহ্বা ছাগভোজনম্।"[১০] ঐ শাস্ত্রে সোমলতা যে চব্বিশ প্রকারের তারও উল্লেখ আছে।[১১] পরবর্তী যুগে সোমের এই বিভিন্ন রূপের কথা, বৈদিক যুগের বিচিত্ররূপ সোমের স্বরূপ পরিচিতি বিষয়ে জটিলতার কথাই প্রমাণ করে। আবার ঐ শাস্ত্রেই সোমরসের মহিমা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে সোমলতা সকলের দৃষ্টিগোচর হয় না।[১২] ঋক্‌সংহিতায় সোম, যা ব্রাহ্মণের কাছে পরিচিত তা কেউ পান করতে পারে না, এই রকম কথা বলা হয়েছে।[১৩] যাই হোক বৈদ্য-শাস্ত্রে সোমলতা দেখতে না পাওয়ার বিষয়ে যে মন্তব্য করা হয় তা পরোক্ষে সোমলতার দুর্লভতার কথাই প্রমাণ করে বলে অনুমান করা যেতে পারে।[১৪] আবার আয়ুর্বেদের সোমলতা আর বৈদিক সোমলতা যে এক নয় অনেকে এইরূপ মন্তব্য করেন।[১৫] সুতরাং সোমের অধিভূত স্বরূপের নির্ণয়ে ঋক্‌সংহিতার উদ্ধৃতিগুলিই প্রথম এবং প্রধান অবলম্বন হয়ে পড়ে।

৯ নিরুক্ত ১১।২, ১১।৩, ১১।৫ (সোমো রূপবিশেষৈরোষধিশ্চন্দ্রমা বা।)

১০ O. H., Vol. I., p. 90

১১ সাতবলেকর, দৈবতসংহিতা ৩য়, পৃঃ ১৭

তুলনীয় = অংশুমান্ মুঞ্জবাংশ্চৈব চন্দ্রমা রজতপ্রভঃ।
দূর্বাসোমঃ কনীয়াংশ্চ শ্বেতাক্ষঃ কনকপ্রভঃ।
প্রতানবান্ তালবৃন্তঃ করবীরোঽংশবানপি
স্বয়ংপ্রভো মহাসোমো যশ্চাপি গরুড়াহৃতঃ।
গায়ত্র্যস্ত্রৈষ্টুভঃ পাঙ্‌ক্তো জাগতঃ শাংকরস্তথা।
অগ্নিষ্টোমো রৈবতশ্চ যথোক্ত ইতি সংজ্ঞিতঃ।
গায়ত্র্যা ত্রিপদা যুক্তো যশ্চোড়ুপতিরুচ্যতে।
এতে সোমাঃ সমাখ্যাতা বেদোক্তৈর্নামভিঃ শুভৈঃ॥

সুশ্রুতসংহিতা, ২৯ অধ্যায়

১২ ন তান্ পশ্যন্ত্যধর্মিষ্ঠাঃ কৃতঘ্নশ্চাপি মানবাঃ।
ভেষজদ্বেষিণশ্চাপি ব্রাহ্মণদ্বেষিণস্তথা— (ঐ)

১৩ ঋ. ১০।৮৫

তুঃ সোমো নামৌষধিরাজঃ পঞ্চদশপর্বা। সঃ সোম ইব হীয়তে বর্ধতে চ।
চরকসংহিতা (চিকিৎসাস্থান), ১।৪।৬

১৪ Perhaps the Soma plant became unknown in the days of the Suśruta and therefore we find a passage of the followtng nature.

G. Upadhyaya (Ed.), S. Bra., p. 214

১৫ 'আয়ুর্বেদের সোমলতা ও বৈদিক সোমলতা এক নহে।'

পুরাণপ্রবেশ, পৃঃ ২৭৭

এই বৈদিক সংস্কৃতি বা আর্য সংস্কৃতি ছাড়া অন্যত্র ইরাণীয় সংস্কৃতিতে এই সোমের উল্লেখ আছে। ইন্দো-ইরাণীয় ধর্মগ্রন্থ 'জেন্দ্ আবেস্তায়' উল্লিখিত যে 'হোম' তার সঙ্গে বৈদিক সোমের ঐক্য আছে, অনেকে এই মন্তব্য করেন।[১৬] এই ধর্মগ্রন্থেও সোমের দিব্য ও পার্থিব দুই রূপেরই উল্লেখ আছে।[১৭] ইরাণীয় সম্প্রদায়ের বংশধরগণ অর্থাৎ পার্সীরা যে সোমরস ব্যবহার করেন তাই বৈদিক সোম। পার্সীদের ব্যবহৃত ঐ সোমরস হামরস নামে পরিচিত। এখন এই 'হোম' এর পরিচয় পাওয়া গেলে বৈদিক সোমের পরিচয় সহজ হতে পারে। কিন্তু ঐ 'হোম' প্রকৃত সোম কিংবা অনুকল্প তা সন্দেহ আছে। দ্বিতীয়ত হামরস বলতে যা বোঝায় তার সঙ্গে বৈদিক সোমের মিল নেই।[১৮] আরও কথা, আবেস্তায় 'হোম' সম্বন্ধে যে বর্ণনা আছে তা থেকে ঐ লতার স্বরূপ নির্ণয় সহজ নয়।[১৯] সুতরাং ইরাণীয় সংস্কৃতির আলোকে বৈদিক সোমরহস্যের সমাধান সন্দেহাতীতভাবে করা সম্ভব নয়।[২০] বিশেষ করে আর্যগণ বৈদিক-যুগের সোমরূপে যা জেনেছেন বা বুঝেছেন সেই সোম পূর্বতন যুগে যখন এই আর্যেরা এবং ইরাণীয়েরা একই সঙ্গে বসবাস করতেন তখনকারই সোম, কোনরকম তার মধ্যে পরিবর্তন নেই—একথা বলা কতখানি যুক্তিযুক্ত তা বিচার্য। সুতরাং অধিভূত সোমের স্বরূপ নির্ণয়ে জটিলতা থেকেই যায়।

ঋগ্বেদে সোমের বর্ণনা প্রসঙ্গে 'মদ' কথাটির ব্যবহার আছে।[২১] কিন্তু এখানে মনে করা যেতে পারে যে 'মদ' কথাটি মত্ততার বাচক নয়, আনন্দের

---

১৬ The original Soma plant was doubtless identical with the Haoma of the Avesta—Macdonell & Keith—Vedic Index, p. 475.

১৭ See introduction to S. Bra. Ed., G. Upadhyaya

১৮ দ্রষ্টব্য ঃ রামেন্দ্ররচনাবলী ৫ম

তুঃ জরথুশ্ত্রধর্ম, পৃঃ ৪৬

১৯ The earliest non-Indian notices of Soma are in the Avesta, where the plant appears as Haoma, but these references are more obscure than those of the Ṛgveda.

R. G. Wasson, 'Soma', p. 100

২০ ...Beyond this general description, and the evidence that the Soma cult was at least Indo-Iranian rather than simply Indian in its origin, the Avesta sheds little light on the Soma problem.

R. G. Wasson, 'Soma', p. 101

২১ স নো মদানাং পতিঃ—ঋ. ৯।১০৪।৫, মদিষ্ঠ—ঋ. ৬।৯।৪৯, ৪৭।২

মদিন্তম—ঋ. ৯।১৫।৮, ২৪।৬, ৪০।৪, ৬৭।১৮, ৭৪।৯, ৮০।৩, ৮৫।৩, ৮৬।১, ১০, ১০৮।৫, ১।৯১।১৭

মদেষু সর্বধা অসি—ঋ. ৯।১৮, মদিরাসঃ—ঋ. ৯।৮৫।৭, ৮৬।২, ১০৭।১২

মদ শব্দের উল্লেখের জন্য—ঋ. ৯।১৭।৩, ২৩।৭, ২৫।১, ২৭।৫, ৪৬।৬, ৬১।১৭, ৬২।১৪…৯৭।২, দ্রষ্টব্য।

বাচক। সোমকে তাই সরাসরি সুরার সঙ্গে তুলনা করা চলে না। সোম এবং সুরা পৃথক্, ব্রাহ্মণে সে বিষয়ে স্পষ্টই উল্লেখ আছে। সুরাপান ঋগ্বেদের যুগেই নিন্দিত হয়েছে।[২২] সোমযজ্ঞে সুরার ব্যবহার হতো না, সোমযজ্ঞ ছাড়া অন্যত্র সুরার ব্যবহার ছিল।[২৩] সোমরস মাদক কিনা অনেকে এই নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং সোমরস যে মাদক নয় এই সিদ্ধান্তেই আগ্রহ দেখিয়েছেন।[২৪] এখন মাদকতা যদি কেবল সুরাপানজন্যই হয়ে থাকে তাহলে সোমরস মাদক নয় —কিন্তু সুরাপানজন্য যে মাদকতা সেইরূপ মাদকতা যদি সোমপানেও হয়ে থাকে তাহলে সোমরসে মাদকতা ছিল একথা স্বীকার করতে হয়। ব্রাহ্মণে একটি আখ্যান থেকে সোমের মাদকতার উল্লেখ পাই এবং সেই মাদকতা নাশ করার ব্যবস্থা হয়েছিল তাও বর্ণিত আছে। যদি সোমরসে মাদকতার প্রশ্ন একেবারে অসঙ্গত হয় তাহলে ঐরূপ আখ্যানের অবতারণা অবান্তর। আখ্যানটি হচ্ছে—আসুরী দীর্ঘজিহ্বী প্রাতঃসবনের সোম চেটে খেয়েছিল বলে সোমরস মাদক হয়েছিল এবং দেবতারা মিত্র ও বরুণের সহায়তায় পয়স্যা বা দধি মিশ্রণের দ্বারা ঐ মাদকতা নাশ করেছিলেন।[২৫] এখানে অবশ্য উল্লেখ্য এই যে সোমের মধ্যে মাদকতা এসেছিল দীর্ঘজিহ্বীর স্পর্শে, স্বয়ং সোম কিন্তু মাদক ছিল না। যাই হোক, সোমরসে মাদকতা যে কোনো মাত্রায়ই থাক না কেন সোমকে সুরা বলা যায় না। সুরার উপকরণস্বরূপ অর্থাৎ উত্তেজক এই সোম, এই মন্তব্যও সমীচীন নয়। বিশেষ কি ঋগ্বেদে 'সুরা' শব্দের প্রকৃত অর্থও সন্দেহাচ্ছন্ন।[২৬]

লতা সোমকে অনেকে ভাঙ্ বা সিদ্ধি বলে অনুমান করেছেন।[২৭] কিন্তু

---

২২ দুর্মদাসো ন সুরায়াম্—ঋ. ৮।২।১২

২৩ সৌত্রামণিযজ্ঞ একটি পশুযাগ বিশেষ, এই যজ্ঞে যদিও সুরার ব্যবহারের কথা আছে কিন্তু কলিতে তা নিষিদ্ধ হওয়ায় আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রাদিতে সুরাগ্রহের পরিবর্তে বিকল্পে 'পয়োগ্রহ' ব্যবহারের নির্দেশ আছে।

চিন্নস্বামি শাস্ত্রী, যজ্ঞতত্ত্বপ্রকাশ, পৃঃ ১০৮

বাজপেয় যাগেও সুরার ব্যবহার আছে কিন্তু ভক্ষণের কথা সেখানে বলা হয় নাই।

যজ্ঞতত্ত্বপ্রকাশ, পৃঃ ৮৫, দ্রষ্টব্য ঃ O. H., Vol. I, p. 96

২৪ O. H., Vol. I., p. 96

২৫ ঐ. ব্রা. ২।৮

২৬ Vedic Index, pp. 459, 475

২৭ "এই সোম যে আমাদের পরিচিত ভঙ্গা (ভাং) তাহা এক ইংরাজী প্রবন্ধে (The Soma Plant—I. H. Q.) প্রতিপন্ন করিয়াছি"—

বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল, পৃঃ ১২৮

"খুব সম্ভবতঃ কোন সময়ে সিদ্ধি বা ভাং ছিল সোম।"

অনির্বাণ, বেদমীমাংসা ৩য় (টীকা ৫৩১), পৃঃ ৫২৭

তুঃ পুরাণপ্রবেশ, পৃঃ ২৭৭

ভাঙ্ বা সিদ্ধি ইদানীং কালেও দুর্লভ নয়—ব্রাহ্মণের যুগ থেকেই কিন্তু সোমলতার অনুকল্প ব্যবহারের কথা পাই। সুতরাং এই সিদ্ধান্তও সর্বজনসম্মত নয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে মনে হয় সোমের অধিভূতরূপের আবিষ্কার অত্যন্ত কঠিন। বিশেষ কি ব্রাহ্মণের যুগ থেকেই যে লতা দুর্লভ ইদানীং কালেও সেই লতা বর্তমান আছে এই ধারণায় যথেষ্ট সন্দেহ করার অবকাশ আছে। যদি বা সেই লতা কোনো না কোনো ভাবে কোথাও থাকে তাহলেও এই দীর্ঘ-কালের ব্যবধানে অবিকল ও অবিকৃত আছে কি না, এই সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক বলা যায় না। ধারণা করা যেতে পারে সোমলতার উদ্ভবের পক্ষে অনুকূল আবহাওয়ার অভাবেই এই লতা কালক্রমে বিলুপ্ত হয়েছে।

এই সোমের অধিভূতরূপের আলোচনা এবং আবিষ্কার করতে গিয়ে অনেকে অনেক রকম মন্তব্য করেছেন।[২৮] কিন্তু কোনটিই অবিসংবাদিতরূপে গ্রাহ্য হয় নি। সম্প্রতি প্রখ্যাত উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিদ্ R. G. Wasson তাঁর 'Soma' গ্রন্থে সোমের অধিভূতরূপের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—সোম হচ্ছে একপ্রকার ছত্রাক বিশেষ—Fly Agaric—সাইবেরিয়ার অঞ্চলে এটি পরিচিত। এই Fly Agaric এর মধ্যেও সোমগুণের পরিচয় আছে।[২৯] বেদরহস্য সন্ধানী R. G. Wasson-এর এই গবেষণা বিস্তৃত এবং সোমরহস্য সমাধানে প্রশংসনীয় পদক্ষেপ।[৩০] কিন্তু সোম ছত্রাকস্বরূপ কিনা এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সংশয়াতীত নয়।[৩১] তিনি নিজে এই মন্তব্য দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেননি। ব্রাহ্মণের যুগে সোমের প্রতিনিধিরূপে ব্যবহৃত যে লতা অর্থাৎ পুতিকলতা সেটিও গুল্মবিশেষই

---

২৮ অনেকে বলেন, সোম—Sarcostemma vinimale অথবা Asclepias Acida নামক উদ্ভিদ্‌বিশেষ। Roth বলেছেন, Sarcostema aciduim এর বৈশিষ্ট্যগুলি সোমের সাথে মেলে। Watt বলেছেন, সোম হচ্ছে আফগানের আঙ্গুর ফল। Rice বলেছেন—সোম বিশেষ ধরণের ইক্ষুদণ্ড।

Vedic Index, Vol. II., p. 475 (fn.)

যে সমস্ত লতাগুলির সঙ্গে সোমের ঐক্য আছে বলে মনে হয় সেগুলির বিবরণ-জন্য দ্রষ্টব্য—

B. C. Law, Volume Pt. I, p. 645 (Vedic Plants by G. G. Majumdar)

২৯ ...In a word, my belief is that Soma is the Divine Mushroom of im mortality. R. G. Wasson, 'Soma', p. 5

৩০ ...This is indeed a welcome contribution and it is to be hoped that its implication will be exploited in wide-ranging debate and fresh synthesis. R. G. Wasson, 'Soma', p. 143 (fn.)

৩১ J. P. Kooger, R. G. Wasson এর গবেষণার প্রশংসা করে বলেন—"...But he nevertheless concluded that the mystery surrounding the identity of the Soma plant was by means solved."

R. G. Wason, 'Soma', Pt II, p. 140

সম্প্রতি একজন এইরূপ মন্তব্য করেছেন। "The Mahāvīra vessels and the Plant Pūtika" এই প্রবন্ধে শ্রীমতী Stella Kramrisch মন্তব্য করেছেন 'পূতিক' একপ্রকার ছত্রাকবিশেষ (Mushroom)[৩২] এবং এই প্রতিনিধিস্থানীয় পূতিক যদি ছত্রাক হয় তাহলে প্রকৃত সোম অবশ্যই ছত্রাকস্বরূপ ছিল এই অনুমান করেন।[৩৩]

শুধু পার্থিব সোম বিষয়েই নয়, দেবতা হিসাবে এই সোমের স্বরূপ বিচার করতে যাঁরা প্রবৃত্ত হয়েছেন তাঁরাও দেখি সকলে সোমদেবতা সম্বন্ধে একমত হতে পারেননি। সোমের যেটি দিব্যরূপ সেই রূপে সোম যেমন দিব্যামৃত তেমনি দেবতা, এই দুই স্বরূপে বিরাজমান একথা আগেই বলা হয়েছে। এখন এই দিব্যরূপটিও সন্দেহযুক্ত কেন, সহজেই প্রশ্ন আসে। তার উত্তরে বলতে হয়, ঋক্‌সংহিতায় সোমকে দেবতারূপে স্তুতি করা হয়েছে সত্য, কিন্তু সেই দেবতার স্বরূপ. দেবতার স্থান ইত্যাদি স্পষ্টভাবে বলা হয়নি—সেজন্য দৈবসোমকে বোঝাও সুকঠিন। সোমদেবতার স্থান নির্দিষ্ট নয়। ঋক্‌সংহিতায় নবম মণ্ডলের উপান্ত্যসূক্তটিতে যে সোমলোকের বর্ণনা আছে তা দ্যুলোকেরই বর্ণনা বলে মনে হয়. কিন্তু স্পষ্টভাবে তা এক বিশিষ্ট সোমলোক বলাই শ্রেয়। সোম অন্তরীক্ষে থাকেন, দ্যুলোকেও থাকেন।[৩৪] অন্তরীক্ষস্থ বায়ু সোমের রক্ষক।[৩৫] নিরুক্তকার মধ্যমস্থান বা অন্তরীক্ষস্থান দেবগণের আলোচনা প্রসঙ্গে সোমের আলোচনা করেছেন।[৩৬] সুতরাং সোমের দৈবরূপ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত সহজেই নেওয়া সম্ভব নয়। অধিজ্যোতিষ ব্যাখ্যায় সোমের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে অনেকে বলেছেন সোম হচ্ছে বিশেষ নক্ষত্র স্বরূপ এবং সোমাহর্তা শ্যেন পক্ষী হচ্ছে শ্রবণা নক্ষত্র।[৩৭]

এই দিব্য সোমকে অনেকে দিব্য উত্তেজক পেয় বস্তু[৩৮] অথবা দিব্য সুরা-

---

৩২ "The Putika, the foremost and the only direct Surrogate for Soma, is a mushroom." JAOS, Vol. 95, No. 2, p. 230

৩৩ The identification of Putika, the Soma Surrogate, supplies strong evidence that 'Soma' indeed was a mushroom. Ibid., p. 230

৩৪ ঋ. ৯।৮৩।২, পবস্ব সোম দিব্যেষু ধামসু—ঋ. ৯।৮৬।২২
দিবি হি সোমঃ—শ. ব্রা. ৩।৪।৩।১৩

৩৫ বায়ুঃ সোমস্য রক্ষিতা—ঋ. ১০।৮৫।৫

৩৬ নিরুক্ত—১১।২
স্মরণ করা যেতে পারে সর্বানুক্রমণীকার কাত্যায়ন একমাত্র সূর্যকেই দেবতা বলেছেন এককভাবে, সেই দৃষ্টিতে সোমের সূর্যরূপতাও আছে।

৩৭ দ্রষ্টব্য—যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি—বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল।

৩৮ There is however a divine liquor, which gives the gods powers of Nature, strength of immortality. Vedic India, p. 175ff.

রূপে বর্ণনা করেছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সোম ও বৃষ্টির কথা আসে। সোম বৃষ্টিস্বরূপ অনেকে এই মন্তব্য করেছেন।[৩৯] সোমের স্বরূপ আলোচনায় বৃষ্টির সঙ্গে সোমের সাযুজ্যের কথা অবশ্য অস্বীকার করা যায় না। বৃষ্টির সঙ্গে সোমরসের সাম্যের বর্ণনা পাই।[৪০] কিন্তু এই ঋক্‌সংহিতায় সোমকে আবার বৃষ্টিবিধাতৃ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে দেখতে পাই।[৪১] সোম মেঘকে দীর্ণ করেন—"দিবস্কবন্ধমবদর্যদুদ্রিণম্"।[৪২] এই সোম যে সলিলের মধ্যেই থাকেন তারও উল্লেখ আছে—"নাভা পৃথিব্যা ধরুণো মহো দিবোঽপামূর্মৌ সিন্ধুস্বন্তরুক্ষিতঃ।"[৪৩] অন্যত্র সোমের কর্ম বিদ্যুতের সঙ্গে তুলিত হয়েছে—যেমন—"প্র ণঃ পিন্ব বিদ্যুদভ্রেব রোদসী, ধিয়া ন বাজাঁ উপমাসি শশ্বতঃ"।[৪৪] বিদ্যুৎ যেমন সোমকে দোহন করেন, সোম সেইরূপ অন্নকে দোহন করেন। সোম স্বয়ং বৃষ্টি সঞ্চয়ের কারণ—"কৃণুতে নভস্পয়ঃ"।[৪৫] এ ছাড়া আরও বিভিন্ন ভাবে সোমের সঙ্গে বৃষ্টির কথা ঋক্‌সংহিতায় দেখা যায়—কিন্তু সোম বৃষ্টিস্বরূপ এই সিদ্ধান্ত হতে পারে না বলে মনে হয়।

সোমের দিব্যমূর্তির কথা আরও স্পষ্টভাবে অধিদৈব সোমের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হবে। সোমের যে রূপ সেই রূপের সঙ্গে সাদৃশ্যবশত অনেকে চন্দ্রমাকে দিব্য সোম বলেছেন। প্রখ্যাত বেদবিদ্ Hillebrandt এই মতের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বলেন চন্দ্র ও সোম এক, এবং এই সোমই বৃহস্পতি, অপাংনপাৎ, বরুণ, যম, নরাশংস, ত্বষ্টা, বিশ্বরূপ প্রভৃতি নামে স্তুত।[৪৬]

সোম ও চন্দ্রের মধ্যে গুণগত সাদৃশ্য আছে।[৪৭] সেজন্য সোম ও চন্দ্রের

---

৩৯ 'Amṛta is the rain, the dews, perhaps it were more correct to say the moisture.'

Vedic India, p. 175ff.

Cf. "In some places it is clear enough that the Soma sacrifice was considered as a rain spell."

Keith, RPVU, p. 331

৪০ পবমানা দিবস্পর্যন্তরিক্ষাদসৃক্ষত পৃথিব্যা অধি সানবি—ঋ. ৯।৬৩।২৭

৪১ ঈশে যো বৃষ্টেরিত…ঋ. ৯।৭৪।৩

৪২ ঋ. ৯।৭৪।৭

৪৩ ঋ. ৯।৭২।৭

৪৪ ঋ. ৯।৭৬।৩

৪৫ ঋ. ৯।৭১।১, তুলনীয়ঃ—৯।৬৩।২১, ৬৮।৮, ৮৮।৬

৪৬ Keith, RPVU, p. 122

৪৭ O. H., Vol I., Pt. I., p. 91

Cf. দৈবতসংহিতা ৩য়—(অমরকোষোক্ত চন্দ্রপর্যায় শব্দগুলির সঙ্গে বৈদিক উদ্ধৃতি দিয়ে সোম ও চন্দ্রের সাম্য দেখানো হয়েছে)।

একাত্মতার কথা ওঠে। কিন্তু সোম আরোপিত হয়েছেন চন্দ্রে না চন্দ্র আরোপিত হয়েছেন সোমে সে সম্বন্ধে বৈমত্য আছে। ঋগ্বেদকে প্রাচীন অংশ ও অর্বাচীন অংশ এই দুইভাবে পৃথক্ করে কোনো কোনো বেদবিদ্ মন্তব্য করেছেন যে সোম প্রাচীন অংশে লতাস্বরূপ এবং তদপেক্ষা অর্বাচীন অংশে চন্দ্রমাস্বরূপ,[৪৮] কিন্তু ঠিক এরই বিপরীত কথা বলেছেন Hillebrandt —তাঁর মতে সোম বলতে প্রথমে চন্দ্রমাই বোঝাত এবং চন্দ্রমাই পরে সোমলতা বা সোমরসের সঙ্গে অন্বিত হয়েছেন।[৪৯] ঋক্‌সংহিতার বর্ণনায় সোম ও চন্দ্রের ঐক্য হয়তো প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে, অনেকে এই মন্তব্য করেছেন।[৫০] অনেকে সোমকে চন্দ্রমাধিষ্ঠিত দেবতারূপেও কল্পনা করেছেন।[৫১]

এখন দেখা যাক্, সোম ও চন্দ্র অভিন্ন কিনা। ঋক্‌সংহিতায় চন্দ্রের সঙ্গে সোমের উল্লেখ আছে।[৫২] কিন্তু ঋগ্বেদে চন্দ্র অনুল্লিখিত নয়। চন্দ্রের উদ্দেশ্যে অবশ্য ঋগ্বেদে কোনো সূক্ত নাই, অথবা যুগ্ম দেবতারূপেও কোথাও চন্দ্রের উল্লেখ নাই। কেবল পুরুষসূক্তে (ঋ. ১০।৯০)—"চন্দ্রমা মনসো জাতঃ"—অর্থাৎ বিরাট পুরুষের মন থেকে চন্দ্রমার সৃষ্টি, একথা বলা আছে। ঋক্‌সংহিতায়—চন্দ্র, চন্দ্রমা ও মাস এই শব্দগুলি চন্দ্র পর্যায়রূপে উল্লিখিত।

---

[৪৮] তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য—'ঋগ্বেদে সোম' দ্রষ্টব্য—ঋগ্বেদ ১ম অধ্যায়, পৃঃ ১২৯-৩০ (দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত)

[৪৯] In the earliest Mythology of the vedic poets Soma was primarily the moon and that its identification with Soma the plant, and Soma, the juice of it, offered at a certain sacrifice, must be considered as a secondary phase in the development of Lunar Mythology.

Maxmuller, Chips form a German workshop, Vol. IV, p. 346

[৫০] ...it is possible that amidst the chaotic details of the imagery of the Soma-hymns there may be occasionally lurking a veiled identification of ambrosia and the moon.

Vedic Mythology, p. 113

[৫১] ...then vedic Soma would secondarily be the regent god of moon, of light and Time in the vedic Luni-solar calendar.

BORI, Vol. 38., p. 125

[৫২] পবমানস্য জংঘতো হরেশ্চন্দ্রা অসৃক্ষত—ঋ. ৯।৬৬।২৫

Cf.—The stanza 1st & 5th (RV. X. 85) have a patent reference to the moon Soma.

BORI, Vol. 38., p. 126

Cf. ঋ. ১।১০৫।৩, ৮।৮২।৮, ১০।৮৫।১৯

RV. X. 55. 5 (where Soma is clearly the moon), T. B. II 5, 7, 3 ;

Keith, RPVU, p. 122 fn

দ্রষ্টব্য বায়ুপুরাণ—II, 18

'চন্দ্রমা', শব্দটি এবং 'মাস', শব্দটি যা কালবিভাগরূপ মাসবাচক, মাত্র চারবার ব্যবহৃত হয়েছে।[৫৩] ঋগ্বেদে চন্দ্রমার এই অপ্রাধান্য দেখে বোঝা যায় চন্দ্রমা ও সোমের মধ্যে পার্থক্য খুব বড়ো করে দেখান হয়নি এবং সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা যেতে পারে যে সোম ও চন্দ্র এক, এ কথাও প্রতিপাদিত হয়নি।[৫৪] অন্যান্য দেবতার তুলনায় ঋগ্বেদে চন্দ্রমার উল্লেখ অবশ্যই গৌণ কিন্তু এই গৌণতা সোমের সঙ্গে চন্দ্রমার ঐক্যের সিদ্ধান্ত স্থাপনে সহায়ক হতে পারে না। বরং কেন চন্দ্রমা গৌণ তার আলোচনা করা প্রয়োজন। আগেই এ বিষয় আলোচিত হয়েছে যে ঋগ্বেদে প্রধানত দিবাভাগেই দেবতাদের আরাধনা নিষ্পন্ন হ'ত, রাত্রিকালীন কোনো অনুষ্ঠান হ'ত না বললেই চলে—সেইজন্য সূর্য যতখানি প্রধান বলে গণ্য, চন্দ্র, নক্ষত্র এবং তারকা ঠিক সেই পর্যায়ে গণ্য হয়নি।[৫৫] এইজন্য অধিকাংশ স্থলে যে চন্দ্র কথাটি সোমের প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে তা বিশেষণরূপেই ব্যবহৃত। চন্দ্র কথাটি আহ্লাদনার্থক, √চন্দ্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। আবার √চন্দ্ √ছন্দ্ এই ধাতুগুলি ঝলমল করা অর্থে বা প্রকাশ পাওয়া অর্থে ঋগ্বেদে ব্যবহৃত আছে।[৫৬] যজুর্বেদ সংহিতাতেও সোম এবং চন্দ্রের পার্থক্য স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। যেমন বলা আছে—"নক্ষত্রাণামধিপতিশ্চন্দ্রমা।" "ওষধীনামধিপতিঃ সোমঃ"।[৫৭] অর্থাৎ চন্দ্রমা নক্ষত্রের অধিপতি এবং সোম হচ্ছে ওষধিপতি। চন্দ্র ও সোমের উপমান

৫৩ ...The word Candra is used 34 times, but once only it is used in the sense of the moon (RV. II. 2. 4). The rest of the time 'Candra' is used as an adjective meaning bright, radiant, shining, or splendid etc.

J. A. O. B., Vol. 33., p. 82

৫৪ One of these forms (celestial forms of Soma) may be the moon ; I do not deny this, but the specific and definite identification of Soma with the moon belongs, in my opinion, to a secondary mythological formation.

A. Bergaigne, Vedic Religion, Vol. I, p. 161
Tran. by V. G. Paranjpe

Cf. While in the later literature, the nature of Soma as the moon is apparent on every hand, in the Ṛgveda it can only be restored by conjecture.

Keith, RPVU, p. 171

৫৫ Invocations to the stars and the night are not frequent in the vedas, and the worship of Chandramas, the moon, is not prominent.

M. Phillips, The Teachings of the Vedas, p. 63

৫৬ অনির্বাণ—বেদমীমাংসা-২য়, পৃঃ ৩৩৪

৫৭ তৈ. সং.—৩।৪।৫।৬, ৪।২।৬।৫, ৬।১।৯।১

উপমেয়ভাব উভয়ের পার্থক্য নির্দেশ করে।[৫৮] অনেকে দেখিয়েছেন সোমযাগের দীক্ষাপ্রকরণে সোম ও চন্দ্রমার পার্থক্য আছে, আবার সেখানেই দ্রব্য ও দেবতারূপ সোমের একাত্মতাও স্পষ্ট।[৫৯] কিন্তু ঐ রকম একাত্মতা অবলম্বন করে সংহিতাতে চন্দ্র ও সোম এক, এই কথা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। অবশ্য ব্রাহ্মণসাহিত্যে দেখা যায় সোম চন্দ্রমার সঙ্গে অন্বিত হয়েছে। এখানে সোমই চন্দ্রমা এবং চন্দ্রমাই সোম—এইরকম স্পষ্ট উক্তি পাওয়া যায়।[৬০] এই উদ্ধৃতিগুলি থেকে সোমসম্বন্ধীয় ধারণা যে কেবলমাত্র ওষধি অর্থেই সীমিত নয়, তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় সোমের অধিভূতরূপ এবং অধিদৈবরূপ, দুইই সংশয়াচ্ছন্ন। এইরকম অবস্থায় সোম সম্বন্ধে যে সাধারণ ভাবেই একটা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এসে পড়বে একথা বলা যায়। অনেকে এরই পরিপ্রেক্ষিতে সোমকে ভাবরূপে ব্যাখ্যা করেছেন।[৬১] সোম ঋষিদের কাছে একটি বিশেষ ধারণা বা ভাবনায় পর্যবসিত। ঋক্‌সংহিতায় যা কিছু শ্রেষ্ঠ তাই সোমবোধক, এইরকম উক্তি আছে।[৬২] সোম শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ খুঁজলেও অনুরূপ একটি বিশেষ ভাবমাত্রে সোমের তাৎপর্য ধরা যেতে পারে —এইরকম মন্তব্যও পাই।[৬৩]

৫৮ ঋ. ৮।৮২।৮, Cf. O.H., Vol. I, p. 91

৫৯ O.H., Vol. I., p. 91

৬০ শ. ব্রা. ১০।৪।২।১, ৬।৫।১।১
ঐ. ব্রা. ৭।১১

৬১ G. Upadhyaya (Ed.), S. Bra., Vol. I, p. 238, —"*Soma a concept*". Cf. Lommel regards Soma a multiform deity of the vital force, "less a figure than an idea". L. Renou (Tr. by P. Spratt), Vedic India, p. 71

৬২ ব্রহ্মা দেবানাং পদবীঃ কবীনামৃষির্বিপ্রাণাম্ মহিষো মৃগাণাম্।
শ্যেনো গৃধ্রাণাং স্বধিতির্বনানাম্ সোমঃ পবিত্রমত্যেতি রেভন্—ঋ. ৯।৯৬।৭

৬৩ √Su to press, √$\overline{\text{Su}}$ to impel, √$\overline{\text{Su}}$ to beget, to give birth to, Dr. Suryakanta বলেন—"I should strike a fusion of the three roots in the word Soma and the moment we arrive at the integrated meaning..., when Soma reveals itself not as a mere plant, nor as a mere fluid, but as the right principle of action." BORI, Vol. 38, pp. 124-125

তুঃ—স + উমা = সোম (উময়া ব্রহ্মবিদ্যয়া সহিতঃ সোমঃ)—দৈবতসংহিতা ৩য়, বেদমীমাংসা—১ম

তুঃ সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় প্রতি মন্ত্রে সোমের তিনটি অর্থের কথা বলেন—ইন্দু শব্দের, নিঘণ্টুতে (নি. প. ২।১৭) চন্দ্র, শারীর সোম, যজ্ঞে ব্যবহৃত লতা, এই তিন অর্থই আছে—সত্যব্রত সামশ্রমী, সামবেদসংহিতা-১ম ভাগ, পৃঃ ৯৯৪

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে সোমের বিচার বর্তমানে দুই একজন মনীষী করেছেন। আধ্যাত্মিক সোমের কথা আমরা পৃথকভাবে আলোচনা করেছি—সাধারণভাবে এখানে শুধু এইটুকু বলে রাখা প্রয়োজন যে সোম হচ্ছে যোগীর হৃদয়ে আনন্দের নিবিড় অনুভূতি, দৈবচেতনা বা জ্যোতির চরম প্রকাশেই হৃদয়ের মধ্যে যার অনুভব।

আগের আলোচনা থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে অধিভূত, অধিদৈব এবং অধ্যাত্ম এই তিনটি রূপের কোনোটিতেই সোম যেমন সীমিত নয়, তেমনি তিনটি রূপকে বাদ দিয়েও সোমের স্বরূপ বোঝা যায় না। দ্যুলোক, অন্তরীক্ষ এবং মর্ত্য এই তিনটি ভূমিতেই যেমন সোমের অধিষ্ঠান তেমনি অধিভূত, অধ্যাত্ম এবং অধিদৈব এই তিনটি পর্যায়েই সোমের স্বরূপপরিচিতি সম্ভব। কোনো এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে সোমকে যদি বোঝার চেষ্টা হয় তাহলে তার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া সম্ভব হবে না[৬৪] এবং নানা জটিলতা আসবে।

আরও বলা যেতে পারে—সোমরসকেই ঋষি সোমরূপে বুঝতেন না, সোম-পানজন্য যে তৃপ্তি বা প্রসাদ মুখ্যত সেইটিই ছিল তাঁদের কাছে সোম। তাহলে এখানে অধিভূত অস্তিত্ব থেকেও নেই। এইজন্য শুধু ওষধিরই স্তুতি আমরা বেশী পাই না, সোমরসের মহিমা ও শক্তির কথাই বেশি শুনি। এখন যেহেতু তাঁরা লতার সামগ্রিকভাবে স্পষ্ট নির্দেশ দেন নি, এবং ঐ লতা যেহেতু কালক্রমে লুপ্ত, সুতরাং বর্তমানে শুধু কল্পনার ভিত্তিতে সোমলতার পরিচিতি-লাভ সম্ভব নয়।

অধিদৈবরূপে সোমের আলোচনাতেও ঐ রকম নিশ্চয়তা সম্ভব নয়, তার কারণ সোমের রূপ অন্যদেব-বিলক্ষণ। সোম দেবতাদের সহচারী,[৬৫] আবার এই সোম, দেবতাদের শক্তিও। দেবতাগণের স্রষ্টা এই সোম। যেমন বলা হয়েছে—“ক্রন্দন্ দেবাঁ অজীজনৎ।”[৬৬] সোমকে তাই যেমন পাই দেবতারূপে তেমনি দেবতার জনকরূপেও, সংহিতায় সোমের বিচিত্ররূপের কথা পর্যালোচনা করলে সোম যে সর্বব্যাপক এ কথা প্রমাণ হয়। ঋক্‌সংহিতায় উল্লিখিত আছে—

---

৬৪ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সোমের স্বরূপ ব্যাখ্যায় স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী তাঁর ‘বেদ ও বিজ্ঞান’ গ্রন্থে বলেন—“সোম কথার মানে শুধু যে সোমলতার রস ইহা মনে করিলে সব সময় চালিবে না—”

বেদ ও বিজ্ঞান, পৃঃ ৩০

৬৫ সোমসহচারী দেবগণের জন্য—ঋ. ১৷১৩৬৷৬, ২৷৪০৷১-৬, ৬৷৭৪৷১-৪, ৭৷৫৷১০, ৭৫৷১৮, ৪২৷১, ১০৷১৪৷৬, ১৭৷১১-১৩,
দ্রষ্টব্য ঃ দৈবতসংহিতা ৩য়, পৃঃ ১৬৯
তুঃ ঋ. ৯৷৯০৷৫

৬৬ ঋ. ৯৷৪২৷৪,
তুঃ ৯৷৮৬৷১০, ৯৷৮৭৷২

সোম প্রজাপতি (ঋ.৯।৫।৯), দেবগণের পিতাস্বরূপ (পিতা দেবানাম্—ঋ.৯।৮৭।২)। এই সোম বিশ্বপতি (বিশ্বস্য ভুবনস্য পতিঃ—ঋ. ৯।৮৬।৫), দ্যাবাপৃথিবীর জনয়িতা (ঋ. ৯।৯৬।৫, ৯।৯০।১)। সোম বহুকর্মযুক্ত সেজন্য তাকে বলা হয় পুরুব্রত (ঋ. ৯।৩।১০)। সোম হচ্ছেন ঋষি এবং ঋষিমনা (ঋ. ৯।৮৭।৩, ৯৬।১৮)। সোম কবি, বিদ্বান, বিচক্ষণ, মেধাবী।[৬৭] সোমের প্রধান সংজ্ঞাও একটি নয়—এই সোম অন্ধস্, সোম, ইন্দু ইত্যাদি শব্দে ব্যবহৃত। এর মধ্যে সোম ও ইন্দু এই সংজ্ঞা দুটির ব্যবহার ঋক্‌সংহিতায় যত্র তত্র। সোমের জ্যোতি সর্বব্যাপ্ত, বা ত্রিলোকব্যাপ্ত—সোম দেবতা এবং মনুষ্য নির্বিশেষে অমরত্ব দান করেন এবং নিজে অমৃতসন্ধানী।[৬৮] সোম অন্নদাতা, অন্নপতি এবং স্বয়ং অন্নস্বরূপ (ঋ. ৯।৩১।২, ৩।৬২।১৪) অন্ধস্ সোমকে অন্ন বলা হয় (ঋ. ৯।৫৫।১)। সোম বৃষ্টি প্রেরণের মাধ্যমে এবং জগৎ রক্ষার সহায়ে সমস্ত ভূতজাতকে উৎপন্ন করেন—"বিশ্বান্যন্যো ভুবনা জজান—(ঋ. ২।৪০।৫) আবার এই সোম নিজেও বিশ্বরূপের মধ্যে প্রবিষ্ট। বলা হয়েছে—"বিশ্বা রূপাণ্যাবিশন্ পুনানো যাতি হর্ষত যত্রামৃতাস আসতে।"—(ঋ. ৯।২৫।৪)। এইভাবে সোমের কথা অনুধাবন করলে দেখতে পাওয়া যায় দৈব সাধনার প্রথম স্তরে যেমন সোমের স্থিতি, তেমনি দৈব সাধনার লক্ষ্যস্থলেও সোম বিরাজমান।

সোমের মহত্ত্বের কথায় আরও জানা যায়—সোম যজ্ঞাত্মা স্বরূপ—"আত্মা যজ্ঞস্য রংহ্যা"—(ঋ. ৯।৪।৯) যজ্ঞেরই মাধ্যমে এই সোমের বর্ধন হয়—(ত্বাং যজ্ঞৈরবীবৃধন্—ঋ. ৯।৪।৯)। সোম নিজে সামগানপ্রিয়, বলা হয়েছে সোম "সামন্য"।[৬৯] আবার স্তোত্রের শক্তি এই সোমই দান করেন—"দধৎ স্তোত্রে সুবীর্য্যম্" (ঋ. ৯।৬২।৩০)। যজ্ঞকে সুন্দর করেন এই সোম।[৭০] সোমেরই প্রভাবে ঘটে বাক্‌স্ফূর্তি—(ইয়র্ত্তি বাচম্—ঋ. ৯।৯৫।২), আবার এই সোম নিজে বাকেরও অগ্রগামী।[৭১] বাক্‌সূক্তে পাই বাক্ সোমকে পোষণ করেন (ঋ. ১০।১২৫।২)। এই যজ্ঞীয় দৃষ্টিতে বিচারণাতেও স্পষ্ট হয় যে সোম যেমন রয়েছে উপেয়রূপে তেমনি উপায়রূপেও, দৈবভাবনায় বা দৈবসাধনায়।

৬৭ ঋ. ৯।৯৬।১০৭, ৭৩।৮, ৯১।১, ১২।৪

৬৮ ঋ. ১।৯১।১, ৬, ১৮, ৮।৪৮।৩, ৯।১১০।৪, ৯।২৫।৪

৬৯ সাম কৃণ্বন্‌ৎসামন্যোবিপশ্চিৎ—ঋ. ৯।৯৬।২২

সামন্যঃ = সামগানকুশলঃ, সায়ণ—(ঐ ভাষ্য)

৭০ চক্রাণশ্চারুমধ্বরম্—ঋ. ৯।৪৪।৪

৭১ পবস্ব বাচো অগ্রিয়ঃ—ঋ. ৯।৬২।২৫

সোমকে একস্থানে বলা হয়েছে সোম ঋতের যোনিতে অবস্থান করেন। (ঋতস্য যোনিমাসদম্—ঋ. ৯।৬৪।২২) ইনি ঋতের দ্বারাই সুত (ঋতবাকেন সত্যেন শ্রদ্ধয়া তপসা সুতঃ—৯।১১৩।২) ঋতের পথই সোমের পথ (ঋ. ৯।৮৬।৩৩)। সোমই ঋতের প্রকাশক এবং ঋতদীপ্ত (ঋতং বদন্ ঋতদ্যুম্নঃ—ঋ. ৯।১১৩।৪) আবার এই সোম সত্যের দ্বারা সুত এবং সত্যস্বরূপ (ঋ. ৯।১১৩।৪) ঋত বলতে বৈদিক ঋষি বুঝেছেন সেই নিয়মকেই যে নিয়মের মধ্যে বিধৃত রয়েছে এই বিশ্ব এবং তাই-ই সত্যস্বরূপ।[১২]

সোমের আরও একটি রূপ আছে সেটিও ঋষির দৃষ্টি এড়ায় নি—জগৎ-কল্যাণের জন্য বিগ্রহরূপে এই সোমের আবির্ভাবের কথাও ঋষি চিন্তা করেছেন। সোমের হাতে রয়েছে ধনুর্বাণ, যা তারই অস্ত্র (ঋ. ৯।৯০।৩)। তিনি নৃচক্ষা (৯।৮৬।৩৬)। সোমেরই ব্রতে রয়েছে মর্ত্যের কৃষ্টি।[১৩] স্পষ্টই বোঝা যায় এখানে ঋষির দৃষ্টিতে সোম জগৎকল্যাণকর মূর্তি নিয়ে বিরাজমান। এই সোমের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আনন্দের উপস্থিতি লক্ষ্য করেই সোমকে স্বর্গের শিশুরূপে কল্পনা করা হয়েছে (দিবঃ শিশুঃ—ঋ. ৯।৮৫।১১, ১০২।১, ৬৩।৫, ৩৮।৫)। সায়ণাচার্য শিশু শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন—"ইদানীমুৎপন্নত্বাৎ শিশুঃ সোমঃ"। আবার এই "দিবঃ শিশুঃ" এই কথাটিকে অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, এই সোমই হচ্ছে জ্যোতির জনয়িতা এবং সোম নিজে জ্যোতির্ময় —এই সোম যেহেতু স্বর্গের, দেবতার এবং জ্যোতির জনক, সেইজন্য সোম যেন জ্যোতির বীজস্বরূপ, এবং তা বোঝানোর জন্য এই 'শিশু' শব্দের ব্যবহার। জ্যোতীরথঃ (ঋ. ৯।৮৬।৪৫) এই শব্দটি সোমকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে।

উপরিলিখিত সোমের বিচিত্র স্বরূপের কথা স্মরণ করে বলা যেতে পারে যে সোমকে নির্দিষ্টরূপে আবদ্ধ করলে সোমের স্বরূপ বোঝা যাবে না। সোম ত্রিলোকব্যাপ্ত—এই ত্রিলোকব্যাপ্ত সত্তা নিয়েই সোম ত্রিলোকাতিরিক্ত চতুর্থ লোকে যাবার প্রয়াসী—(তুরীয়ং ধাম মহিষো বিবক্তি—ঋ. ৯।৯৬।১৯)। ঋক্ সংহিতায়

[১২] Ritam is truth—consciousness, which is the womb or the birth-place of this conscient being.

A. B. Purani, Studies in the Vedic Interpretation, p. 49

Ṛta has there the same triple sense—the physical order of the universe, the due order of the sacrifices and the moral law in the world.

Keith, RPVU, p. 83

Cf. ঋতস্য পন্থাং ন তরন্তি দুষ্কৃতঃ—ঋ. ৯।৭৩।৬

[১৩] ঋ. ৯।৮৬।৩৭

উল্লিখিত দেখি—ব্রাহ্মণের সোম কেউ পান করতে পারেন না।[৭৪] সোম হচ্ছে দিব্য আনন্দস্বরূপ।[৭৫] দেবতা এবং মানুষ এই উভয়েরই আনন্দদাতা এই সোম।[৭৬] পার্থিব দৃষ্টিতে আনন্দ মানুষের চিত্তের প্রসার ঘটায়—দিব্য আনন্দলাভ করাই বৈদিক দৈবসাধনার লক্ষ্য এবং তাই সোমই ঋষির সাধনার মুখ্য উপকরণ ও চরম লক্ষ্য।

৭৪ ঋ. ১০।৮৫।২

৭৫ The Soma is the immortal delight of existence, secret in the waters and plant and pressed out for drinking by gods and men.

Sri Aurobindo, On the Veda, p. 260

৭৬ দেবানামসি হি প্রিয়ো মদঃ—ঋ. ৯।৯৫।২
ত্বং সোম নৃমাদনঃ—ঋ. ৯।২৪।৪

অধিভূত দৃষ্টিতে সোম

বৈদিক দেবতার স্বরূপ আলোচনায় জানা যায় যে প্রত্যেক দেবতারই একটি অধিভূতরূপ আছে। প্রাচীন বেদব্যাখ্যাতা যাস্কাচার্য যে ভাবে বেদ ব্যাখ্যা করেছেন তার মধ্যে এই ধারণার পরিচয় স্পষ্ট।[১] সায়ণাচার্যও বেদব্যাখ্যায় দেবতার অধিভূত রূপের কথা বলেছেন। প্রকৃতির কোলেই মানুষের আবির্ভাব। প্রকৃতি যে মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করবে একথা ঠিক। আদি মানুষের ধর্মীয় চেতনার প্রথম উন্মেষ প্রকৃতিকে কেন্দ্র করেই, অনেকে এই রকম মন্তব্য করেন।[২] এই ধারণার ভিত্তিতে বৈদিক ধর্মের যে ব্যাখ্যাপদ্ধতি প্রচলিত তা হচ্ছে প্রকৃতিবাদ—বেদবিজ্ঞানিগণের অনেকে, বিশেষ করে ইউরোপীয় বেদবিদ্‌গণ, এই ব্যাখ্যাটির উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[৩] এই ব্যাখ্যার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে বৈদিক দেবতাগণ মূলতঃ প্রকৃতিরই বিশেষ বিশেষ রূপ ছাড়া অন্য কিছু নয়। কিন্তু এই প্রকৃতিবাদী ব্যাখ্যাই বেদের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা বলে স্বীকৃত হয়নি। বৈদিক ধর্মকে কখনই আদিমানবের ধর্মরূপে ব্যাখা করা যায় না। বৈদিক সূক্তগুলি পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় বৈদিক ঋষি কেবলমাত্র প্রকৃতিকেই স্তব-স্তুতি করে ক্ষান্ত থাকেন নি, প্রকৃতিকে বোঝার জন্য প্রকৃতির শক্তির উৎসসন্ধানে উন্মুখ রয়েছে ঋষির মননশীলতা।[৪] এইরকম একটা দৃষ্টিভঙ্গী যদি না থাকতো তাহলে বৈদিক দেবতার স্বরূপ আলোচনায় নিছক প্রকৃতিবাদী ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হ'তো।

১ বেদমীমাংসা—১ম, পৃঃ ১৬

২ Writers on religion speaks of primitive men defying the grand natural objects by which they are surrounded.
Origin & growth of Religion, p. 258
cf. J. Muir. Original Skt. Text, Vol. V, p. 414

৩ ...We have here the seeds of that naturalistic theory of the veda, to which European learning has given so wide an extention. On the Veda, p. 22
cf. BORI, Vol. 31, p. 5
H. I. L., Vol. I., p. 65

৪ The Vedic religion is the result of the attempt of the Ṛsis to interpret the true nature of their direct experience of inner powers in terms of the objective nature known to ordinary men.
JRMC, Vol. I., p. 205

বৈদিক ঋষির কাছে দেবতা নিত্যপ্রত্যক্ষ। ঋষি যেমন দেবতার বাহ্যরূপ দেখেছেন, ধ্যানের ও মননের মাধ্যমে এই বিশ্ব—বিচিত্রায় সেই রকম প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন আন্তররূপকেও। ঋষির প্রার্থনায় দেবতা যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হ'ন। দেবতা দ্যুলোকস্থ হলেও মর্ত্যে আসেন যজমানেরই কল্যাণে এবং দৈব-বিভূতির রূপায়ণে। ঋষির দেবদর্শন তাই সীমিত নয় এবং সর্বত্র দেবতার উপস্থিতি তাই নিছক কল্পনাও নয়। এই দৃষ্টিতে দেবতা যে অধিভূতরূপেও অধিষ্ঠান করবেন তা বিচিত্র নয় এবং এই অধিভূতরূপের মধ্যেই অ-লৌকিক বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধানে ঋষি দৈবসত্তাকে আবিষ্কার করবেন তাও স্বাভাবিক।

বৈদিক দেবতা সোমেরও বিভূতিরূপে একটি অধিভূতরূপ আছে। পূর্ব অধ্যায়ে সোমের সাধারণ পরিচয় আলোচনা প্রসঙ্গে যদিও সোমের অধিভূত-রূপের কিছু পরিচয় দেওয়া হয়েছে তবুও এই অধ্যায়ে সংহিতার মধ্যে সেই অধিভূত দৃষ্টি কোথায় কোথায় স্পষ্ট আমরা তারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

অধিভূত দৃষ্টিতে সোম হচ্ছে ওষধিবিশেষ। বীরুধ এবং উদ্ভিদ এই কথা দুটিও সোমের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে দেখি।[৫] বলা যেতে পারে সোম হচ্ছে লতৌষধি বিশেষ। ঋগ্বেদে সোম ছাড়া অন্য ওষধির কথাও উল্লিখিত আছে। সেখানে বলা হয়েছে ওষধির একশতটি স্থান আছে। অশ্বাবতী, সোমাবতী, উদোজস্, উর্জয়ন্তী প্রভৃতি শব্দ ওষধিবিশেষের দ্যোতক। সমস্ত ওষধি বৃহস্পতি কর্তৃক উৎপাদিত. ওষধির মাতৃভূতা হচ্ছেন ইষ্কৃতি।[৬] অথর্ব বেদে সোমকে "পয়ঃ ওষধীনাম্"[৭] বলা হয়েছে। 'রসী' এই কথাটি ঋগ্বেদে সোমের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে।[৮] যা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে সোম সাধারণভাবে যেমন ওষধিবাচক তেমনি সোমরসবাচক। এই সোমের উদ্দেশ্যে যে সংজ্ঞাগুলির ব্যবহার আছে যেমন অন্ধস্ সোম, ইন্দু প্রভৃতি তার মধ্যে 'অন্ধস্' এই শব্দটি সুতাবশিষ্ট লতাকে বোঝায়।[৯] সোম ও ইন্দু এই শব্দ দুটি যেমন

৫ ঋ. ৯।১১৪।২, (বীরুধাং পতিঃ) ঋ. ১।৯১।২২, ৩।৫৭।৩, অথর্ব ৫।২৪।৭,
তৈ. সং. ১১।৪।১, ঐ. ব্রা. ৩।৪০, শ. ব্রা. ১২।১।২
উদ্ভিদ্—ঋ. ৮।৭৯।৩

৬ ঋ. ১০।৯৭

৭ অথর্ব ৩।৫।১

৮ সংযন্তি রসিনো রসাঃ ঋ. ৯।১১৩।৫
তুঃ রসবান্ কিলায়ম্ ঋ. ৬।৪৭।১

৯ The husk left after the pressing is called Andhas (Rv. 9. 86. 44)
Macdonell and Keith, Vedic Index, p. 474

একবচনে তেমনি বহুবচনেও ব্যবহৃত হয়েছে এবং ঋক্‌সংহিতায় 'সোম ও ইন্দু' এই শব্দ দুটির ব্যবহারই বেশী। মুখ্যতঃ সোমের এই সংজ্ঞাগুলি ছাড়াও সোমের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত আরও অনেক সংজ্ঞার প্রয়োগ ঋক্‌সংহিতায় দেখা যায়। সোম এবং ইন্দু এই শব্দ দুটির মতোই 'হরি' শব্দেরও ব্যবহার ঋগ্বেদে দেখা যায়। একটি মন্ত্র এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যেতে পারে—"আ তু ষিঞ্চ হরিমীং দ্রোরুপস্থে—" (ঋ. ১০।১০১।১০)। হরি শব্দের ব্যাখ্যায় নিরুক্তকার বলেন—"হরিঃ সোমো হরিতবর্ণঃ অয়মপি ইতরো হরিরেতস্মাদেব।"[১০] এই সোমকে আবার কোথাও "হরীণাম্ পতে" (ঋ. ৯।১০৫।৫) বলা হয়েছে। সোমের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত 'শুচি' এবং 'পিতু' এই শব্দগুলিও লক্ষণীয়।[১১] শুধু এইগুলিই নয়, এ ছাড়া আরও বিভিন্নভাবে সোমের উল্লেখ সংহিতায় পাওয়া যায়। ধারণা করা যেতে পারে ঐগুলির মধ্যে অনেক নাম সোমের গুণের, রূপের বা বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক।[১২]

যাই হোক, এই যে সোম যা ঋষিদের নিকট বহু বিচিত্রভাবে পরিচিত সেই সোমরস পান করে ঋষিরা আনন্দ লাভ করতেন। আর্যদের জীবনযাত্রা প্রণালীর আলোচনায় জানা যায় পেয় দ্রব্য হিসাবে সোমের স্থান ছিল, কিন্তু বৈশিষ্ট্য এই যে ঐ পেয় দ্রব্য ব্যবহৃত হ'ত যজ্ঞীয় পদ্ধতিতে। 'পবমান' বা শুদ্ধীকৃত সোম বলতে তাই-ই বোঝায়—যজ্ঞের আহুতিযোগ্য করে সোমকে পবিত্র করার পর দেবতাদের জন্য তা উৎসর্গ করা হ'ত এবং তারই হুতশেষ পান করতেন ঋষিরা। এই সোমকে তাই সুরা মনে করা যায় না, এবং সুরার সঙ্গে যে সোমের পার্থক্য আছে তা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। যেহেতু বৈদিকদের নিকট সোম প্রিয় ছিল, সেজন্য সেই সময় সোম সুলভ ছিল একথা কল্পনা করা অবান্তর নয়, সমস্ত কিছু প্রিয় দ্রব্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন ঋষিরা, সেই দৃষ্টিতে দিব্য আনন্দের জনক এই সোম যে প্রধান হব্যরূপে অন্তর্ভুক্ত হবে তাও স্বাভাবিক, সেজন্য দেখি ঋক্‌সংহিতায় সোমকে বলা হয়েছে শ্রেষ্ঠ হবি, "উত্তমম্ আয্যম্" (ঋ. ৯।২২।৬)[১৩]।

১০ নি. ৪।৩।১৯

১১ ঋ ৯।৩, ৯।২৪।৬,৭, ৯।৭০।৮; ঋ. ১।৮৭।১

১২ For the juice pressed from the Soma plant, the Ṛgveda offers various names; such as '*andhas*' applied to the whole plant, '*pitu*' and often '*mada*', the intoxicating beverage; it is even called food and very often honey, a term which is applied to milk and ghee.

Keith, RPVU, Part II, Vol. 31, p. 167

১৩ দেবেভ্যো উত্তমং হবিঃ। ঋ. ৯।৬৭।২৮

এখন সোমের উৎপত্তি বিষয়ে কি জানা যায় তারই আলোচনা করা যাক্। এই সোমের উৎপত্তির কথা জানতে গেলে মর্ত্য সোমের সম্বন্ধে যেমন জানা যায় তেমনি দিব্য সোমের মর্ত্যরূপে আবির্ভাবের কথাও জানা যায়। ঋক্ সংহিতায় সোমের উদ্দেশ্যে এমন কতকগুলি শব্দ ব্যবহৃত আছে যা সোমের উদ্ভবস্থানের বা উৎপত্তিবিষয়ের ইঙ্গিত দেয়। যেমন সোমকে বলা হয়েছে 'ক্ষৈত' (ঋ. ৯।৯৭।৩) অর্থাৎ ক্ষিতিতে বা মর্ত্যে যার উৎপত্তি। এছাড়া 'গিরিষ্ঠাঃ' (ঋ. ৯।১৮।১)[১৪] অর্থাৎ পর্বতস্থ এবং 'পর্বতাবৃধঃ' (ঋ ৯।৪৬।১)।[১৫] অর্থাৎ পর্বতে যা বৃদ্ধি পায় এই শব্দগুলিও উল্লিখিত হয়েছে। সাধারণভাবে সোমের উৎপত্তিস্থান সম্বন্ধে এই শব্দগুলি বিচার্য। এক জায়গায় বলা হয়েছে সোমের উদ্ভবস্থান মুজবৎপর্বত—যেমন—"সোমস্যেব মৌজবতস্য ভক্ষো বিভীদকো জাগৃবির্মহ্যমচ্ছান্—"।[১৬] এই ঋক্‌টির ব্যাখ্যায় সায়ণাচার্য বলেছেন, "মুজবতি পর্বতে জাতো মৌজবতস্তস্য। তত্র হ্যুত্তমঃ সোমঃ জায়তে"--অর্থাৎ মৌজবৎ বলতে মুজবৎপর্বতকেই বোঝায়, সেখানেই উৎকৃষ্ট সোম জন্মে। নিরুক্তগ্রন্থে পর্বতরূপে মুজবানের উল্লেখ আছে।[১৭] মুজবান পর্বতের ব্যাখ্যায় 'মুঞ্জ' শব্দে অনেকে 'তৃণ' বা 'শণ' বোঝায় বলেছেন।[১৮] সোমের স্থিতি ও উৎপত্তি বিষয়ে একটি ঋক্ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য—"পর্জন্যাপিতা মহিষস্য পর্ণিনো, নাভা পৃথিব্যা গিরিষু ক্ষয়ং দধে।" (ঋ. ৯।৮২), অর্থাৎ "পর্জন্য মহান্ সোমের পিতা সেই পত্রলতাদিবিশিষ্ট

১৪ তুঃ ঋ. ৯।১২।৪, ৮৫।১০, ৯৫।৪, ৯৮।৯

১৫ তুঃ ঋ. ৩।৪৬।৫, ৪৮।২ ; ৫।৪৩।৪, ৮৫।২ ; ৮।৩৩।২, ৯।৭১।৪
তুঃ সুশ্রুতসংহিতা ২৯ অধ্যায়
"হিমবত্যর্বুদে সহ্যে মহেন্দ্রে মলয়ে তথা। শ্রীপর্বতে দেবগিরৌ গিরে দেবসহে তথা। পারিযাত্রে চ বিন্ধ্যে চ দেবসুন্দে হ্রদে তথা। উত্তরেণ বিতস্তায়াঃ প্রবৃদ্ধা যে মহীধরাঃ। পঞ্চ তেষামধো মধ্যে সিন্ধুনামা মহাহ্রদঃ। হঠবৎ প্লবতে তত্র চন্দ্রমা সোমসত্তমঃ…"॥ দ্রষ্টব্য দৈবতসংহিতা ৩য়, পৃঃ ১৮
Cf.—But this plant—the genuine Soma plant was nowhere obtainable except a peak of the Himalaya, the plains of Saptasindhu, the banks of the Indus, its tributaries and the Sarasvati and the shores of Lake Saryanavat in Kuruksetra. A. C. Das, Ṛgvedic India, p. 62

১৬ ঋ. ১০।৩৪।১

১৭ নি. ৯।৮

১৮ "মুঞ্জো বিমুচ্যত ইষীকয়া ইষীকেষতের্গতিকর্মণঃ।"
নি. ৯।৮ (দুর্গাচার্যকৃত টীকা)
দ্রষ্টব্য বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল।
তুঃ গিরের্হিমবতঃ পৃষ্ঠে মুঞ্জবান্ নাম পর্বতঃ।
তপ্যতে যত্র ভগবাংস্তপো নিত্যমুমাপতিঃ॥ মহা. ১৫।৮।১

সোম পৃথিবীর মধ্যস্থানস্বরূপ পর্বতের উপর বাস করেন।” এই ঋকটি থেকে বোঝা যায় যে সোম পত্রবিশিষ্ট একটি লতা এবং পর্বতোপরি উদ্ভূত। ‘পর্ণিনঃ’ এই শব্দটির ব্যাখ্যায় ঐ ঋকেই সায়ণাচার্য বলেছেন ‘পতিতবতঃ’ অর্থাৎ যা পতনশীল। কিন্তু সোম যে পর্ণযুক্ত এটিও বলা অসঙ্গত নয়। কেন না “সোমস্য পর্ণঃ” অর্থাৎ সোমের পত্র এই রকম ভাবেও কোথাও কোথাও স্পষ্ট উল্লেখ আছে।[১৯] যাই হোক, এই অধ্যায়েই লতার স্বরূপের বিষয়ে সংহিতার উক্তিগুলির আলোচনায় পরে এই বিষয় স্পষ্ট জানা যাবে। সোমকে যেমন বলা হয়েছে ‘পর্বতাবৃধঃ’ তেমনি ‘পর্জন্যবৃদ্ধ’ (ঋ. ৯।১১৩।৩) অর্থাৎ মেঘের দ্বারা পুষ্ট এ কথাও বলা হয়েছে।

সোম যে পর্বতস্থ এর প্রমাণ আরও পাওয়া যায় যখন দেখি আবেস্তায় উল্লিখিত যে ‘হোম’, যার সঙ্গে সোমের সাদৃশ্য স্বীকার করা হয়—সেটিও পর্বতস্থ বা পর্বতোৎপন্ন বলা হয়েছে এবং সেই ‘হোম’ যে মেঘ ও বৃষ্টির সহায়েই পুষ্টিলাভ করে তার কথাও বলা আছে।[২০]

কিন্তু এছাড়াও ঋগ্বেদের মধ্যেও সোমের উৎপত্তি বিষয়ে স্থানান্তরের উল্লেখ দেখি—যেমন—“যে সোমাসঃ পরাবতি যে অর্বাবতি সুন্বিরে। যে বাদঃ শর্যণাবতি। য আর্জীকেষু কৃত্বসু যে মধ্যে পস্ত্যানাম্। যো বা জনেষু পঞ্চসু।” (ঋ. ৯।৬৫।২২-২৩)। অর্থাৎ যে সকল সোম অতিদূর দেশে কিংবা অতি-সন্নিহিত দেশে প্রস্তুত হইয়াছে কিংবা যে সকল সোম শর্যণাবৎ নামক সরোবরে প্রস্তুত হইয়াছে, কিংবা যে সকল সোম আর্জীকদেশে কিংবা কৃত্বদেশে কিংবা সরস্বতী প্রভৃতি নদীর মধ্যে কিংবা পঞ্চজনের মধ্যে প্রস্তুত হইয়াছে।” ধারণা করা যেতে পারে এই সমস্ত স্থানে সোম পাওয়া যেত এবং যজ্ঞের জন্য সোম এই সমস্ত স্থান থেকে আহরণ করা হ'ত। সোমের উদ্ভবস্থান হিসাবে ঋক্ সংহিতায় ‘সুষোমা’ নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়।[২১] অন্যত্র সোমকে বলা হয়েছে ‘সিন্ধুমাতরঃ’[২২] অর্থাৎ সিন্ধু এই সোমের মাতা, যা থেকে বোঝা যায়

১৯ সোমস্য পর্ণঃ সহ উগ্রমাগন্…অথর্ব ৩।৫।৪

২০ স্তওমি মএঘেম্ চ বারেম্ চ যা তে কেহ্রপেম বক্ষয়তে বরেনুশ্ পইতি গইরিনাম্ ; স্তওমি গরয়ো রেরেজন্তো যথ হওম উরুরূপুষ। হোম যস্ট নবম অধ্যায়।
এর অনুবাদ করেছেন Dr. Haug
"I praise the cloud and the rain which make thy body grow on the summit of mountains. I praise the high mountains where thou has grown, O Haomo." G. Upadhyaya, S. Bra., p. 227

২১ ঋ. ৮।৬৪।১১

২২ ঋ. ৯।৬১।৭

সিন্ধুনদীও সোমের উদ্ভবস্থান ছিল। এই সমস্ত উক্তিগুলির পর্যালোচনায় বোঝা যায় সোম পর্বতময় প্রদেশে অথবা জলাশয়যুক্তস্থানে কিংবা নদীমধ্যেও উৎপন্ন হ'ত। দূরদেশস্থিত সোম যজ্ঞের প্রয়োজনে যাজ্ঞিকগণ আহরণ করতেন এইরকম কল্পনা করা যেতে পারে। অনেকে মনে করেন—কোনো কোনো জাতিবিশেষে এই সোমাহরণের কাজ প্রসিদ্ধ ছিল।[২৩]

মর্ত্য সোমের উৎপত্তি ও আবির্ভাবের কথা ছাড়া ঋক্ সংহিতায় উল্লিখিত আছে, স্বর্গস্থ সোম মর্ত্যে স্থাপিত হয়েছেন। সোমকে মর্ত্যে আনয়ন করেছেন দেবতা বরুণ। তিনি স্বর্গে সূর্যকে এবং অদ্রির মধ্যে সোমকে স্থাপন করেন।[২৪] অমর্ত্য এই সোম মর্ত্যে প্রবেশ করেছেন "অমর্ত্যো মর্ত্যাঁ আবিবেশ"—(ঋ. ৮।৪৮।১২)। আরও উল্লেখ করা যেতে পারে "দিবি তে নাভা পরমো য আদদে, পৃথিব্যাস্তে রুরুহুঃ সানবি ক্ষিপঃ। অদ্রয়স্ত্বা বপ্সতি গোরধিত্বচ্যপ্সু ত্বা হস্তৈর্দুদুহুর্মনীষিণঃ।" (ঋ. ৯।৭৯।৪)—অর্থাৎ "হে সোম তোমার প্রধান উৎপত্তিস্থান স্বর্গের মধ্যে বিদ্যমান আছে তথা হইতে গ্রহণপূর্বক পৃথিবীর উন্নত প্রদেশে তোমার অবয়বগুলি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। সেই স্থানে তাহারা বৃক্ষরূপে জন্মিল। প্রস্তরের দ্বারা নিপীড়নপূর্বক গোচর্মের উপর তোমাকে শোধন করা হয়। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ দুই হস্ত প্রয়োগপূর্বক জলমধ্যে তোমাকে প্রস্তুত করেন।" নক্ষত্রের উপরিভাগে আহিত এই সোম উত্তর ও পশ্চিমদিকের অধিপতি।[২৫]

এই যে স্বর্গস্থ সোম তার মর্ত্যে উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে নানা আখ্যানের আবির্ভাব ঘটেছে। ঋগ্বেদে পাই—স্বর্গ থেকে সোমকে আহরণ করেছেন শ্যেন, শকুন বা সুপর্ণ।[২৬] এই সোমকে শ্যেন যেমন স্বর্গ থেকে আহরণ করেছে তেমনি অদ্রি বা পর্বত থেকেও আহরণ করেছে তারও উল্লেখ মেলে।[২৭] আবার

---

২৩ Perhaps some special tribe or prince owned it like the Kikatas Cf. Rv. III, 53. 4. Macdonell & Keith, Vedic Index, p. 474

২৪ দিবি সূর্যমধাৎ সোমমদ্রৌ ঋ. ৫।৮৫।২

২৫ অথ নক্ষত্রাণামুপস্থে সোম আহিতঃ
প্রতীচী দিক্ সোম তস্থুতুঃ ঋ. ৯।৬৬।২
উদীচী দিক্ সোমোঽধিপতিঃ অথর্ব, ১০।৯।১

২৬ চমূষচ্ছ্যেনঃ শকুনো বিভৃত্বা ঋ. ৯।৯৬।১৯ ; তুঃ ঋ. ৪।২৬।৬
সোমঃ শ্যেনাভৃতঃ সুতঃ ঋ. ১।৮০।২
দিবং সুপর্ণো গত্বায় সোমং বজ্রিণ আভরৎ ঋ. ৮।১০০।৮
যং সুপর্ণঃ পরাবতঃ শ্যেনস্য পুত্র আভরৎ ঋ. ১০।১৪৪।৪

২৭ আমথ্নাদন্যং পরিশ্যেনো অদ্রেঃ ঋ. ১।৯৩।৬

কখনও বলা হয়েছে স্বর্গেরও ওপার থেকে এই সোম আহৃত হয়েছে।[২৮] শ্যেনের সোমাহরণ বিষয়টির বিস্তারিত বর্ণনাও পাওয়া যায়। লৌহবেষ্টিত এক নগরী, সেই নগরী থেকে শ্যেন সোমাহরণ করেছেন, গন্ধর্বগণ ঐ সোম রক্ষা করতেন—(ঋ. ৪।২৭।২)। গন্ধর্বগণের মধ্যে 'কৃশানু' নামে এক গন্ধর্ব এটি জানতে পেরে আক্রমণ করেন শ্যেনকে।[২৯] এই আক্রমণের ফলে সোমের একটি পত্র পৃথিবীতে পড়ে এবং এই পত্রটিই পলাশবৃক্ষের উৎপত্তির কারণ, ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদিতে এই আখ্যান প্রপঞ্চিত হয়েছে। ঋক্ সংহিতায় উল্লিখিত আছে 'শ্যেন' ইন্দ্রের জন্য সোম আহরণ করেছিল।[৩০] সোমের ছিন্নপত্রে মর্ত্যে যেমন পলাশবৃক্ষের উৎপত্তির কথা পাই, তেমনি তার থেকেই 'পূতীক'এর উৎপত্তি হয়েছিল এরও উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩১] ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদিতে সোমের অভাবে এই 'পূতীক'ই সোমের প্রতিনিধিরূপে গণ্য হ'ত। সোমাহরণ বিষয়ে শ্যেন ছাড়া অন্যেরও উল্লেখ আছে। 'সূর্য দুহিতা' সোমাহরণ করেছেন—"পর্জন্যবৃদ্ধং মহিষং তং সূর্যস্য দুহিতা আভরৎ" (ঋ. ৯।১১৩।৩) এই ঋক্‌টি এ বিষয়ে প্রমাণ। সোমাহরণ করেন দেবতারাও, একথাও সংহিতায় উল্লিখিত দেখি। এই প্রসঙ্গে ধারণা করা যেতে পারে যে সোম এমন একস্থানে ছিল যেখান থেকে দেবতারা সেই সোমকে নিজেদের মধ্যে পেতে চেয়েছিলেন। 'বাক্' মহানগ্নী রূপ ধারণ করে এই সোম নিয়ে আসেন গন্ধর্বদের কাছ থেকে।[৩২] এ ছাড়া গায়ত্রী ত্রিষ্টুপ জগতী প্রভৃতি ছন্দ সোমাহরণ করেছেন এই আখ্যান ব্রাহ্মণাদিতে বিবৃত আছে—এই সমস্ত আখ্যান-গুলির কথা এই গ্রন্থে পরে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হবে।

এখন এই শ্যেন বা সুপর্ণ কি তা আলোচনা করা যাক্। শ্যেন একপ্রকার

---

২৮ স পূর্ব্যঃ পবতে যং দিবস্পরি শ্যেনো মথায়দিষিতস্তিরোরজঃ ঋ. ৯।৭৭।২
তুঃ ঋ. ৯।৮৬।২৪

২৯ ঋ. ৪।২৭।৩, cf. "when the falcon screamed (with exultation) on his descent from heaven and (the guardian of the soma perceived that) the soma was carried away by it, then the archer Kṛśānu, pursuing with the speed of thought, and striking his bow, let fly an arrow against it." See G. Upadhyaya, S. Bra., Introduction

৩০ ঋ. ৪।২৭।৪, তুঃ ঐ. ব্রা. ৩।২৫
তুঃ ঋ. ৯।৯।৮, ১।৮০।২

৩১ "তস্য যে হ্রিয়মাণাংশবঃ পবাপতংস্তে পূতীকাঃ সমভবন্"
তাণ্ড্য. ব্রা. ৮।৪।৫।৩ (তুঃ কা. শ্রৌ., ১ম অধ্যায় পৃঃ ১৭ টীকা)

৩২ ঐ. ব্রা. ১।২৭

পক্ষী, অনেকের ধারণা খুব সম্ভবতঃ এই পক্ষীটি ঈগল বলে গণ্য হতে পারে।[৩৩] এটি দ্রুতগতিসম্পন্ন এবং ক্ষুদ্র পক্ষিগণকে এবং এমন কি পশুকেও আক্রমণ করা এর স্বভাব। এই শ্যেনের যতগুলি বিশেষণ আছে তার মধ্যে 'ঋজিৎ' অর্থাৎ ঊর্দ্ধগতিসম্পন্ন এই বিশেষণটি ইরাণ দেশের ঈগল পক্ষীর নাম রূপেও কীর্তিত অনেকে এই কথা বলেছেন।[৩৪] এই শ্যেনের স্বরূপ বিবেচনায় কোথাও কোথাও বলা হয়েছে, সোমই শ্যেন।[৩৫] ঋক্‌সংহিতায় সোমকে "দিব্যঃ সুপর্ণঃ" (ঋ. ৯।৯৭।৩৩) বলা হয়েছে। অগ্নিও 'দিব্যশ্যেন' রূপে কীর্তিত হয়েছেন। 'নবং নু স্তোমমগ্নয়ে দিবঃ শ্যেনায় জীজনম্' (ঋ. ৭।১৫।৪)। ইন্দ্রের উদ্দেশ্যেও এই 'শ্যেন' শব্দের উল্লেখ আছে, কিন্তু ইন্দ্র ও শ্যেন বা সুপর্ণ যে একই, এইরকম নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়, অনেকে এইরূপ মন্তব্য করেন, তার কারণ শ্যেন ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে সোমাহরণ করেছেন এই কথায় অসঙ্গতি এসে পড়ে।[৩৬] M. Bergaigne সোমানয়নকারী সুপর্ণকে বলেছেন বিদ্যুৎ এবং এই বিদ্যুৎকেই আবার তিনি সোম বলেছেন।[৩৭] Bloomfield সিদ্ধান্ত করেছেন বিদ্যুৎ-দীপ্তির মর্ত্যাভিসরণই সুপর্ণাখ্যানের মূলভূমি।[৩৮] অনেকে সোম এবং সুপর্ণ এই আখ্যানের এইরূপ ব্যাখ্যাকে

---

৩৩ খুব সম্ভবতঃ ঈগল ঋ. ১।৩২।৪, ৩৩।২, ১১৮।১১, ১৬৩।২, ১৬৫।২
অথর্ববেদ III. 3. 4; VII. 41. 2, XI. 9. 9.
এই পক্ষীটির গতি সম্বন্ধে তৈ. সং. II. 4. 7
ক্ষুদ্র পক্ষীর ভয়স্বরূপ ঋ. ২।৪২।২, অথর্ব ৫।২১।৬
অন্যের আক্রমণকারী—ঋ. ৪।৩৮।৫
See Macdonell & Keith, Vedic Index, 'Syena'

৩৪ Mac. & Keith, Vedic Index, 'Syena'

৩৫ যদাহ শ্যেনোঽসীতি সোমং বা এতদাহৈষ বা অগ্নির্ভূত্বাঽস্মিন্ লোকে সংশ্যায়তি, তদ্ যদ্ সংশ্যায়তি তস্মাচ্ছ্যেনঃ গো. ব্রা. ১।৫।১২, সূর্যকান্ত, বৈদিককোষ, পৃঃ ৫২৭

৩৬ A. Kuhn saw in this bird only another form of Indra, who in two passages (Rv. 1. 32. 14; 10. 99. 8.) is indeed directly likened to a syena. On the other hand, this identification is rendered doubtful by two other passages (Rv. 1. 80. 2, 4. 18. 13.) in which syena is represented as bringing the soma to Indra himself.

Eggeling, S. Bra. (Tra.), p. 19

৩৭ Mr. Bergaigne, however has put forward the theory that it is not the rain but the lightning that really represents soma. Ibid.

৩৮ Keith, RPVU, Vol. 31, p. 169

স্বীকার করেন।[৩৯] শুধু এই ব্যাখ্যাই সুপর্ণ ও সোম বিষয়ে সমীচীন বলে গ্রহণ করা সম্ভব নয়, কারণ অন্যত্র ইন্দ্র স্বয়ং শ্যেনরূপ ধারণ করে সোম আহরণ করেছেন, এইরকম উল্লেখ আছে।[৪০] আবার 'সুপর্ণ' বাক্ ও গায়ত্রীর সঙ্গে অন্বিত হতে পারেন, ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদিতে এই বিষয় জানা যায়।[৪১] বেদব্যাখ্যাতা সায়ণাচার্য সোমের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত "দিব্যঃ সুপর্ণঃ" এই কথাটির ব্যাখ্যায় লিখেছেন— "দিবি ভবঃ সুপর্ণঃ সুপতনঃ" অর্থাৎ যা সুন্দরভাবে পতনশীল। সোমপেষক গ্রাবা বা প্রস্তরগুলিকেও 'সুপর্ণাঃ' (ঋ. ১০।৯৪।৩) বলা হয়েছে। সায়ণাচার্যের অর্থগ্রহণে সুপর্ণস্বরূপ বিবেচনার জটিলতা কিয়দংশে লাঘব হতে পারে। অর্থাৎ 'সুপর্ণ' এই কথাটির মধ্যে অথবা 'শ্যেন' এই কথাটির দ্বারা সুপতনশীল এবং গতিবিশিষ্ট যে তারই বোধ হতে পারে। শ্যেন বা সুপর্ণ সোমাহরণের জন্য আকাশে কি ভাবে উৎপতিত হয় অথবা এই সোমই যজ্ঞে কিভাবে কলশ থেকে কলশান্তরে উপনীত হয় এই দৃষ্টি এখানে মুখ্য। সুতরাং 'শ্যেন' বা' সুপর্ণ' বিশেষ পক্ষী একথা নিঃসন্দেহ কিন্তু এই শব্দ দুটি আবার অন্যত্র অন্য ভাবেও ব্যবহৃত হতে পারে এ কথাও ঠিক। এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় এই যে ঋক্‌সংহিতায় 'শ্যেন' এবং 'সুপর্ণ' দুই পৃথক পক্ষী এরূপও উল্লিখিত আছে।[৪২]

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে এই সুপর্ণ বা শ্যেন হচ্ছে 'ঊর্দ্ধাভিসারী বাসনার প্রতীক'।[৪৩] সুপর্ণ অর্থে সূর্য, চন্দ্র, অথবা জীবাত্মা, পরমাত্মা এরও বোধ হতে পারে, অনেকে এই মন্তব্য করেন।[৪৪] 'সুপর্ণ' এ শব্দটির ব্যাখ্যায় এটিকে বৈদিক ভাবনার প্রতীকরূপেও অনেকে ব্যাখ্যা করেন।[৪৫]

---

৩৯ This is certainly the natural way of interpreting the myth of Soma and the eagle, and the change made in the conception in the Indo-Iranian period would be merely that this rain would have been identified with the soma drink, thus transforming the old myth into something very important and real. Keith, RPVU, Vol. 31, p. 172

৪০ Soma in the legends, p. 9

৪১ তৈত্তিরীয় সংহিতায় ছন্দগণই সুপর্ণীর পুত্র—তৈ. সং. ৬।১।৬
ঐ. ব্রা. ২৮।৬, শ. ব্রা. ৩।৬।২

৪২ ঋ. ২।৪২।২
দ্রষ্টব্য চিন্নস্বামি শাস্ত্রী, যজ্ঞতত্ত্বপ্রকাশ, পৃঃ ১০৪

৪৩ অনির্বাণ, বেদমীমাংসা (১ম), পৃঃ ১২৩
তুঃ ঋ. ১।২৫।৪, "প্রাণো বৈ সুপর্ণঃ", শাঙ্খায়ণ আরণ্যক ১।৮

৪৪ But we can easily conceive of the sun and the moon, day and night, and even *Jīvātmā* (individual soul) and *Paramātmā* (universal soul) as nice feathered or fair-winged and so call them also Suparna— Cf. দ্বা সুপর্ণা সযুজা—etc. The Eagle and the Captive Sun, p. 147

৪৫ See E. Anantacharya, "Suparna, a symbol and suggestion."

যাই হোক, শ্যেন ও সুপর্ণের প্রসঙ্গে সোমাহরণের বিষয়টিই মুখ্য এবং স্পষ্টতই বোঝা যায় সোমাহরণ খুব সহজসাধ্য ছিল না—পূর্বোক্ত আলোচনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। দূরদেশ বা পর্বত থেকে সোমলতা আহরণ করতে হ'ত। বৈদিক সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আর্যরা যখন পর্বতময় প্রদেশ থেকে সমতলভূমিতে এসেছেন তখন স্বাভাবিকভাবেই সোম দূরবর্তী হয়েছে—পরবর্তী যুগে অবশ্য ভৌগলিক কারণেই সোমলতার বিলুপ্তি ঘটে।

'আবেস্তা' গ্রন্থেও স্বর্গস্থ সোমের মর্ত্যে আবির্ভাবের উল্লেখ আছে, তবে সেখানে সোম আহরণের বিষয় উল্লিখিত নেই, কিন্তু সোম যে স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়েছেন এ কথার উল্লেখ আছে।[৪৬]

উপরি উক্ত আলোচনায় সোমের স্বরূপ সম্বন্ধে বিতর্ক যাই থাকুক না কেন, সোমের মর্ত্যে ওষধিরূপে স্থিতির কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা যায়। এখন এই লতার রূপ সম্বন্ধে বৈদিক প্রমাণ কতখানি পাওয়া যায় আমরা সেই প্রসঙ্গের আলোচনা করবো।

ওষধি বা লতাস্বরূপ সোমের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত শব্দগুলি হচ্ছে 'অংশু', 'অন্ধস্', 'ক্ষিপ্', 'পর্ব', 'বাণ', 'পিতু' ইত্যাদি। অন্ধস্ শব্দটি যে সমগ্র লতার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সে কথা আগেই বলা হয়েছে। 'অন্ধস্' শব্দটি অন্নবাচকও।[৪৭] 'অংশু' এই শব্দটি যেমন কিরণবাচক তেমনি যজ্ঞার্থ ক্ষুদ্রাকার সোমলতাখণ্ডেরও বোধক।[৪৮] 'বব্রি,' 'ত্বক্', 'শর্য্য', প্রভৃতি শব্দগুলিও ঐ ত্বক্ অর্থেই প্রযুক্ত।[৪৯] 'ক্ষিপ্' শব্দটি অঙ্গুলির বাচক, অনেকে মনে করেন অঙ্গুলিবৎ সোমখণ্ডকেও বোঝাতে পারে।[৫০] 'ত্রিপৃষ্ঠ' (ঋ. ৯।৭১।৭) এই কথাটিও সোমের

---

৪৬ হাবণীম্ আ রতূম্ আ, হওমো উপাইৎ জরথুশত্রেম্—

Haomayasta, IX, 1

(In the afternoon, Havanagcha, Haoma came to Zarathrustra)

G. Upadhyaya, S. Bra., p. 224

৪৭ ঋ. ১।৯।১

৪৮ ঋ. ৯।১৬৮।৩, ৩।৪৮।২
Cf. বাণ ঋ. ৪।২৪।৯, পিতু—ঋ. ১।৬১।৭, পর্ব—ঋ. ৮।৪৮।৫, তুঃ ঋ. ৯।৬৮।২

৪৯ বব্রি—ঋ. ৯।৬৯।৯, ত্বক্—ঋ. ৯।৮৬।৪৪, শর্য্য—ঋ. ৯।৬৮।২
Cf. —S. S. Bhawe, Soma hymns of the Ṛgveda, Pt. I, p. 69
নি. ৫।৪।২৩

৫০ Kship, finger, is used as a designation of the shoots, which may therefore have resembled fingers in shape—Macdonell & Keith, Vedic Index, p. 474

বিশেষণবাচক। সোমের উদ্দেশ্যে 'ত্রিধাতু' (ঋ. ৯।৮৬।৪৬) কথাটির ব্যবহার দেখি, সেজন্য ত্রিপৃষ্ঠ এই শব্দটি সোমসবনের ইঙ্গিতবহ হতে পারে। আমরা জানি সোমযজ্ঞে সোমাভিষব হয় তিনবার, সেজন্য তিন স্থানে সোম থাকেন তাই সোমকে 'ত্রিসধস্থ' বা 'ত্রিপৃষ্ঠ' বলা হয়। কারও মতে 'ত্রিপৃষ্ঠ' শব্দটি বিশেষ ভাবে লতার ত্রিকোণবিশিষ্টত্বকে বোঝায়।[৫১] সায়ণাচার্য্য "গৃভ্ণাতি রিপ্রম- বিরস্য তান্বা শুদ্ধো দেবানামুপযাতি নিষ্কৃতম্"—(ঋ. ৯।৭৮।১) এই ঋক্‌টির ব্যাখ্যায় বলেছেন—"রিপ্রম্ অনুপাদেয়ত্বেন পাপরূপং অভিযুতবল্লী শকলাদিরূপম্" অর্থাৎ 'রিপ্র' কথাটি লতার বর্জিত অংশকেই বোঝায়। এই রিপ্রকেই অন্যত্র 'ঋজিষ' বলা হয়েছে, যা ঐ একই অর্থে প্রযুক্ত। সোমকেও বলা হয় 'ঋজীষিন্' (ঋ. ৬।৪২।২)।

লতাস্বরূপের ঐরূপ বর্ণনা থেকে সহজেই অনুমান করা চলতে পারে যে সোমলতা ত্বক্‌বিশিষ্ট এবং পর্ববিশিষ্ট। এই লতার অভ্যন্তরস্থিত সার অংশই সোমরস প্রসব করে। সোমলতা যদিও বর্তমানে দুর্লভ তবুও অনেকে সোম-লতা কিরূপ ছিল চিত্র মাধ্যমে তার পরিচিতি দিয়েছেন।[৫২] অনেকে এই মতও পোষণ করেন যে উপযুক্ত অনুসন্ধানে এখনও সোমলতা পাওয়া যেতে পারে।[৫৩] কিন্তু সোম সম্বন্ধে এ যাবৎ যা গবেষণা হয়েছে তার ফলে সোম-লতার সন্ধান মেলে নি, সোমলতার সমপর্যায়ের লতার কথা যারা গবেষণা করে বলেছেন তাদের মধ্যেও মতদ্বৈধ আছে, পূর্ব অধ্যায়ে সে বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ কি, বৈদিক যুগে যে সময়ে এই লতা বর্তমান ছিল সেই সময় থেকে বর্তমান সময় বহুদূরে, কাজেই কালিক পরিবর্তনে ঐ লতার মধ্যে পরিবর্তন আসাও অসম্ভব নয়। সুতরাং বৈদিকযুগের পরিচিতি নিয়ে বর্তমানে অনুরূপ লতার সন্ধানলাভ সম্ভব নয়। ব্রাহ্মণের যুগেই সোমলতার অনুকল্প বা প্রতিনিধিরূপে লতান্তর ব্যবহার নির্দিষ্ট হয়েছে উল্লেখ পাই।[৫৪] কাজেই ঐ যুগ থেকেই যে ঐ সোমলতা অন্তর্হিত হয়েছে এরকম অনুমানও মিথ্যা নয়। ঋক্‌সংহিতায় সোমলতার বর্ণ সম্বন্ধেও যত্র তত্র উল্লেখ পাই। সোমলতা অরুণ-

৫১ S. S. Bhawe, Soma Hymns of the Ṛgveda

৫২ Z. A. Ragozin, Vedic India, p. 172

৫৩ দৈবতসংহিতা ৩য়, (স্বাধ্যায়মণ্ডল প্রকাশিত।)

৫৪ তাণ্ড্য. ব্রা. ৯।৫।৩
J. Eggeling, S. Bra. (Tra.), Pt. II, pp. 421-24
অনুকল্প লতাগুলির জন্য পরবর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
তুঃ আ. শ্রৌ. ৬।৮।৪, ৫

বর্ণ (Reddish), বভ্রুবর্ণ (Brown) এবং হরিতবর্ণ (Tawny)।[৫৫] কোথাও কোথাও সোমকে শুভ্রবর্ণ বলা হয়েছে।[৫৬] বভ্রুবর্ণ বলতে অনেকে উষঃকালীন বর্ণকে বোঝায় বলেছেন। হরিৎবর্ণের উল্লেখ অবশ্য সবচাইতে বেশী। হরিৎবর্ণ বা হরিশ্‌বর্ণ বলতে স্বর্ণবর্ণকেই বোঝায়।[৫৭] লতার এই সমস্ত যে বর্ণের কথা বলা আছে সেজন্য সোমলতা বিভিন্ন ধরণের মনে করা নাও যেতে পারে।[৫৮] কালিক পরিণামে, তাপপ্রভাবে এবং বয়ঃপরিণমনে লতার বর্ণ-বৈজাত্য আসতে পারে। অরুণবর্ণ লতাটি মনে হয় সদ্য আবির্ভূত লতাকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে এবং এই লতাই পূর্ণাবয়ব অবস্থায় হরিৎবর্ণ ধারণ করে, এবং পরে ধীরে ধীরে বভ্রুবর্ণে রূপান্তরিত হয়। আমরা জানি এই সোমলতা পেষণ করে যে রস পাওয়া যেত তাই যজ্ঞে আহুতিরূপে ব্যবহৃত হত। লতা যখন পূর্ণাবস্থায় তখনই তার মধ্যে রসাধিক্য স্বাভাবিক, এবং তখনই তা যজ্ঞার্থে উপযুক্ত বিবেচিত হতে পারে এবং সেই জন্যই ঋক্‌সংহিতায় 'হরি' শব্দের উল্লেখ সব চাইতে বেশী, আবার একই লতার অগ্রমূল ভেদে বর্ণবৈষম্যের উপস্থিতি দেখেও সোমের বিচিত্র বর্ণের উল্লেখ হতে পারে। সোমের যে বভ্রুবর্ণের কথা পাই সেখানে সহজেই বোঝা যায় যে সোমরসের সঙ্গে দুগ্ধ বা দধি মিশ্রণে ঐ রূপের আবির্ভাব ঘটতে পারে।[৫৯] এই যে বিভিন্ন প্রকার সোমের বর্ণের কথা, সে বিষয়ে অনেকে মনে করেন যে—সোম কোনো নির্দিষ্ট বর্ণের নয় —'বভ্রু' বলতে বিচিত্র বর্ণও বোঝাতে পারে। 'অন্ধস্‌' শব্দটি কৃষ্ণবর্ণ সোমের কথাও বোঝাতে পারে, আবার 'সোম' এই সংজ্ঞাটির বিষয়ে প্রায় অরুণ বা অরুষ বর্ণের কথা আছে, এবং 'ইন্দু' এই সংজ্ঞাটি শুক্লবর্ণের দ্যোতক, সুতরাং অন্ধস্‌, সোম এবং ইন্দু, সোমের এই যে তিনটি প্রধান সংজ্ঞা, তাদের

---

৫৫ ঋ. ৯।৩৩।২, ৯।৪৯, ৯।৩০, ৯।৩১

৫৬ ঋ. ৯।৩১

৫৭ বেদমীমাংসা ২য়, পৃঃ ৩০৪ (টীকা দ্রষ্টব্য)।

৫৮ সুশ্রুতসংহিতায় পৃথক্‌ পৃথক্‌ সোমের পৃথক্‌ পৃথক্‌ বর্ণের উল্লেখ আছে।

সুশ্রুত, ২৯ অধ্যায় "অংশুমানাজ্যগন্ধস্তু কন্দবান্‌ রজতপ্রভঃ। কদল্যাকারকন্দস্তু মুঞ্জবাঁল্লশুনচ্ছদঃ। চন্দ্রমাঃ কনকাভাসো জলে চরতি সর্বদা। গরুড়াহৃতনামা চ শ্বেতাক্ষশ্চাপি পাণ্ডুরো......"
দ্রষ্টব্য দৈবতসংহিতা ৩য়। (সাতবলেকর সম্পাদিত)

৫৯ ঋ. ৯।১৪।৫

বর্ণবৈচিত্র্যের কথা স্মরণ করলে সোমকে সব মিলিয়ে বিচিত্র বর্ণের বলা যেতে পারে।[৬০]

শুধু লতার বা লতারূপের বর্ণনাই নয়, সেই সঙ্গে রস-নিষ্কাশন পদ্ধতিরও বর্ণনা পাই। অগ্নির যেমন মন্থনের ফলে আবির্ভাব, সোমের সেইরূপ অভি-ষবণের ফলে আবির্ভাব। যজ্ঞে সোমের অভিষব হ'ত, যাকে সোম অভিষব বা সোমকণ্ডন বলা হ'ত। অধিষবণফলক বা দুটি পাথরের মাঝে রেখে এই সোমরস নিষ্কাশন করা হ'ত। নিষ্কাশিত রস কলসে ঢালা হ'ত, এবং এই রস ঢালার সময় রসকে শুদ্ধ করে নেবার জন্য মেষলোম নির্মিত 'দশাপবিত্র' বা 'পবিত্র' নামক ছাঁকনীর ব্যবহার হ'ত। অভিষুত রসের সঙ্গে যব, দধি এবং দুগ্ধ মেশানো হ'ত। এই প্রসঙ্গে বিশেষ কয়েকটি ঋকের উল্লেখ এখানে অবান্তর হবে না। যথা "অব্যো বারে পরিপ্রিয়ং হরিং হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ। পবমানং মধুশ্চ্যুতম্—(ঋ. ৯।৫০।৩) অর্থাৎ "এই যে সোম যিনি দেবতাদিগের প্রীতিকর যাহার বর্ণ হরিৎ এবং প্রস্তর দ্বারা যিনি নিপীড়িত ও যিনি মধুর রস ক্ষরণ করেন তাঁহাকে ঋত্বিকগণ মেষলোমের উপর অর্পণ করিতেছেন।" স্পষ্টত সোমা-ভিষবের বর্ণনাটি এখানে নিখুঁতভাবে দেওয়া আছে। আরও যেমন—"দশক্ষিপো যুঞ্জতে বাহূ অদ্রিং সোমস্য যা শমিতারা সুহস্তা। মধেবা রসং সুগভস্তির্গিরিষ্ঠাং চনিশ্চদদ্ দুদুহে শুক্রমংশুঃ।" (ঋ. ৫।৪৩।৪)—এই ঋকটির মধ্যে লতাসোম নিষ্কাশনের পরিপূর্ণ বর্ণনা দেওয়া আছে। অদ্রি বা গ্রাবা হচ্ছে সেই সোমপেষক প্রস্তর। সোমরস নিষ্কাশনে অঙ্গুলির ব্যবহারও লক্ষণীয়। অর্থাৎ প্রস্তরাঘাতে সোমরস নিষ্কাশন করে পুনরায় অঙ্গুলিনিপীড়নের দ্বারা সমস্ত নির্যাস বার করা হ'ত। অনেকে এই অঙ্গুলির ব্যবহার অর্থাৎ হাত দিয়ে রস নিংড়ান এই বিষয়টিকে সন্দেহ করেন।[৬১] কিন্তু হাত দিয়ে সোম গ্রহণের কথা ঋগ্বেদে অনেকত্র উল্লিখিত আছে।[৬২]

—

৬০ অনির্বাণ, বেদমীমাংসা ২য়

Cf. The plant died down its roots in winter and summer and flourished again in rain-water during the rainy season. It was probably a phosphorescent plant, emitting a bright light at night (Rv. IX. 85, 12; 86. 14) with reddish-brown leaves which justified its comparison with *suparṇa* (the Eagle with golden wings) and with *Gandharva* or the Sun (Rv. IX, 85. 11).
A. C. Das, Ṛgvedic Culture, p. 507

৬১ Whether the later practice of purification by means of shoots held in the hands was known to the Ṛgveda is uncertain, since Rv. II, 14. 8, IX. 71. 3, are quite indecisive.
Macdonell & Keith, Vedic Index, p. 471

৬২ ঋ. ৯।৮৫।৭, ৪৩।৪, ৬৮।৭, ১০।১৭।১১-১৩

এই অভিষবের কথা ছাড়াও বিস্তারিতভাবে সোমরসের বর্ণনাও ঋক্-সংহিতায় দেখা যায়। ঋগ্বেদে শুদ্ধ ও মিশ্রিত এই দুই প্রকার সোমরসের কথাই উল্লিখিত আছে। শুদ্ধ সোমরস যা অন্য কোনো পদার্থ বা দ্রব্যযুক্ত নয় তার উদ্দেশ্যে 'শুচি', 'শুদ্ধ' অথবা 'শুক্র' এই বিশেষণগুলি ব্যবহৃত দেখি।[৬৩] এই শুদ্ধ সোমরস যজ্ঞেও কেবল ইন্দ্র ও বায়ুর উদ্দেশ্যেই উৎসর্গ করা হ'ত।[৬৪] অবশ্য যজ্ঞে সাধারণত অন্য দ্রব্যসংযোগে মিশ্রিত সোমেরই ব্যবহার হ'ত বেশী। প্রধানত তিনটি দ্রব্যের সঙ্গে সোমের রস মেশানো হ'ত—সেগুলি হচ্ছে যব, দুগ্ধ ও দধি,—এগুলিকে বলা হ'ত 'আশির্'—সেইজন্য সোমকে 'এ্যাশির' বলা হয়।[৬৫] এ্যাশির সোমকে আবার বিশেষ বিশেষ ভাবে যবাশির (ঋ. ২।১৪।১১) গবাশির (ঋ. ৯।৬৪।২৮) এবং দধ্যাশির (ঋ. ৯।২২।৩) বলা হ'ত। এইগুলির মধ্যে সংহিতায় গবাশির সোমের উল্লেখই বেশী। দ্রব্যাদি ছাড়া সাধারণভাবে সোমে জল মেশানোর কথাও আছে।[৬৬] কিন্তু জল পৃথক ভাবে আশির্ পদবাচ্য নয়। সোমের বিষয়ে দুই এক ক্ষেত্রে 'রসাশির' কথাটির উল্লেখ আছে—কিন্তু তা জলমিশ্রিত সোমের বোধক নয়, বেদব্যাখ্যাতা সায়ণাচার্য সেই রকম ভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন।[৬৭] এ ছাড়া সোমযজ্ঞের তৃতীয় সবনে যখন সোমরস অল্পমাত্রায় অবশিষ্ট থাকে তখন সোমরসের সঙ্গে ধানা, করম্ভ প্রভৃতি হব্য মেশানো হ'ত তারও উল্লেখ মেলে।[৬৮] কখনও কখনও সোমরসের সঙ্গে 'মধু' মেশানো হ'ত—সোমের উদ্দেশ্যে এই প্রসঙ্গে মধুশ্চ্যুত (ঋ. ৯।৫০।৩, ৬৫।৮), মধুপৃষ্ঠঃ (ঋ. ৯।৮৯।৪) মধুজিহ্বা (ঋ. ৯।৭৩।৪) এই শব্দগুলি লক্ষণীয়। ঘৃত সংযোগে সোমরসের ব্যবহারও দৃষ্ট হয় (ঋ. ৯।৮২।২)।

সোমরসে এই সমস্ত দ্রব্যের সংযোগের প্রধানত দুটি কারণ থাকতে পারে। প্রথম হচ্ছে শুদ্ধ সোমরসের আস্বাদন বাড়িয়ে তোলা আর দ্বিতীয় হচ্ছে দ্রব্যান্তর সহযোগে সোমের মাদকতা নাশ করা। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এখন আমরা

৬৩ শুচিঃ—ঋ. ৯।৯।৩, ৯।২৪।৬, তুঃ শুচিবন্ধুঃ—ঋ. ৯।৯৭।৭, শুদ্ধঃ—ঋ. ৯।৭৮।১, শুক্রঃ—ঋ. ৯।২১।৬, ৩৩।২, ৬৬।৫ প্রভৃতি।

৬৪ ইমে ত ইন্দ্র সোমাস্তীব্রা অস্মে সুতাসঃ। শুক্রা আশিরং যাচন্তে। ঋ. ৮।২।১০

৬৫ সোমা ইব এ্যাশিরঃ ঋ. ৫।২৭।৫

৬৬ অপো বসানমন্ধসা ঋ. ৯।১৬।২
বসতীবরিভিঃ সোমমাপ্যায়য়ন্তি মৈত্রায়ণী সংহিতা ৪।৫।৫

৬৭ সাধোঃ পিব প্রতিকামং যথা তে রসাশিরঃ প্রথমং সোম্যস্য ঋ. ৩।৪৮।১
"গোপয়োমিশ্রিতং সোমস্য সোমময়ং রসম্" ঐ সায়ণভাষ্য।

৬৮ ধানাবন্তং করম্ভিণমপূপবন্তমুক্থিনং ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নঃ—ঋ. ৩।৫২।১

রসগত বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করব। বৈদ্যশাস্ত্রের বর্ণনায় পাই সোমের মধ্যে বমকত্ব আছে। সেজন্য সোমলতাকে 'বমনী বল্লী' বলা হয়েছে[৬৯]। ঋষি বলেছেন সোমের উদ্দেশ্যে—সোম যেন চণ্ডলাঙ্গ না করে, ভয় না দেখায়, দীপ্তি দ্বারা যেন পানকারীকে বধ না করে[৭০]। সোমরস পান করলে গাত্রে গাত্রে নিষণ্ণ হয় সেজন্য ঋষি বলেছেন সোমরসকে, "হে সোম তুমিই তনুর রক্ষক" (ঋ. ৮।৪৮।৯)। এই কথার দ্বারা শরীরের মধ্যে সোমজন্য যেন কোনো পীড়া না হয় তাই ধ্বনিত হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা 'অতপ্ততনু' অর্থাৎ যাদের দেহ সমর্থ নয় তারা সোমপান করতে পারে না[৭১]। সোমরস হচ্ছে উগ্র (ঋ. ৯।৬২।২৯) তীব্র (ঋ. ৯।৬৫।১৫)। এগুলি থেকে প্রমাণ হয় সোমের উগ্র মাদকত্ব ছিল, দ্রব্যান্তর সহযোগে তার হ্রাস হতো, সেজন্য সোমকে সম্বোধন করে ঋষি বলেছেন—"স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া পবস্ব সোম ধারয়া" (ঋ. ৯।১।১) অর্থাৎ সোম যেন স্বাদুতম মাদকতম ধারায় মধুরতম ধারায় ক্ষরিত হয়। 'মদিষ্ঠয়া' এই শব্দের প্রয়োগে সোমের মাদকতা অর্থাৎ আহ্লাদ-জনকতাকেই প্রার্থনা করা হয়েছে, ঋষি চাইতেন—সোম যেন 'সুমৃড়ীক' অর্থাৎ সুখদানকারী হিসাবে তৃপ্তি দেয়—(ঋ. ৯।৯১।১১)। আরও বলা আছে 'গাভীর যেমন শস্যে তৃপ্তি, পুরুষের যেমন গৃহে, সে রকম ভাবেই সোম ঋষির হৃদয়ে তৃপ্ত হোক' (ঋ. ৮।৪৮।১)। সোমকে বলা হয়েছে অমৃত (ঋ. ৯।৯১।২৮), শ্রেষ্ঠ অমৃত, "জ্যেষ্ঠমমৃতং মদম্"—(ঋ. ১।৮৪।৪) এই অমৃত শব্দের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে সায়ণাচার্য বলেন সোমজন্য মত্ততা কখনই মারক নয়[৭২]। জীবনধারণের জন্য তাই এই সোমের প্রয়োজন (সমাকৃণোষি জীবসে—ঋ. ১০।২৫।৬) সোম তাই আয়ুদ, আয়ুদানকারী—(ঋ. ৩।৬২।১৫, ৮।৪৮।৭) এবং এই সোমই রোগহন্তা (ঋ. ৮।৭৯)। সোমের এই মঙ্গলময় রূপের জন্যই সোমকে কখনও কখনও সুমঙ্গল (ঋ. ৯।৮০।৩) বলা হয়েছে। এই সমস্ত উক্তি প্রমাণ করে যে ঋষির কাছে সোম মধু বা আনন্দকর রূপেই অভীষ্ট ছিল।

৬৯ O. H., Vol. I., pp. 87ff

৭০ মা নঃ সোম সংবীবিজো মা বি বীভিষথা রাজন্। মানঃহার্দি ত্বিষা বধীঃ—ঋ. ৮।৭৯।৮ তুঃ নৈমিত্তিক সৌত্রামণী অনুষ্ঠানের বিষয়ে জানা যায়—যিনি সোমপান করতে গিয়ে মুখভিন্ন ছিদ্রপথে সোম ঝেড়ে ফেলেন, সেই 'সোমাতিপূত' যজমানের অথবা যিনি সোমবমন করেন সেই যজমানের সৌত্রামণী অনুষ্ঠান বিহিত। কা. শ্রৌ. ১৯।১

৭১ অতপ্ততনূর্ন তদামো অশ্নুতে—ঋ. ৮।৮৩।১

৭২ "সোমপানজন্যো মদো মদান্তরবৎ মারকো ন ভবতীত্যর্থঃ"—ঋ. ১।৮৪।৪ (সায়ণভাষ্য)

সোম যদিও এ্যাশির, তবুও মধুযুক্ত বা মধুমান সোমই যেন ঋষির বেশী অভিলষিত, এবং এইজন্যই মধুমত্তমঃ (ঋ. ৯।১২।১, ৩০।৫, ৬২।২১) মীঢ্বান্ ; মীঢ্ব (ঋ. ৯।৬১।২৩) মধুমান্ (ঋ. ৯।৬১।৯) ইত্যাদি শব্দগুলির উল্লেখ, যা ঐ কথাই প্রমাণ করে।

এছাড়া আরও কতকগুলি বিশেষণ পাই যা সোমরসের স্বরূপ—বৈশিষ্ট্যকেই বোঝায়। সোম হচ্ছে দেবমাদনঃ (ঋ. ৯।৮৪।১) নৃমাদনঃ (ঋ. ৯।২৪।৪), অর্থাৎ দেবতা ও মানুষ দুয়েরই আনন্দবিধাতা এই সোম। সোম স্বয়ং তুরোমদ (ঋ. ১০।২৫।১০)[৭৩] অর্থাৎ ত্বরায় ইনি আনন্দসঞ্চার করেন। এছাড়া সোমের উদ্দেশ্যে ইন্দ্রপানঃ (ঋ. ৯।৯৬।৩) নৃমাদনঃ (ঋ. ৯।২৪।৪) দেবপানঃ (ঋ. ৯।৯৭।২৭) ও তনুপানঃ (অথর্ব ৩।৫।৭) শব্দগুলি সোম যে সকলেরই প্রিয় পেয়বস্তু তার ইঙ্গিত দেয়।

বহু বিচিত্রভাবে সোমরসের বর্ণনা যেমন ঋষি দিয়েছেন, তেমনি সোমরস ক্ষরণের বর্ণনাতেও দেখি ঋষি মুখর। বলতে পারা যায় সোম যেহেতু আনন্দপ্রদ সেজন্য প্রতিটি পর্বেই সোমকে লক্ষ্য করে ঋষি আনন্দলাভ করেছেন। ক্ষরৎ সোমকে লক্ষ্য করে ঋষি বলেছেন "পবস্ব সোম ধারয়া" (ঋ. ৯।১।১) অর্থাৎ সোম যেন ধারার আকারে ক্ষরিত হয়—কোথাও বলেছেন 'সোম তুমি বেগে ক্ষরিত হও' (ঋ. ৯।২।১, ৯।৫৮।১)। যজ্ঞে কলশ থেকে সোম কলশান্তরে নীত হয়—বিশেষ করে সোমরস যখন দ্রোণকলশে ঢালা হয় সেই সময় রসধারাকে লক্ষ্য করে ঋষি সোমরসগতির বিচিত্র বর্ণনা দিয়েছেন। এই সোম ঋষির দৃষ্টিতে তাই কখনও অশ্বগতিতে (ঋ. ৯।১০৭।৮), কখনও বরাহগতিতে (ঋ. ৯।৯৭।৭) কখনও পুরুষগতিতে (ঋ. ৯।৯৭।৮) ক্ষরিত হ'ন। কখনও হংসগতিতে (ঋ. ৯।৩২।৩) কখনও বা পক্ষীর গতিতে (ঋ. ৯।৩।১) এগিয়ে চলে এই সোম। সোম কখনও 'সহস্রযামা' (ঋ. ৯।১০৬।৫) অর্থাৎ সহস্রপথে গমন করেন, কখনও 'রঘুযামা' (ঋ. ৯।৩৯।৪) অর্থাৎ লঘুগতি, ক্ষিপ্রগতি[৭৪] কখনও বা শতধার (ঋ. ৯।৯৭।২৯)। সোমের কলশে স্থিতির বিষয়টিও ঋষির দৃষ্টির বাইরে নয়। বলা হয়েছে, "সোমঃ পুনানঃ কলশাঁ আসীৎ সীদন্ মৃগো ন মহিষো বনেষু" (ঋ. ৯।৯৩।৬)—অর্থাৎ "সোম শোধিত হইতে হইতে কলসে যাইতেছেন, যাইয়া বনচারী মহিষের ন্যায় জলের মধ্যে উপবেশন করিতেছেন।" যজ্ঞে যেখানে সোমরস নিষ্কাশন হয় সেই জায়গায়

---

৭৩ যুদ্ধের পূর্বে সৈন্যগণের সোমপানের বিষয়ের উল্লেখ আছে—ঋ. ৯।১০৬।২

৭৪ রঘুযামা—লঘুগমনঃ (সা. ভা.)

Cf. রঘুপত্বা—ঋ. ৯।৬।৪, এটি অগ্নির বিশেষণ, 'Swift messenger'

চারটি গর্ত করা হয়, এগুলির নাম 'উপরব'—সোম পেষণের সময় সেখান থেকে তাই শব্দ হয়—এই শব্দকে উপমার সাহায্যে ঋষি নানাভাবে বর্ণনা করেছেন। এগুলি যেন সোমেরই শব্দ—সেই শব্দ কখনও অশ্বের ন্যায়, কখনও বৃষের ন্যায়, কখনও সিংহের ন্যায়—(ঋ. ৯।৯৭।২৮)।

এই প্রসঙ্গে সোমপেষক 'গ্রাবা' বা অদ্রির কথা আসে। এই অদ্রি বা প্রস্তরের আঘাতে সোমরস নিষ্কাশন করা হ'ত। সায়ণাচার্য অদ্রির ব্যাখ্যায় বলেছেন—"অদ্রয়ঃ আদরণীয়াঃ দৃঢ়াঃ" (ঋ. ১০।৯৪।১)। এই গ্রাবাও হরিৎবর্ণ (ঋ. ১০।৯৪।২)। ইন্দ্রের আবাহনের জন্য এই অদ্রিসমূহই শব্দ করে (ঋ. ১০।৯৪।৪)। সোমপেষণের জন্য এই অদ্রির উত্থানপতনই নৃত্যরূপে উপমিত হয়েছে (ঋ. ১০।৯৪।৫)। এই গ্রাবাও সুপর্ণ (ঋ. ১০।৯৪।৫)—এখানেও 'সুপর্ণ' শব্দের ব্যাখ্যায় সুপতনশীল এই অর্থ করেছেন সায়ণাচার্য। এই গ্রাবা কখনও অশ্ববৎ, কখনও বৃষবৎ কল্পিত হয়েছে। এই গ্রাবাই প্রথম সোমপান করে (ঋ. ৯।৪৮।৮)[৭৫] এই গ্রাবা মৃত্যুজরাহীন, অপরের ভেদক এবং নিজে অভেদ্য, নিষ্পৃহ।

উপরিলিখিত আলোচনায় সহজেই বোঝা যায়, সোমের প্রতি ঋষির দৃষ্টি কত একাগ্র এবং অনুসন্ধিৎসু। অধিভূত সোম এখানে স্পষ্ট হলেও সোম অধিভূতরূপেই সীমিত হয়ে নেই, সোমের অন্তর্নিহিত রূপের প্রকাশ ঘটেছে আনন্দমূর্তিতে।[৭৬]

৭৫ ত উ সুতস্য সোম্যস্যান্ধসোহংশোঃ পীযূষং প্রথমস্য ভেজিরে। ঋ. ১০।৯৪।৮
গ্রাবার জন্য—সমগ্র সূক্তটি দ্রষ্টব্য।

৭৬ ...From these references to 'Soma' it would be abundantly clear that Soma was something infinitely higher than the mere plant that grew on the mountains from which juices were extracted for drink and exhilaration. A. C. Das, Ṛgvedic Culture, p. 469

ইন্দ্রাদি দেবগণের সঙ্গে সোমের সম্পর্ক

আগের অধ্যায়ে সোমের অধিভূত রূপের কথা আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে আলোচনার বিষয় হচ্ছে ঋগ্বেদে উল্লিখিত অন্যান্য দেবতার সঙ্গে সোমের সম্পর্ক। এই আলোচনায়, আগে ঋগ্বেদের অন্যতম প্রধান দেবতা 'ইন্দ্র', যার সঙ্গে সোমের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় তার কথা আলোচনা করার পর অন্যান্য দেবতার সঙ্গে সোমের আলোচনায় আমরা অগ্রসর হব। ঋগ্বেদে সোম স্পষ্টত দেবতা এবং দ্রব্য এই দুইরূপে উল্লিখিত, সুতরাং অন্যান্য দেবতার সঙ্গে সোমের সম্পর্ক আলোচনা করতে গেলে দেবতারূপ সোমের সঙ্গে অন্যান্য দেবতার যোগ এবং দ্রব্যরূপ সোমের সঙ্গে অন্যান্য দেবতার যোগ, এই দুইভাবে আলোচনা করতে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে সোমের এই বৈশিষ্ট্যটি অনন্যসাধারণ—একই দেবতা দ্বৈতরূপে অন্য দেবতার সঙ্গে যুক্ত। ঋগ্বেদে অন্য কোনো দেবতার এরূপ বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। যদিও অন্য দেবতার দুইটি রূপের কল্পনা করা যেতে পারে, যেমন মর্ত্য এবং দিব্য, অথবা বাহ্য এবং আন্তর, কিন্তু একই দেবতা হব্য এবং দেবতা এই দুই বৈশিষ্ট্যে কল্পিত হয়েছেন এই ভাবটি সোমেই বিশিষ্ট। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, সোম দেবতার—ওষধি এবং সোমরস দুটিই প্রতিনিধি। অর্থাৎ ঐ দুটি রূপের মধ্যেই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে সোমের দৈবরূপ। ওষধির মধ্যে রস অন্তর্নিহিত, ওষধি প্রত্যক্ষ ও সিদ্ধচেতনা, রস কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ নয়—সাধ্য, ওষধির নিপীড়নে রসের আবির্ভাব। ঋষির দৃষ্টিতে দেবতা নিত্য-প্রত্যক্ষ, এবং সেইজন্য সিদ্ধ, কিন্তু সেই দেবতাই ঋষির আরাধ্য বা সাধ্য হয়েছেন দেখি। সুতরাং দেবতার অন্তর্নিহিত যে রূপ সেই রূপই এখানে লক্ষ্য। দেবতার যে রূপটি প্রত্যক্ষ তাকেই লক্ষ্য ক'রে, তারই মাধ্যমে দেবতার যেটি অন্তর্নিহিত রূপ, ভাবরূপ, যা ধ্যানগম্য, তার উদ্দেশ্যে বৈদিকঋষির সাধনা। সোম—দেবতার প্রত্যক্ষ এই কর্মময় রূপের সঙ্গে যেমন অন্বিত, তেমনি দেবতার যেটি আন্তররূপ তার সঙ্গেও দেবতার তৃপ্তিহেতু এবং শক্তিরূপে অন্বিত আছেন। দেবতার বাহ্য ও আন্তর এই দুটি রূপ মিলিয়ে যেমন একই দেবতা, তেমনি ওষধি ও রস এই দুটি জড়িয়েই সোম। ঋষির দৈবতসাধনার চরম প্রকাশ এই সোমের কথায় এবং সোমের মাধ্যমেই জানা যেতে পারে দেবতার আন্তররূপ।

ব.বি./বৈদিক ভাবনা/৩৫-৪

এখন এই দেবতাসোম এবং অন্যান্য দেবতার কথা আলোচনা করা যাক্। এই আলোচনা করার আগে সাধারণভাবে দেবতাগণের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক তার কথা আলোচনা করতে হয়।

ঋক্‌সংহিতায় এমন কোনো দেবতা নাই যিনি এককভাবে, অথবা অন্যান্য দেবতা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে স্তুত হয়েছেন। কর্মবৈচিত্র্যে বা রূপবৈচিত্র্যে প্রত্যেক দেবতাই কোন না কোন সম্বন্ধে অন্য দেবতার সঙ্গে যুক্ত আছেন এবং সেইস্থলে দেবতার প্রধানরূপে উপস্থিতি অথবা অপ্রধানরূপে উপস্থিতি, এই কথা বিচার্য হলেও সহচারিত্বের প্রামাণ্যে কোনো সন্দেহ থাকে না। দেবতার রূপ, গুণ, কর্ম, স্থান প্রভৃতির আশ্রয়েই দেবতার সহচারিত্বের কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দেবতারূপে, জগদ্‌রক্ষকরূপে এবং যজমানের অভীষ্টপূরকরূপে প্রত্যেক দেবতারই ঐক্য আছে।[১] সমস্ত দেবতাই হচ্ছেন আদিত্যস্বরূপ বা অদিতি হতে জাত, বলা হয় অদিতিই সব হয়েছেন।[২] দেবতার সাযুজ্যবোধক একটি ঋকের উল্লেখ করা এখানে অবান্তর হবে না, যেমন—"অগ্নিরিন্দ্রো বরুণো মিত্রো অর্যমা বায়ুঃ পূষা সরস্বতী সজোষসঃ। আদিত্যা বিষ্ণুর্মরুতঃ স্বর্বৃহৎ সোমো রুদ্রো অদিতির্ব্রহ্মণস্পতিঃ।" (ঋ. ১০।৬৫।১), অর্থাৎ "অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অর্যমা, বায়ু, পূষা, সরস্বতী, আদিত্যগণ, বিষ্ণু, মরুৎগণ, বৃহৎস্বর্গ, সোম, রুদ্র, অদিতি, ব্রহ্মণস্পতি ইঁহারা সকলে পরস্পর মিলিত আছেন।" দেবতারা এইরূপে 'সজোষাঃ' বা সমান প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ, একক বা বিচ্ছিন্ন নন।*

দেবতাগণের মধ্যে সহচারিত্বের কল্পনা নিঃসন্দেহে বস্তুদর্শনজাত। ঋষি প্রত্যক্ষ করেছেন আদিত্যদ্যুতি সর্বত্র বিরাজমান, দ্যুলোকে, অন্তরীক্ষে ও ভূলোকে।[৩] একই অন্তরীক্ষে পর্জন্যগর্জন, ইন্দ্রের বজ্রবিলসন, বায়ুর সঞ্চরণ এবং মরুদ্‌গণের বিহার। দেবগণের সহচারিত্বের কল্পনা এই দর্শনে সহজেই এসে পড়ে। নিরুক্তকার যাস্ক প্রধানভাবে তিনটি দেবতার কথা বলেছেন এবং 'সংস্তবিক' তাঁদের অর্থাৎ একসঙ্গে স্তুত দেবগণের নির্বচন বা স্বরূপনির্ণয়

---

১ "আপাতদৃষ্টিতে বেদে বহুদেবতা, কিন্তু তবুও দেখি দেবতাদের মধ্যে পরস্পর বৈষম্যের চাইতে সাম্যের দিকই বেশী ফুটেছে।"
অনির্বাণ, বেদমীমাংসা ২য়, পৃঃ ২৫৬

২ অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ।
বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চজনা অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্ ॥
ঋ. ১।৮৯।১০

* আ নঃ পূষা পবমানঃ সুরাতয়ো মিত্রো গচ্ছন্তু বরুণঃ সজোষসঃ। বৃহস্পতির্মরুতো বায়ুরশ্বিনা ত্বষ্টা সবিতা সুযমা সরস্বতী—ঋ. ৯।৮১।৪

৩ ঋ. ১।১১৫।১

করেছেন।[৪] কিন্তু এখানে স্থানগত সাদৃশ্যে সহচারিত্ব যেমন উল্লিখিত আছে, তেমনি গুণগত ও কর্মগত সাদৃশ্যে দেবতাদের মধ্যে সহচারিত্ব হয় এরও ইঙ্গিত আছে। কারণ, নিরুক্তে দেখা যায় যেমন পৃথিবীস্থান দেবতার সঙ্গে অন্তরীক্ষস্থান দেবতার যোগ, দ্যুস্থান দেবতার সঙ্গে অন্তরীক্ষস্থান দেবতার যোগ দেখানো আছে তেমনি আবার দ্যুস্থান দেবতার সঙ্গে পৃথিবীস্থান দেবতারও যোগ উল্লিখিত আছে। সুতরাং বলতে পারা যায় যে দেবতার সহচারের কল্পনা, রূপ, গুণ, স্থান ও কর্মের পরিপ্রেক্ষিতেই।

বৈদিক দেবতাদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলে বোঝা যায় যে, দেবতার মাহাত্ম্য ও ঐশ্বর্য ঋষির দৃষ্টিতে যেভাবে উপস্থিত হয়েছে ঋষি সেইভাবে সেই দেবতার স্তব করেছেন। এইজন্য দেবতার বহু কর্ম এবং বহু বিশেষণ সংহিতায় উল্লিখিত দেখি। দেবতা অনন্তরূপ এবং প্রকাশবৈচিত্র্যে চিরনূতন। বিচিত্র-ভাবে দেবতার বর্ণনা তাই-ই প্রমাণ করে। সুতরাং একই দেবতার বহুরূপে আবির্ভাব ঋষির দৃষ্টিতে সহজ ও স্বাভাবিক[৫] এবং সহচারিত্বের বা দেবতার পারস্পরিক যোগের কথাও স্বাভাবিক। এখন বৈদিক দেববাদকে যদি এক-দেববাদ বলা যায় তাহলে সহচারিত্বের প্রশ্ন সেখানে অবান্তর। কিন্তু বৈদিক একদেববাদও নিরবচ্ছিন্ন নয়, বৈশিষ্ট্যসমন্বিত একথাও স্বীকার করতে হয়।[৬] সেইজন্য এক দেবতার বিভিন্নরূপ অথবা এক দেবতার সঙ্গে অন্য দেবতার যোগও আছে বলা যায়। অতএব সোমদেবতার আলোচনা প্রসঙ্গে অন্যান্য দেবতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের আলোচনাও স্বভাবতই এসে পড়ে।

পূর্বোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে সোম যেহেতু দেবমণ্ডলীতে অন্য একজন দেবতাবিশেষ সেজন্য সাধারণভাবেই তিনি অন্যান্য দেবতার সঙ্গে যুক্ত আছেন। সোমকে লক্ষ্য করে অনেকক্ষেত্রে 'দেবঃ' শব্দটি

৪ তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ—নি. ৭।১
সংস্তবিকদেবতা—নি. ৭।৫।৩, ৭।১০।৩, ৭।১১।৩

৫ একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি—ঋ. ১।১৬৪।৪৬
একই দেবতা আবার কালভেদে ভিন্ন—যেমন, "স বরুণঃ সায়মগ্নির্ভবতি স মিত্রো ভবতি প্রাতরুদ্যন্। স সবিতা ভূত্বান্তরিক্ষেণ যাতি স ইন্দ্রো ভূত্বা তপতি মধ্যতো দিবম্" অথর্ব ১৩. ৩. ১৩
ত্বমগ্নে বরুণো জায়সে যৎ ত্বং মিত্রো ভবসি যৎ সমিদ্ধঃ—ঋ. ৫।৩।১

৬ "একদেববাদ ও বহুদেববাদ নির্বিবাদে শুধু পাশাপাশি নয়, একেবারে একাকার হয়ে ঠাঁই পেয়ে এসেছে এদেশের ঋষির মনে সেই বৈদিকযুগ হতে..." অনির্বাণ, বেদমীমাংসা ১ম, পৃঃ ২২

প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।[৭] সোমের স্থান দ্যুলোকে (ঋ. ১০।৮৫।১) ঋক্‌-সংহিতায় সোমলোক একটি বিশিষ্ট দেবলোক, তার একটি আনন্দোজ্জ্বল বর্ণনা আছে (ঋ. ৯।১১৩।৭-১১)। এই লোক জ্যোতির্ময় লোক, আনন্দময় লোক এবং অমৃত লোক, সোম যজমানকে এই লোকে নিয়ে যান। কিন্তু এই সোমই আবার যেমন অগ্নি দেবতার সঙ্গে তেমনি ইন্দ্র দেবতার সঙ্গে স্তুত হয়েছেন, যা প্রমাণ করে স্বর্গস্থ হয়েও সোম, পৃথিবীস্থ ও অন্তরীক্ষস্থ দেবতাদের সঙ্গে যুক্ত। সোমের মধ্যে একাধারে শক্তি, জ্যোতি ও আনন্দের বিকাশ, অবশ্য প্রত্যেক দেবতাকেই এই গুণে ভূষিত করা চলে।[৮] কিন্তু সোমের বেলায় এই তিনটির স্থিতি একাধারে পূর্ণমাত্রায়, তাই এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের যে কোনো একটির চরম প্রকাশস্থানে সোমের স্থিতি সহচরিত হয়ে আছে। সোম যেমন মর্ত্য-ভূমিতে আসেন, তেমনি আবার দ্যুলোকের দিকেও ছোটেন মর্ত্য হতে।[৯] সোমের এই গমনাগমনের মধ্যে সমস্ত জগৎ বিধৃত—সোমই বিশ্বরূপে প্রবিষ্ট হ'ন।[১০] সুতরাং সমস্ত স্থানের দেবতার সঙ্গে সোমের যে সাযুজ্য থাকবে তা স্বাভাবিক। দেবতাগণ দ্যুলোকবাসী, সোম যে সেই দেবগণের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে অন্বিত আছেন একথার প্রমাণ বহুভাবে সংহিতায় উল্লিখিত আছে। সোমের পদ বা স্থান স্বর্গে (পদং যদস্য পরমে ব্যোমন্—ঋ. ৯।৮৬।১৫), এবং এই সোম স্বর্গেই নিত্য পবমান (ঋ. ৯।৪।৯) এই সোমের আহরণ হয়েছে স্বর্গ থেকেই (ঋ. ৪।২৬।৬) এবং এই সোম সর্বদা স্বর্গে যাবার অভিলাষী (ঋ. ৯.৯৬।১৮), সোমকে বলা হয়েছে স্বর্বিদ (ঋ. ৯।৯৭।৩৯), এবং স্বর্চক্ষা (ঋ. ৯।৯৭।৪৬), অর্থাৎ স্বর্গকে এই সোম জানেন এবং দেখেন। এই সোম দেবগণের সান্নিধ্যেই থাকেন (ঋ. ৯।১০৭।১৮) এবং দেবতাগণের মধ্যেই শোভা পান।[১০ক] সোম দেবতাদের জন্মবৃত্তান্তের কথা জানেন (ঋ. ৯।৯৭।৭) এবং সোমকেই বলা হয়েছে দেবগণের পিতা।[১১] এই সমস্ত উক্তিগুলি সোমের সঙ্গে অন্য দেবতার নিগূঢ়যোগের কথাই প্রমাণ করে।

---

৭ ঋ. ৯।৩।১, ৩।৩, ৬।১, ৩।৫, ২৮।১৩, ১০।৮৫

৮ But generally speaking, the gods share the same attribute of might, light, goodness and wisdom. Keith, RPVU, p. 87

৯ এষঃ দিবং বিধাবতি—ঋ. ৯।৩।৭
অমর্ত্যো মর্ত্যাঁ আবিবেশ—ঋ. ৮।৪৮।১২

১০ বিশ্বা রূপাণ্যাবিশন্ পুনানো যাতি হর্যতঃ—ঋ. ৯।২৫।৪
তুঃ ৯।৯১।৩, ৯।২৮।২

১০ক সংদেবৈঃ শোভতে বৃষা—ঋ. ৯।২৫।৩

১১ পিতা দেবানাম্—ঋ. ৯।৮৭।২

এই গেল দেবতারূপ সোমের কথা, দ্রব্যরূপ সোমও দেখি সকল দেবতার সঙ্গে যুক্ত আছেন। দ্রব্য সোম হচ্ছে দেবহব্য এবং দেবতার নিকট এই হব্যটি উত্তমহব্য বলেই গণ্য।[১২] যেহেতু যজ্ঞীয় হব্যগুলির মধ্যে সোমের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত সেজন্য দেবতাগণের কাছে এই সোম স্বভাবতই আদরণীয়।[১৩] দেবতাদের আনন্দের জন্যই এই সোমের অভিষব।[১৪] আবার বলা আছে দেবতারাই এই সোমের সৃষ্টিকর্তা।[১৫] মর্ত্যে যজমান বা ঋত্বিকগণ যেমন পবমান সোমের বন্দনা করেন সেইরূপ দ্যুলোকেও এই সোম নিত্য পবমান রূপেই বিরাজিত। পবমান সোমরস সমস্ত দেবতার আনন্দজনক, সমস্ত দেবতাই সেই রস কামনা করেন—এই প্রসঙ্গে দুটি ঋক্ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

> "আ নঃ পূষা পবমানঃ সুরাতয়ো মিত্রো গচ্ছন্তু বরুণঃ সজোষসঃ।
> বৃহস্পতির্মরুতো বায়ুরশ্বিনা ত্বষ্টা সবিতা সুযমা সরস্বতী।
> উভে দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বমিন্বে অর্যমা দেবোঽদিতির্বিধাতা।
> ভগো নৃশংস উর্বন্তরিক্ষং বিশ্বেদেবাঃ পবমানং জুষন্ত॥ (ঋ. ৯।৮১।৪-৫)

অর্থাৎ ঋক্ দুটি থেকে বোঝা যায় প্রায় সমস্ত দেবগণই এই পবমান সোমকে কামনা করেন। সুতরাং দ্রব্যরূপেও সোম দেবগণের সঙ্গে অন্বিত রয়েছেন, অন্যত্র বলা হয়েছে আদিত্যগণ সোমের প্রভাবেই বলবান্ (ঋ. ১০।৮৫।২) এবং দেবতার 'ওজঃ' বা বলস্বরূপ এই সোম (অথর্ব ৩।৫।১০)।[১৬] প্রায় সমস্ত প্রধান দেবগণই সোমপান করেন, সেইজন্য সোমপায়ী দেবগণের এক সংজ্ঞা 'সোমপা', এছাড়া যারা সোমপান করেন না তাদেরকে বলা হয় 'অসোমপা'। সোমপা দেবগণের সংখ্যা তেত্রিশ, অসোমপা দেবগণের সংখ্যাও তাই—প্রযাজ, অনুযাজ এবং উপযাজ অনুষ্ঠানের দেবগণ সোমপান করেন না, তাঁদের হব্য পশু।[১৭] অবশ্য আমরা সোমের বেলায় দ্রব্যরূপে এবং দেবতারূপে দুইভাবেই দেবগণের সঙ্গে সোমের যোগের কথা

[১২] সোমো য উত্তমং হবিঃ—ঋ. ৯।১০৭।১, হবিঃ হবিঃষু বন্দ্যঃ—ঋ. ৯।৭।২

[১৩] দেবানামসি হি প্রিয়ো মদঃ—ঋ. ৯।৮৫।২

[১৪] দেবো দেবস্য মৎসরো মদায়—ঋ. ৯।৯৭।১১

[১৫] যং দেবাসশ্চক্রিরে পীতয়ে মদং স্বাদিষ্ঠং দ্রপ্সমরুণং ময়োভুবম্—ঋ. ৯।৭৮।৪

[১৬] দেবান্ স্বেন রসেন পৃঞ্চন্—ঋ. ৯।৯৭।১২

[১৭] ঐ. ব্রা. ৬।২, ২।১৮
অনির্বাণ, বেদমীমাংসা ২য়, পৃঃ ৩০৫ (টীকা)
তুঃ ঋক্ সংহিতায় উল্লিখিত আছে, পণিরা সোমযজ্ঞ করে না—ঋ. ৪।২৫।৭

আলোচনা করেছি। যাই হোক, মুখ্যত ঋক্‌সংহিতায় উল্লিখিত প্রধান দেবগণই 'সোমপা' বলে কীর্তিত। এখন বিশেষ বিশেষ দেবতার সঙ্গে সোমের সম্পর্ক আলোচনা করা যাক্। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই ইন্দ্রের কথা আসে। ঋগ্বেদে দেবতাগণের দিকে দৃষ্টি দিতে গেলেই দেখি, যিনি সবচেয়ে বেশী স্থান জুড়ে আছেন তিনি হলেন ইন্দ্র। ইন্দ্র তাই ঋগ্বেদে প্রধানতম দেবতা। সংহিতার সূক্তগুলির পর্যালোচনায় জানা যায় ইন্দ্রের উদ্দেশ্যেই সবচেয়ে বেশী সূক্ত আছে। সূক্তসংখ্যা দুইশত পঞ্চাশ, এছাড়া আরও প্রায় পঞ্চাশটির বেশী সূক্তে ইন্দ্র অন্যান্য দেবতার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। এককভাবে আর কোনো দেবতা ঋগ্বেদে এত সূক্তের দ্বারা স্তুত হ'ননি। সুতরাং প্রধান দেবতা ইন্দ্রের সঙ্গে সোমের সম্পর্কের কথা আগেই আসে।

ইন্দ্র অন্তরিক্ষস্থানগত দেবতা। নৈরুক্তমতে বায়ুকেও অন্তরিক্ষের দেবতারূপে পাই। কিন্তু অন্তরিক্ষের মুখ্য দেবতা হিসাবে পাই ইন্দ্রকে। ঋক্‌সংহিতায় ইন্দ্র ও বায়ু একত্রে স্তুত হয়েছেন।[১৮] সোম ও বায়ু ঋগ্বেদে কিন্তু একত্রে কোনো সূক্তে স্তুত হ'ন নি, অবশ্য সোম ও বায়ুকে লক্ষ্য ক'রে দুই একটি ঋকের উল্লেখ ঋক্‌সংহিতায় পাওয়া যায় (ঋ. ১।১৩৪।১, ১৩৪।৬, ১৩৫।২)। সোমের সঙ্গে মুখ্য সম্পর্ক ইন্দ্রের, কেবলমাত্র ইন্দ্র ও সোম এই দুই দেবতা নিয়ে হয়তো খুব বেশী সূক্ত রচিত হয় নি,[১৯] কিন্তু সোম বা ইন্দ্র যেখানেই উল্লিখিত হয়েছেন সেখানেই একের সঙ্গে অন্যের প্রসঙ্গ এসে পড়েছে। সোমের স্থান যদিও এককভাবে নির্দিষ্ট নয়, তবু দেখি ইনি অন্তরিক্ষেও আছেন, যেখানে ইন্দ্রকর্মের প্রকাশ। ঋক্‌সংহিতার সূক্তগুলি আলোচনা করলে জানা যায় সোম সর্বব্যাপী। আবার বিশেষ করে অন্তরিক্ষগামীও বলা হয়েছে। এই সোম অন্তরিক্ষের পথ ধরে চলেন—(পবমানো মনাবধি অন্তরিক্ষেণ যাতবে—ঋ. ৯।৬৩।৮) ইন্দ্রের নাম করতে করতে ইনি এগিয়ে চলেন (ইন্দুরিন্দ্র ইতি ব্রুবন্—ঋ. ৯।৬৩।৯), অন্তরিক্ষ থেকেই এই সোমের আবির্ভাব ঘটে—(পবমানো দিবস্পরি অন্তরিক্ষাদসৃক্ষত, পৃথিব্যা অধিসানবি—ঋ. ৯।৬৩।২৭), সুতরাং সোমের অন্তরিক্ষবাস সুবিদিত।

অবশ্য শুধু স্থানগত সাদৃশ্যের জন্যই ইন্দ্র ও সোমের সম্পর্ক নয়, ইন্দ্রের সঙ্গে সোমের সম্পর্ক এসেছে উভয়ের গুণগত, কর্মগত ও রূপগত বৈচিত্র্যে।

১৮ ঋ. ৪।৪৬, ৪।৪৭, ১।৩।১, ১।২।৪-৬, ১।১৪।৩, ১।২৩।২-৩, ১।১৩৫।৪-৮, ২।৪১।৩, ৭।৯০।৫-৭, ৭।৯১।২, ৪-৭, ৭।৯২।২, ৪

১৯ ঋ. ৪।২৮, ৬।৭২, ৭।১০৪ (১-৮)
তুঃ অগ্নির সঙ্গে যেমন ঘৃতের এবং ইন্দ্রের সঙ্গে সোমের বিশিষ্ট সম্পর্ক, তেমনি অশ্বিদ্বয়ের সঙ্গে মধুর—অনির্বাণ, বেদমীমাংসা—২য়, পৃঃ ৪২৭

ইন্দ্রের রূপ, গুণ ও কর্ম যে বিচিত্র তা ইন্দ্র এই শব্দার্থ অনুসরণ করলেই বোঝা যায়।[২০] ইন্দ্র হচ্ছেন অন্নদাতা, সোমপাতা, শত্রুহন্তা, সমস্ত জীবের প্রাণদাতা এবং যজ্ঞকারীর রক্ষক। যজ্ঞরক্ষক ও সোমপাতা রূপে যে ইন্দ্র তার সঙ্গে সোমের সম্পর্ক সহজেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুত এবং অসুত সমস্ত সোমেরই নেতা এই ইন্দ্র। আবার বিশেষ বিশেষ স্থানের সোম যে ইন্দ্রের অধিক প্রিয় এরও উল্লেখ আছে।[২১]

ইন্দ্র জগতের পালনকর্তা. কল্যাণের অবতারণায় এবং প্রতিবন্ধকের অপসারণে ইন্দ্র সমস্ত কিছু করেন। বিশ্বস্থিতির ভার তাঁর হাতে, কাজেই এই ইন্দ্রের কর্ম যে গুরুত্বপূর্ণ হবে এটা স্বাভাবিক। বিশ্বের দুরিত অপসারণের জন্যই তিনি 'বজ্র' হাতে নিয়েছেন, এবং বধ করেছেন বৃত্রকে।[২২] শুধু বৃত্রকেই নয়, যারাই জগৎ কল্যাণের বিরোধী সেই সমস্ত অসুরদেরই ইন্দ্র বধ করেছেন।[২৩] ইন্দ্রকে বলা হয়েছে 'দস্যোর্হন্তা' (ঋ. ২।১২।১০)।[২৪]

ইন্দ্রের আর একটি প্রধান কাজ বর্ষণের মুক্তি ঘটানো।[২৫] বৃত্র বা দস্যুবর্গ যে জল অবরোধ ক'রে রেখেছিল ইন্দ্র তাদের দমন ক'রে সেই জল মুক্ত

[২০] নি.—১০।৮।২-১৩
তুঃ ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে—ঋ. ৬।৪৭।১৮
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব—ঋ. ৬।৪৭।১৮
এখানে উল্লেখ্য, সোমও যে বিশ্বরূপে থাকেন, একথার উল্লেখ আগে করা হয়েছে।

[২১] ত্বমীশিষে সুতানামিন্দ্র ত্বমসুতানাং ত্বং রাজা জনানাম্—ঋ. ৮।৬৪।৩
অয়ং তে শর্যণাবতি সুষোমায়ামধিপ্রিয়ঃ আর্জীকিয়ে মদিন্তমঃ—ঋ. ৮।৬৪।১০

[২২] ঋ. ৭।৩৪।৪
অবশ্য বজ্র ছাড়াও ইন্দ্র অন্য অস্ত্র ধারণ করেন—যেমন—ধনুর্বাণ (ঋ. ১০।১০৩।২) অঙ্কুশ (ঋ. ১০।৪৪।৯) প্রভৃতি।
বৃত্রহন্তম এই ইন্দ্র—১।৯৫।৫, ৯।২৪।৬
বৃত্রং হনতি বৃত্রহা শতক্রতুর্বজ্রেণ শতপর্বণা—ঋ. ৮।৮৯।৩

[২৩] অন্য যে সব অসুর যারা ইন্দ্র কর্তৃক পরাজিত হয়েছে তারা হচ্ছেন—বল (ঋ. ১০।৬৭।৬), মায়াবী অর্বুদ (ঋ. ২।১৪।৪), ত্রিশীর্ষ ত্বাষ্ট্র (ঋ. ১০।৮।৯), স্বর্ভানু (ঋ. ৫।৪০।৬), পিপ্রু (শুষ্ণ) (ঋ. ১।১০৩।৮), অহি (ঋ. ২।১২।১৮) শম্বর (ঋ. ১।১৩০।৭) নমুচি (ঋ. ২।১৪।৫) ধুনি ও চুমুরি (ঋ. ৬।২০।১৩)—ইত্যাদি।

[২৪] 'In later mythology Dāsas came to denote demons in general... Tavadia, however affirms that Dasyu also was originally the name of a people or country BORI, Vol. 31, p. 28

[২৫] বজ্রেণ হত্বা নিরপঃ সসর্জ—ঋ. ১।১০৩।২, ২।১২।৩ Cf. ঋ. ১।৩২

করেছেন। 'বৃত্র' সাধারণ ভাবে আবরিকা শক্তিকেই বোঝায়।[২৬] যাই হোক, ইন্দ্রের এই দুইটি প্রধান কর্ম নিঃসন্দেহে জগতের কল্যাণের জন্য। ঋক্-সংহিতায় অবশ্য ইন্দ্রকর্মের বহুধা উল্লেখ আছে, কিন্তু সাধারণ ভাবে বলতে পারা যায় এই কর্ম দুটিই প্রধান। এই মহান্ কর্মের জন্য শক্তির প্রয়োজন হ'ত এবং সেই শক্তি যোগান সোম।

ইন্দ্র সোম পান করেন বলে, ইন্দ্রকে কখনও 'সোমপা' (ঋ. ৮।২।৪) বা 'সোমপাতম' বলা হয়েছে। সোমকেও বলা হয়েছে 'ইন্দ্রপান' (ঋ. ৯।৯৬।৩, ৯৬।১৩) অর্থাৎ ইন্দ্রের পানীয়। সোম হচ্ছে ইন্দ্রের আত্মাস্বরূপ (আত্মা ইন্দ্রস্য ভবসি—ঋ. ৯।৮৫।৩)। ইন্দ্রের যা বজ্রশক্তি, যার দ্বারা ইন্দ্র সহস্রসম্পৎ ছিনিয়ে আনতে সক্ষম—সোমই হচ্ছে সেই বজ্র (আৎ সোম ইন্দ্রিয়ো রসো বজ্রঃ সহস্রসা ভুবৎ—ঋ. ৯।৪৭।৩)। ইন্দ্রকে বলা হয় তিনিই সোমস্রষ্টা—(ত্বং হ যং চকৃষে ত্বং ববৃষ—ঋ. ৯।৮৮।১)। বজ্রশক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা অর্জনের জন্যই ইন্দ্র সোমপান করেন. সোম ইন্দ্রকেই প্রথম বলাধান করেন (ঋ. ৯।৮৬।১৫) সোমপানে ইন্দ্রের তীব্র অভিলাষ তাই স্বাভাবিক।[২৭] ইন্দ্র যা কিছু করেন তা সোমের প্রভাবেই।[২৮] অর্থাৎ উপর্যুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলতে পারা যায় সোমের যে শক্তি সেই শক্তির ধারকরূপে পাই ইন্দ্রকে। সোম যদি শক্তির আধার হ'ন তাহলে ইন্দ্র সেই শক্তির প্রকাশ। শক্তির স্থিতি সোমে, প্রকাশ ইন্দ্রে। এই শক্তিই সোম ও ইন্দ্রকে পরস্পর অন্বিত রেখেছে। ইন্দ্রের যেটি বর্ষণকর্ম তা অন্নের পোষক, ইরা বা অন্ন দান করেন এইজন্যই তিনি ইন্দ্র। অন্নের পোষকতাই যজ্ঞকে নিত্য প্রবহমান রাখতে সাহায্য করে, যজ্ঞ হিসাবে যেটি শ্রেষ্ঠযজ্ঞ সেই সোমযজ্ঞও অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে বর্ষণের ফলেই। সোম ওষধিরূপে বৃষ্টির অভিলাষী, বর্ষাঋতু তাই সোমের জননী, এবং পর্জন্য পিতা।[২৯] যজ্ঞালোচনায় জানতে পারা যায় যে সোমাহরণের পর অভিষবের

২৬ According to Muir—the demons of drought—the hostile powers in the atmosphere who malevolently shut up the watery treasures in clouds —are called by a variety of names such as Vṛtra, Ahī, Śuṣṇa.
BORI, Vol. 31, p. 4

দ্রঃ নি.—২।৫

Cf. The original sense of the word *Vṛtra*, is therefore, merely resistance BORI, Vol. 31, p. 31

২৭ অর্বাঙেহি সোমকামং ত্বাহুরয়ং সুতস্তস্য পিবা মদায়—ঋ. ১।১০৪।৯

২৮ সোমস্য তা মদ ইন্দ্রশ্চকার—ঋ. ২।১৫

২৯ ঋ. ২।১৩।১

পর্জন্যবৃদ্ধ এই সোম—ঋ. ৯।১১৩।৩
পর্জন্যাপিতা—ঋ. ৯।৮২।৩

আগের দিন পর্যন্ত জল দিয়ে সোমকে আপ্যায়ন করা হ'ত। সুতরাং বর্ষণ কর্মটিও সোমের বা অন্নের আপ্যায়নার্থে বলা যেতে পারে।[৩০] এই সোমের অর্থাৎ ওষধিরূপ সোমের পুষ্টিলাভ ইন্দ্রের আপ্যায়নার্থে—ইন্দ্র যজ্ঞপতি অর্থাৎ যজ্ঞের পালয়িতা—সোমও যজ্ঞাত্মাস্বরূপ।[৩১] ইন্দ্রের সঙ্গে সোমের সম্পর্ক তাই নিবিড় এবং একাত্ম—সেইজন্য তিনি ইন্দ্রের আত্মাস্বরূপ।

ঋকৃসংহিতায় ইন্দ্রের সোমপানের কথার বিচিত্র উল্লেখ আছে। এই সোম ইন্দ্রের আজন্ম সহচারী, কারণ বলা হয়েছে যে, ইন্দ্র জন্মাবার পরমূহুর্তেই সোম পান করেন।[৩২] সোমের যে কয়টি সংজ্ঞা, সাধারণত প্রত্যেকটির সঙ্গে ইন্দ্রের যোগ আছে, সোমের বিস্তৃত আলোচনায় বোঝা যায় এমন কোনও স্তর নেই যে অবস্থায় সোম ও ইন্দ্রের সম্পর্ক নেই। মিশ্রিত ও অমিশ্রিত এই দুইভাবেই যজ্ঞে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে সোম উৎসর্গিত হয়। শুদ্ধ অর্থাৎ পদার্থান্তর সংস্পৃষ্ট নয় এমন সোম যা 'শুচি' রূপে ব্যবহৃত তা দেওয়া হয় ইন্দ্র এবং বায়ুর উদ্দেশ্যেই। এছাড়া ইন্দ্রের যবাশির, গবাশির, এবং দধ্যাশির সোমপানের কথা যত্র তত্র উল্লিখিত আছে।[৩৩]

ইন্দ্র সোমপান করেন জিহ্বা দ্বারা (ঋ. ৩।৩৫।৯)। সোম ইন্দ্রের জঠরে অবস্থান করে।[৩৪] সোমপানের সাক্ষাৎ বর্ণনা পাই যখন দেখি বলা হয়েছে—ইন্দ্র সোমপানান্তে শ্মশ্রু থেকে সোমবিন্দু ঝেড়ে ফেলছেন্।[৩৫] সোমযজ্ঞে মাধ্যন্দিন সবনের দেবতা ইন্দ্র। ইন্দ্র এই মাধ্যন্দিন সবনে সোম পান করেন। এই সবনেই ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে 'মরুত্বতীয়' শস্ত্র পাঠ হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সোমযজ্ঞের মাধ্যন্দিন সবনেই বেশী সোমরসের প্রয়োজন

৩০ তুঃ অন্নং সোমঃ—কৌ. ব্রা. ৯।৬

৩১ ঋ. ৮।১৪।৫, ৮।৩২।৭ (ইন্দ্র)
আত্মা যজ্ঞস্য পূর্ব্যঃ—ঋ. ৯।২।১০, ৯।৬।৮ (সোম)

৩২ ঋ. ৬।৯৮।৩

৩৩ যবাশির—ঋ. ২।১৪।১, ২।২২।১
গবাশির—ঋ. ৩।৬২।২, ৩।৪২।১, ৩।৪২।৭
দধ্যাশির—ঋ. ৭।৩২।৪, ৯।২২।৩, ৯।৬৩।১৫, ৯।১০১।১২
তুঃ রসাশিরঃ—ঋ. ৩।৪৮।১

৩৪ জঠরে সোমং তন্বীসহো মহো হস্তে বজ্রং ভর্বতি শীর্ষাণি ক্রতুম্—ঋ. ২।১৬।২
তুঃ ঋ. ২।১৬।২, ২।২২।২, ৩।৩৫।৬, ৩।৪২।৫, ৩।৪৭।১, ৯।৮৫।৫, ৯।১০৯।১৮, ৯।৭০।১, ৯।৭০।১০

৩৫ ঋ. ২।১১।১৭, ১০।২৩।১, ২৬।৭

হয়। ইন্দ্র তাই অনেক বেশী সোম পান করেন। বলা হয়েছে—একয়া প্রতিধা পিবৎ সাকং সরাংসি ত্রিংশতম্—(ঋ. ৮।৭৭।৪)। এই 'ত্রিংশৎ সরাংসি' বলতে অনেকে বলেন—উক্‌থ্যসংস্থাক সোমযাগের চমসপাত্রগুলিকেই ঐ ভাবে বলা হয়েছে।[৩৬] এই ত্রিংশৎ সরোবর বোঝানোর জন্য অনেকে চন্দ্রের উভয়-পক্ষগত দিনের কথাও বলেছেন।[৩৭] ইন্দ্র 'ত্রিকদ্রুকে'ও সোমপান করেন। এই 'ত্রিকদ্রুক' শব্দটি তিনটি সরোবরের ইঙ্গিতবহ হতে পারে। শ্রৌতসূত্রকার আশ্বলায়নের মতানুসারে ত্রিকদ্রুক বলতে অভিপ্লবষড়হ নামক যজ্ঞের পূর্বের তিন দিনে অনুষ্ঠিত জ্যোতিষ্টোম, গোষ্টোম এবং আয়ুষ্টোম অনুষ্ঠানগুলিকে বোঝায়।[৩৮] ঋগ্বেদে একটি সূক্তে যেখানে সোমপান জন্য অনুভূতির বর্ণনা আছে, অনেকে তাকে ইন্দ্রের স্বগতোক্তি বলে মনে করেন।[৩৯]

সোম ও ইন্দ্রের সম্পর্কের কথায় আরও আলোচনা করা যেতে পারে এই যে যজ্ঞে সোমের পাবিত্রীকরণ ইন্দ্রের জন্যই।[৪০] সোম স্বাদুতম ও মধুরতম ধারায় ক্ষরিত হ'ন ইন্দ্রের জন্যই (ঋ. ৯।১।১), সোমই ইন্দ্রের উৎসাহকে বাড়িয়ে তোলেন।[৪১] ইন্দ্রের হৃদয়স্থিত এই সোম সহস্রধারে ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হ'ন (ঋ. ৯।১০৯।১৯)। সোম ইন্দ্রের এতখানি অভিলষিত যে ইনি সোমের জন্য পিতৃহত্যাকেও গৌণ করেন।[৪২] ইন্দ্র ও সোম পরস্পর পরস্পরের অভিলাষী। ইন্দ্র যেমন সোমকে চান (ঋ. ৯।৮৬।১৬) সেইরূপ দেখি ইন্দ্রের সদন অভিমুখেই সোমের যাত্রা।[৪৩] শুধু যাওয়াই নয় ইন্দ্রসদনের লক্ষ্যে তিনি বেগে ধাবিত হ'ন (ঋ. ৯।৮০।৫)। উভয়ের এই সম্পর্ক পরোক্ষভাবে একাত্মতাকেই প্রমাণ করে।

---

৩৬ তত্রৈতদ্ যাজ্ঞিকা চোদয়ন্তি ত্রিংশদুক্‌থ্যপাত্রাণি মাধ্যান্দিনসবন একদেবতাকানি।
সীতারামশাস্ত্রী, বেদার্থবিচার, পৃঃ ৩১

৩৭ ঐ. পৃঃ ৩১

৩৮ ঐ. পৃঃ ৩৩

৩৯ ঐ. পৃঃ ২৯ (ঋ. ১০।১১৯)
Cf. Sometimes, however, the Herculean head of the hero must have become befogged by an overdose; and it is such a condition which has been beautifully caricatured by a Ṛgvedic poet in X. 119.
BORI, Vol. 31, p. 34

৪০ পুনীহি ইন্দ্রায় পাতবে—ঋ. ৯।৫১।১

৪১ ইন্দ্রং মদায় বাবৃধুঃ—ঋ. ৯।১০৬।৪

৪২ ঋ. ৩।৪৮।৪, ৪।১৮।১২

৪৩ গচ্ছন্নিন্দ্রস্য নিষ্কৃতম্—ঋ. ৯।১৫।১

সোম আনন্দলোকে থাকেন আমরা জানি, সেইজন্য সোম আনন্দস্বরূপ। ইন্দ্রও আনন্দাভিলাষী। ইন্দ্রের আনন্দ দুইভাবে—এক দস্যুবধের জন্য জয়ের আনন্দ, দ্বিতীয় শক্তিবর্ধনের জন্য সোমপানের আনন্দ। আনন্দ সোমের মধ্যেই মুখ্যত বিধৃত, তাই আনন্দাভিলাষী ইন্দ্র একান্তভাবে সোমকেই কমনা করেন এটা স্বাভাবিক। আরও দেখি সোম যেমন জ্যোতির জনয়িতা, তেমনি ইন্দ্রেরও জনয়িতা (ঋ. ৯।৯৬।৫)। ইন্দ্র জ্যোতির মুক্তি ঘটান দস্যুবধের দ্বারা (ঋ. ৩।৩৯।৭, ১।৭।৩, ৬।১৯।২), ইন্দ্র সপ্ত আদিত্যের অন্যতম (ঋ. ১০।৭২।৯, ৯।১১৪।৩)। ইন্দ্রই আকাশে সূর্যকে স্থাপন করেন লোকহিতের জন্য (ঋ. ১।৭।৩)। এই ইন্দ্রই আবার সূর্যস্বরূপ (ঋ. ১।৬।১, ৮।৯৩।৪), এই ইন্দ্রকেই বলা হয় পূষা (ঋ. ৬।৫৭।৪), এই সমস্ত উক্তিগুলি ইন্দ্রের সূর্যরূপের কথা প্রমাণ করে। অন্যত্র উল্লিখিত দেখি, মাধ্যান্দিন সূর্যের বা বিষ্ণুর যা পরম পদ সেখানেই মধুর উৎস—(বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ ঋ. ১।১৫৪।৫)।[৪৪] অনেকে পবমান সোম বলতে ইন্দ্রকেও বোঝায় এরূপ মনে করেন।[৪৫] উপরোক্ত আলোচনা থেকে মনে করা যেতে পারে সোমের মধ্যে যে জ্যোতি পুঞ্জীভূতরূপে—তারই উৎসার ইন্দ্রে।

এই ইন্দ্র দেবতা ঋষিগণ কর্তৃক যেভাবে স্তুত হয়েছেন—তা থেকে অনেকে ধারণা করেন ইন্দ্র একজন বীর এবং মানুষ, পরে তাঁর ব্যক্তিত্বের জন্য সাধারণভাবে যুদ্ধ দেবতা থেকে তিনি একেবারে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতারূপে কীর্তিত হয়েছেন।[৪৬] অনেকে মন্তব্য করেছেন আর্যদের কাছে ইন্দ্র ছিলেন নরোত্তম।[৪৭] সংগ্রাম ও জয়ের কথায় ইন্দ্রের শক্তিবর্ধক এই সোম গ্রহণ স্বাভাবিক। ইন্দ্র নরশ্রেষ্ঠরূপে কীর্তিত।[৪৮] একমাত্র ইন্দ্রই দেবতারূপে মর্ত্যদের অনুকম্পা করেন।[৪৯]

---

৪৪ তুঃ ইন্দ্রায় সিচ্যতে মধু—ঋ. ৯।৩৯।৫, ৯।৩০।৫, ৯।১০৮।১

৪৫ সোম পবমান = ইন্দ্র— $\sqrt{\text{ইন্ধ্}}$ দীপ্তৌ—নি. ১০।৮
"Pavamāna is often identified with Indra"
S. S. Bhawe—The Soma hymns of the Ṛgveda—p. 28
তুঃ বিভর্তি চার্বিন্দ্রস্য নাম—ঋ. ৯।১০৯।১৪

৪৬ BORI—Vol. 31, p. 25

৪৭ His personal appearance represents the Aryan conception of a handsome man.—The Teaching of the Vedas, p. 47

৪৮ অর্চামার্কং নরে বিশ্রুতায়—ঋ. ১।৬২।১, cf.—BORI—Vol. 37, p. 25

৪৯ "একো দেবত্রানুদয়সে হি মর্ত্ত্যানাম্—ঋ. ৭।২৩।৫
ইন্দ্রকে 'বিশ্বচর্ষণি' বা বিশ্বজনের দ্রষ্টাও বলা হয়েছে—ঋ. ১।৯।৩

ইন্দ্রের এই পরিচিতি যজমানের কাছে এবং বৈদিক ঋষির কাছে অতি নিবিড়, সেজন্য শ্রেষ্ঠ হব্য যে তাঁরই উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হবে একথা ঠিকই।

শুধু ইন্দ্রের সঙ্গেই নয়, ঋগ্বেদের অন্যান্য দেবতার সঙ্গেও সোমের যোগ স্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে ইন্দ্রের পরই অগ্নির কথা আসে। কারণ, ঋগ্বেদে অগ্নি একজন প্রধান দেবতা এবং সূক্তসংখ্যার বিচারে অগ্নির স্থান ইন্দ্রের পরেই। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলেই একটি সূক্তে অগ্নি ও সোম যুগপৎ স্তুত হয়েছেন (ঋ. ১৷৯৩)। অগ্নি এবং সোম এই দুই দেবতাকে লক্ষ্য করে যদিও খুব বেশী সংখ্যক সূক্ত ঋক্‌সংহিতায় দেখা যায় না, তবুও সমগ্র সংহিতায় কোথাও সাক্ষাৎভাবে কোথাও বা পরোক্ষভাবে অগ্নি ও সোমের উল্লেখ দেখে আমরা উভয় দেবতার মধ্যে নিগূঢ় সম্পর্কের কথা বুঝতে পারি। এই অগ্নি এবং সোম দুইজনই স্থানান্তর থেকে আহৃত হয়েছেন। অগ্নিকে স্বর্গ থেকে আহরণ করেছেন মাতরিশ্বা অর্থাৎ বায়ু এবং অদ্রির ওপার থেকে মেরুর উপরিভাগস্থ স্বর্গ থেকে সোমকে আহরণ করেছেন শ্যেন।[৫০] বলা হয়েছে অগ্নি এবং সোম সমান কর্মযুক্ত এবং আকাশস্থ উজ্জ্বল নক্ষত্রাদির ধর্তা।[৫১] একটি সূক্তাংশে অগ্নি ও সোম একত্রে উল্লিখিত আছেন, সেখানে অগ্নি এবং সোম উভয়ের ধনদাতৃত্বের কথা আছে।[৫২] অগ্নি এবং সোমের সহচারের কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন দেখি সোমমণ্ডলে অগ্নিদৈবত একটি আপ্রীসূক্ত সন্নিবেশিত হয়েছে।[৫৩] প্রতিটি ঋকে সেখানে পবমান এই বিশেষণটিই রাখা হয়েছে, যেটি অগ্নি এবং সোম উভয়কেই বোঝাতে পারে। অগ্নিরও পবমান, পাবক ও শুচিভেদে তিনটি রূপ আছে।[৫৪] এছাড়া দেবতাযুগ্মরূপে না হলেও সহচারী-রূপে "পবমান অগ্নি" পবমান সোমের সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছেন।[৫৫] ঋগ্বেদের সোমমণ্ডলের আপ্রীসূক্তটি অনেকে পরবর্তী রচনা বলে মনে করেন।[৫৬] অনেকে

---

৫০ আন্যং দিবো মাতরিশ্বাজভারামথ্নাদান্যং পরিশ্যেনো অদ্রেঃ—ঋ. ১৷৯৩৷৬

৫১ যুবমেতানি দিবি রোচনান্যগ্নিশ্চ সোম সক্রতু অধত্তম্—ঋ. ১৷৯৩৷৫

৫২ অগ্নীষোমা পুনর্বসূ অস্মে ধারয়তং রয়িম্—ঋ. ১০৷১৯৷১

৫৩ ঋ. ৯৷৫
আপ্রীসূক্তে দেবতাবিচারে মতান্তর আছে—দ্রষ্টব্য—নি. ৮৷৩৷৪
তুঃ বেদমীমাংসা-২য়, পৃঃ ৪৪০

৫৪ যজ্ঞতত্ত্বপ্রকাশ—পৃঃ ৭
তুঃ—সোমকেও 'শুচি' এবং 'পাবক' বলা হয়েছে—ঋ. ৯৷২৪৷৬, ৭

৫৫ ঋ. ৯৷৬৬৷১৯-২১

৫৬ ...These considerations lead one to conclude that this is comparatively a late hymn, composed most probably to honour the Pavamāna group with an Āprī-hymn S. S. Bhawe, SHR—Vol. II, p. 24

এই পরিপ্রেক্ষিতে ধারণা করেন যে সোমরসপ্রবাহের বৈচিত্র্য, অগ্নির আবরণে সোমকে বর্ণনা করার অনুপ্রেরণা যোগাতে পারে।[৫৭] কিন্তু আমাদের ধারণা আপ্রীসূক্ত ছাড়া যেখানে পবমান অগ্নির কথা বা কেবল অগ্নির কথা সোমের সঙ্গে উল্লিখিত আছে সেখানে শুধুমাত্র প্রবাহবৈচিত্র্যের কথা স্মরণ রেখে সোমকে অগ্নিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে একথা বলা যায় না। সেগুলির মধ্যে স্পষ্টতই অগ্নি এবং সোম একে অন্যের সহচারিরূপে বর্ণিত।

অগ্নি ও সোমের যৌগপদ্য এসেছে বিভিন্ন কারণে। আমরা জানি যজ্ঞের জন্য সর্বপ্রথম অগ্নির প্রয়োজন—এই অগ্নিতেই আবার সোমাহুতি হয়।[৫৮] অগ্নিমুখ দেবতারা সোম পান করেন এই অগ্নির মাধ্যমেই।[৫৯] অগ্নি তাই 'সোমপৃষ্ঠ' (ঋ. ৮।৪৩।১১), এই অগ্নিই সমস্ত দেবতাকে যজ্ঞভূমিতে নিয়ে আসেন (ঋ. ১।১।২), সোমও ক্ষরিত হ'ন দেবতাদের জন্যই (ঋ. ৯।১০৯।৬)। দুইটি অরণি কাষ্ঠের মন্থনে যজ্ঞীয় অগ্নির আবির্ভাব, যজ্ঞীয় সোমও আবির্ভূত হন, দুইটি অধিষবণ ফলকে অদ্রির নিপীড়নে।[৬০] সোমরস ক্ষারণের জন্য যে প্রস্তরখণ্ডগুলি প্রয়োজন হয় সেগুলির সাধারণ সংজ্ঞা অদ্রি বা গ্রাবা।[৬১] এই অদ্রির মধ্যে অগ্নিও নিহিত থাকেন।[৬২] আবার ওষধিরূপে বিরাজমান যে সোম, অগ্নিও সেই ওষধির মধ্যে সঞ্চারিত থাকেন।[৬৩] অগ্নিকে কখনও কখনও 'সোমগোপা' বা সোমের ধারক বা রক্ষক বলা হয়েছে (ঋ ১০।৪৫।৫)। 'মধুজিহ্ব', 'মধুহস্ত' প্রভৃতি অগ্নির উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত বিশেষণগুলিও—অগ্নি ও সোমের পারস্পরিক যোগের কথা বোঝায় (ঋ. ১।১৩।৩, ৫।৫।২)। মধু কথাটি সোমের উদ্দেশ্যে বহু ব্যবহৃত।

সোমের কর্মের আলোচনায় জানা যায় সোম অগ্নির জনক।[৬৪] সোমপান করার পর ঋষির প্রার্থনা—পীত সোম যেন অগ্নির মতই দীপ্ত করে তোলে

---

৫৭ Ibid.

৫৮ সমিদ্ধে অগ্নৌ সুতসোম ঈট্টে—ঋ. ৪।২৫।১

৫৯ ত্বামগ্ন আদিত্যাস আস্যং ত্বাং জিহ্বাং শুচয়শ্চক্রিরে কবে।
ত্বাং রাতিষাচো অধ্বরেষু সশ্চিরে ত্বে দেবা হবিরদন্ত্যাহুতম্—ঋ. ২।১।১৩

৬০ ঋ. ৩।২৯।২
অধিষবণফলকদ্বয় দারুময় অর্থাৎ কাষ্ঠনির্মিতও হতে পারে—
শ. ব্রা.—৩।৯।৪।৪

৬১ সুম্বন্তি সোমমদ্রিভিঃ—ঋ. ৯।৩৪।৩

৬২ অশ্মনোরন্তরগ্নিং জজান—ঋ. ২।১২।৩

৬৩ ঋ. ৬।৩।৭—তুঃ অনির্বাণ, বেদমীমাংসা-২য়, পৃঃ ২২৭ (টীকা)

৬৪ জনিতা অগ্নেঃ—ঋ. ৯।৯৬।৫

তাঁকে।[৬৫] অগ্নির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সম্বোধনগুলি কখনও কখনও সোমেরও সম্বোধনরূপে সংহিতায় উল্লিখিত আছে। অগ্নি হচ্ছেন 'পুরোগা' (ঋ. ১।১৮৮।১১, ১০।১১০।১১) সোমও সেইরূপ ঐ 'পুরোগা' (ঋ. ৮।১০১।১২, ৯।৬৬।২০) বিশেষণে ভূষিত। অগ্নি যেমন কবিক্রতুঃ (ঋ. ৫।১১।৪, ৬।১৬।২৩) সোমও সেইরূপ 'কবিক্রতুঃ' (ঋ. ৯।৯।১, ৯।২৫।৫, ৯।৬২।১৩)।[৬৬] অগ্নি এবং সোম উভয়েই দেবতার দূতরূপে কল্পিত হয়েছেন।[৬৭] সোমের ন্যায় এই অগ্নিদেবতাও যজমানকে অমরত্ব দান করেন।[৬৮] সৌম্য মধুপানের জন্য অগ্নিকে আহ্বান করা হয়। এই অগ্নিই সমস্ত দেবগণকে সোমপানের জন্য যজ্ঞস্থলে নিয়ে আসেন (ঋ. ১।৪৫।৯)।

সৌম্য আনন্দ লাভ করতে হলে অগ্নির ন্যায় ঊর্দ্ধাভিসারী অভীপ্সা থাকা দরকার। ব্রাহ্মণাদিতে বিধৃত আছে—গায়ত্রী, দেবতাদের জন্য সোম আহরণ করেছেন—অগ্নিদেবতার ছন্দ এই গায়ত্রী, গায়ত্রীর আবির্ভাবও অগ্নি থেকে।[৬৯] এই দিক দিয়ে বিচার করলে মনে হয় সোমকে মর্ত্যে পর্জন্যধারায় যদি আহরণের বাসনা করতে হয় তাহলে ঊর্দ্ধাভিমুখী অগ্নির গতিই অবলম্বন করতে হয়—এই হিসাবে সোমসাধনার পরিপূরক হয়ে ওঠে অগ্নিসাধনা। এই অগ্নিদেবতা তেজস্বরূপ, সমস্ত কিছুর তিনিই পরিণময়িতা। সোম রসস্বরূপ, সমস্ত কিছুর তিনি বর্ধয়িতা। বর্ধনের ব্যাপারে অগ্নি এবং সোম উভয়েই প্রয়োজন—পরিণামে অগ্নিরই মধ্যে রস অন্তর্নিহিত হয়—('সোমগোপা' পদটি এই দিক দিয়ে সার্থক)। অগ্নি ও সোমের যৌগপদ্য তাই প্রত্যক্ষ। যজ্ঞের প্রকৃতিস্বরূপ যে অনুষ্ঠান অর্থাৎ 'দর্শপূর্ণমাস' সেখানে পূর্ণমাস অনুষ্ঠানে অগ্নি এবং সোম যুগ্মদেবতা। যজ্ঞের মূল প্রয়োজন দ্রব্য ও দেবতা। আবার মন্ত্র এবং মনন এর মাধ্যমেই যজ্ঞ সম্পাদিত হয়, মন্ত্র বা বাক্ এবং মনন অর্থাৎ মন এই দুইটি যজ্ঞের সাধন।[৭০] অগ্নিকে বলা হয় বাক্‌স্বরূপ এবং সোম

---

৬৫ অগ্নিং ন মা সং মথিতং দিদীপ—ঋ. ৮।৪৮।৬

৬৬ Cf. Soma in his different activities is often compared with Agni, and exclusively Agni-epithets are applied to him for that purpose.
S. S. Bhawe, SHR, Vol. II, p. 46

৬৭ সোম দেবদূত—ঋ. ৯।৪৫।২
অগ্নি দেবদূত—ঋ. ১০।৪।২, ৬।১৬।২৩, ৮।২৩।৬, ৭।১৫।৬

৬৮ ঋ. ১।৩১।৭

৬৯ তৈ. ব্রা.—৩।২।১।১, ঐ. ব্রা.—২৮।৬

৭০ বাগেব ঋগ্বেদো মনো যজুর্বেদঃ—বৃঃ উ. ১।৪।৫
বাচা চ হি মনসা চ যজ্ঞো বর্ততে—ঐ. ব্রা. ৫।৫১

হচ্ছেন মনের অধিপতি এবং মনস্বরূপ—সমস্ত যজ্ঞের মূলীভূত এই দুই দেবতা, এইজন্যই এই দুই দেবতার যোগ অতি নিবিড়। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে ঋগ্বেদের আদিতে 'অগ্নি' শব্দ এবং যজুর্বেদের আদিতে 'ইট্' অর্থাৎ ইষ্ বা অন্ন যা সোমস্বরূপ, এই শব্দ দুইটি এই দৃষ্টিতে তাৎপর্যবহ।* এইজন্য যজ্ঞে সোমযজ্ঞের যে বেদী সেই বেদীর মধ্যে অগ্নির উপস্থিতিও বহুলভাবে।

সোম অমৃতস্বরূপ, এই অমৃতলাভের জন্যই বৈদিক ঋষির প্রার্থনা। কিন্তু এই অমৃত লাভ ক'রে তাকে দেবতার কাছে উৎসর্গ করার হেতু কি? স্বভাবতই মনে হয় অমৃতরূপ সোমের অমৃতত্ব নিষ্পত্তির জন্য যেমন সোমরূপ হবোর সংস্কার প্রয়োজন তেমনি মন্ত্রপূত করে তাকে পুনরায় অগ্নিপূত এবং দেবভোগ্য করে তোলার দরকার। এইরকম ভাবে অগ্নিস্পর্শে দেবহব্যরূপে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত সোমের অমৃতত্ব সম্পন্ন হয় না—তাই সোম অগ্নিস্পর্শে সঞ্জীবিত এবং দেবহব্যরূপে পরিণত হয়ে অমৃতের আধার হন। আবার এই অমৃতস্পর্শ না পেলে অগ্নিও সঞ্জীবিত বা বর্ধিত হতে পারেন না—তাই এই দৃষ্টিতে অগ্নির ও সোমের যোগ একান্ত বাঞ্ছনীয়।[৭১]

অগ্নির প্রসঙ্গ আলোচনাতেই এসে পড়ে বিষ্ণুর কথা। বিষ্ণু, আদিত্য, বিশেষ করে সপ্তাদিত্যের অন্যতম। আদিত্যগণ সোমপ্রভাবেই বলবান (ঋ. ১০।৮৫।২), অদিতিকে বলা হয়েছে সোমের স্বসা অর্থাৎ ভগিনী (ঋ. ১।১৯১।৬)। বিষ্ণুর স্থান দ্যুলোক, অগ্নি বিষ্ণুর সেই তৃতীয় ধামকে অর্থাৎ পরমধামকে রক্ষা করেন।[৭২] অগ্নি ও বিষ্ণুর সহচার তাই সহজেই অনুমেয়। সোম সেই তৃতীয় ধামে যাবার অভিলাষী।[৭৩] অর্থাৎ বিষ্ণুর কাছেই সোম যেতে চান।[৭৪] বিষ্ণুর যেটি পরমপদ তা হচ্ছে মধুর উৎস (ঋ. ১।১৫৪।৫) এবং এই সোমেরও স্থান সেই পরমব্যোমেই (ঋ. ৯।৮৬।১৫)। বিষ্ণুর যে তিনটি পদ সেগুলি মধুপূর্ণ।[৭৫] এক্ষেত্রে স্মরণীয়—এই সব উক্তিতে 'মধু' শব্দটি সোমেরই পর্যায়বাচক শব্দরূপে ব্যবহৃত এবং সেগুলি বিষ্ণু ও সোমের নিবিড় সাহচর্যের ইঙ্গিতবহ। বিষ্ণুকে বলা হয়েছে 'গিরিষ্ঠ' (ঋ. ১।১৫৪।২)

---

* দ্রষ্টব্য = তৈ. সং. (ভূমিকা) পারডী

৭১ অগ্নেরমৃতনিষ্পত্তিরমৃতেনাগ্নিরেধতে—দ্রঃ পুরাণ ও বিজ্ঞান, পৃঃ ২০৬

৭২ জাতো বৃহন্নভি পাতি তৃতীয়ম্—ঋ. ১০।১।৩

৭৩ তৃতীয়ং ধাম মহিষঃ সিষাসন্—ঋ. ৯।৯৬।১৮

৭৪ সোমোঽর্ষতি বিষ্ণবে—ঋ. ৯।৬৫।২০, ৯।৬৪।২

৭৫ যস্য ত্রী পূর্ণা মধুনা—ঋ. ১।১৫৪।৪, তুঃ ঋ. ৯।৮৫

অর্থাৎ গিরিস্থিত, সোমও 'গিরিষ্ঠ' (ঋ. ৯।৬২।৪)। সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান আলোচনায় জানা যায় যে সেখানে 'দীক্ষণীয়েষ্টি' নামক অনুষ্ঠানে 'অগ্নি ও বিষ্ণু' দেবতারূপে কল্পিত হয়েছেন। আবার এই সোমযজ্ঞেরই 'আতিথ্যেষ্টি' নামক অনুষ্ঠানে অর্থাৎ সোম আনয়নের পর সোমকে অতিথিরূপে কল্পনা করে যে ইষ্টির বিধান সেখানে প্রধান দেবতা বিষ্ণু এবং এই সোমযজ্ঞের উপসদিষ্টিতে অগ্নি, সোম এবং বিষ্ণুই দেবতা।[৭৬] এই প্রসঙ্গে দ্যুস্থানগত দেবতাগণের একটি প্রসিদ্ধ পরম্পরা উল্লেখ করা যেতে পারে—অশ্বিদ্বয়, উষা, সবিতা, ভগ, সূর্য, পূষা এবং বিষ্ণু এই দেবতাগণের ক্রমালোচনায় স্পষ্টতই অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এগিয়ে যাওয়া বা চেতনার ক্রমিক উন্নয়নের সংকেত স্পষ্ট হয়ে আছে, অনেকে এই কথা মনে করেন।[৭৭] অগ্নির সঙ্গেও এই দেবতাগণের যোগ আছে এবং সেইজন্যই সোম ও অগ্নির আলোচনার সঙ্গেই বিষ্ণুর আলোচনা স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়ে।

অনুরূপভাবে পাই সোম ও সূর্যের কথা। সোমকেই সূর্যস্বরূপ বলা হয়।[৭৮] সোমই আদিত্যের সঙ্গে বা সূর্যের সঙ্গে সংগত হ'ন।[৭৯] সোমেরই জ্যোতি ছড়িয়ে পড়ে দ্যুলোকের পৃষ্ঠে।[৮০] সোম সূর্যের রথে আরোহণ করেন।[৮১] দধ্যাশির যে সোম সেই সোম সূর্যের মত শোভা পায়।[৮২] সোমই সূর্যকে আকাশে স্থাপন করেন।[৮৩] এই সমস্ত উক্তিগুলি থেকে সোমের সঙ্গে সূর্যের অন্বয় সহজেই প্রতীত হয়। ঋষির অনুসন্ধিৎসা যে সৌম্যচেতনার প্রতি, সেই চেতনায় ঋষি জ্যোতির্ময় লোকে উপস্থিত হতে পারেন।[৮৪] অর্থাৎ সোমলোক হচ্ছে জ্যোতির্ময় লোক, সূর্যের সঙ্গে সোমের সম্পর্ক তদনুসারেই, সোমযজ্ঞে সোমাভিষবের দিন প্রথম সোমাহুতি সূর্যের উদ্দিষ্ট। সোমযজ্ঞে

---

৭৬ ঐ. ব্রা. ১।৩, ১।৪

৭৭ অনির্বাণ, বেদমীমাংসা—২য়, পৃঃ ৩৮৩ (টীকা)
তুঃ সুপর্ণ যিনি সোমাহরণকারী তিনিই পররর্তী সাহিত্যে বিষ্ণুর বাহন।

৭৮ সোমো দেবো ন সূর্যঃ—ঋ. ৯।৫৪।৩
অর্কস্য যোনিমাসদম্—ঋ. ৯।৫০।৪, তুঃ ৯।৬৪।৩০, ৯।২৫।৩

৭৯ সহ সূর্যেন রোচতে—ঋ. ৯।২।৬, তুঃ ৯।৬১।৭, ৯।২।৬

৮০ তব শুক্রাসোঽর্বয়ো দিবিষ্পৃষ্ঠে বিতন্বতে—ঋ. ৯।৬৬।৫, তুঃ ৯।৬৬।২২, ২৪

৮১ ঋ. ৯।৭৫।১

৮২ সোমাসো দধ্যাশিরঃ সূর্যাসো ন দর্শতাসো—ঋ. ৯।১০১।১২

৮৩ সূর্যং রোহয়ৎ দিবি—ঋ. ৯।১০৭।৭, তুঃ ঋ. ৯।৮৬।২২,
তুঃ ঋষি সোমের নিকট কিরণ প্রার্থনা করেন—ঋ. ৯।৭৪।৬

৮৪ তব ক্রত্বা তবোতিভিঃ জ্যোক্ পশ্যেম সূর্যম্—ঋ. ৯।৪।৬

অন্তর্যাম ও আগ্রয়ণ এই দুই গ্রহাহুতি সূর্যের উদ্দেশ্যেই। সোমকে লক্ষ্য করে যেখানে বলা হয়েছে—"শুক্রং জ্যোতিরজীজনৎ, কৃষ্ণা তমাংসি জঙ্ঘনৎ" (৯।৬৬।২৪) অর্থাৎ শুভ্র আলো জন্মিয়ে অন্ধকার দূর করেন এই সোম, সেখানে সোমের জ্যোতির্ময় রূপের কথাই স্পষ্ট—এবং এই দৃষ্টিতে সূর্যের সঙ্গে সোমের সহচার সহজ। শুধু সাযুজ্যের কথাই নয়, আগেই বলা হয়েছে সোমের সূর্যরূপের কথাও ঋক্ সংহিতায় স্পষ্ট। ইন্দ্রের সঙ্গে সোমের সম্পর্কের কথা আমরা আগে আলোচনা করেছি—ইন্দ্রদেবতাও অনেক স্থলে সূর্যরূপে স্তুত হয়েছেন (ঋ. ৩।৩৯।৭)[৮৫], বিষ্ণুও সপ্তাদিত্যেরই অন্যতম, যার সঙ্গে সোমের যোগ ঘনিষ্ঠ, সুতরাং সাধারণভাবে এই আলোচনায় সোমের জ্যোতির্ময়তার বা সূর্য-রূপের কথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[৮৬]

এই প্রসঙ্গে আসে সোম ও সূর্যার কথা। সোম ও সূর্যা অবশ্য ঋগ্বেদে কোনো সূক্তবিশেষে স্তুত হ'ন নি, কিন্তু বিভিন্নস্থানে সোম ও সূর্যার কথা আছে। প্রধানভাবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় সোম ও সূর্যার বিবাহ সম্বন্ধীয় সূক্তটি (ঋ. ১০।৮৫)। এই সূর্যা কে, সে সম্বন্ধে জানা যায় সূর্যদুহিতা এই সূর্যা। সূর্যপত্নী অর্থেও এই শব্দটি প্রযুক্ত হতে পারে।[৮৭] শ্রদ্ধা এই সূর্যারই নাম। অনেকে বলেছেন সূর্যা হচ্ছেন কবিতাধিষ্ঠাত্রী দেবী।[৮৮] এই সূর্যদুহিতা যেমন এই সোম আহরণ করেন তেমনি এই সোমের সংস্কারও করেন।[৮৯] অর্থাৎ সোমের সঙ্গে সূর্যার মিলন সোমের পবিত্রতাকে বাড়িয়ে তোলে, সোমের মার্জনের কথায় পাই সোম সূর্যরশ্মির দ্বারা পরিশোধিত হয়।[৯০] সূর্যদুহিতা যদি রশ্মিরূপা হ'ন তাহলে জ্যোতিরূপে সোমের সঙ্গে তাঁর সহচার অবান্তর নয় এবং হৃদয়ের আকূতি হতে জাত শ্রদ্ধারূপা যদি হ'ন তাহলেও সেখানে আনন্দের

---

৮৫ তুঃ ঋ. ৮।৯৩।৪,

দ্রষ্টব্য—সত্যব্রত সামশ্রমী, সামবেদসংহিতা, পৃঃ ৪২৪, ৪৫৮

৮৬ তুঃ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে সোম ও সূর্যের মিলনকে ইড়া ও পিঙ্গলার মিলনরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—পরবর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৮৭ অনির্বাণ, বেদমীমাংসা ২য়, পৃঃ ২৮৪, ৩৫২

তুঃ ঋ.—১০।১৫১।৪

৮৮ 'Sūryasya duhitā'—stands for the Muse of Poetry. The idea that the hymns purify the Soma when it runs through the seive is a favourite feature of the Soma-Poetry.

S. S. Bhawe, SHR, Part I, p. 10

৮৯ ঋ. ৯।১।৬

৯০ যঃ সূর্যস্যাসিরেণ মৃজ্যতে—ঋ. ৯।৭৬।৪

তুঃ উত বামুষসো বুধি সাকং সূর্যস্য রশ্মিভিঃ—ঋ. ১।১৩৭।২

কথাই আসে। সুতরাং আনন্দমূর্তি সোমের সঙ্গে তাঁর যোগও স্পষ্ট হয়। সামস্তুতি যা হৃদয় থেকে উৎসারিত হয় তাই-ই সোমযজ্ঞে সোমকে পবমান করে তোলে। সোমযজ্ঞে তাই সামগানের ব্যবহার আবশ্যিক।

উষা ও অশ্বিদ্বয়ের সঙ্গেও রয়েছে সোমের কথা। সোম উষাকে শুচি বা পবিত্র করে তোলেন।[৯১] উষার সুপত্নীত্ব এনেছেন এই সোম।[৯২] সোম স্বয়ং উষাকালে বিরাজমান হয়ে শোভা পান।[৯৩] অশ্বিদ্বয় সোমপান করেন উষার সঙ্গে মিলিত হয়ে।[৯৪] সোম যদি জ্যোতির জনক হ'ন তাহলে উষাকালে জ্যোতির আবির্ভাবলগ্নে সোমের উপস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই স্বীকার করতে হয়। কারণ সোম বা জ্যোতি, উষার আবির্ভাবের পরই পরিশোধিতরূপে প্রকাশ পান। এই উষার সঙ্গে যজ্ঞীয় দৃষ্টিতে অগ্নিরও যোগ বিদ্যমান।[৯৫]

অশ্বিদ্বয় সৌম্য মধু পান করেন।[৯৬] মধু দ্বারা তারা পূরণ করেন শতকুম্ভ।[৯৭] এই অশ্বিদ্বয়ের সঙ্গে রয়েছে যে চমসস্থালী তা মধুপূর্ণ।[৯৮] তারা রথ যোজনা করেন মধুর জন্য এবং তাদের রথও মধুপূর্ণ থাকে।[৯৯] দিনারম্ভে উষার সঙ্গে মিলিত হয়ে অশ্বিদ্বয়ের সোমপানের কথা যেমন পাই তেমনি দিনান্তেও অশ্বিদ্বয়ের সোমপানের উল্লেখ আছে।[১০০] বিষ্ণু পরম জ্যোতি, সেখানে মধুর উৎস, একথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি,[১০১] সেই জ্যোতির প্রকাশের প্রথম পর্বেও মধুচেতনা—পরোক্ষভাবে মধুচেতনার বা আনন্দ-চেতনার ব্যাপ্তির কথা স্মরণ করায়। ঋক্‌সংহিতায় সোমের 'মধু' শব্দে উল্লেখ প্রসিদ্ধ। সোম নিজে মধুমতী ধারা সৃষ্টি করে এগিয়ে চলেন, সর্বত্র এখানে মধু বা সোম আনন্দচেতনার জ্ঞাপক এবং এই চেতনা সর্বত্র ব্যাপ্ত। যেমন আদিতে জ্যোতির আবির্ভাবে, তেমনি অন্তে জ্যোতির চরম ভাস্বরতায়।

৯১ শুচিজন্মন উষসশ্চকার—ঋ. ৬।৩৯।৩

৯২ অয়মকৃণোৎ উষসঃ সুপত্নীঃ—ঋ. ৬।৪৪।২৩

৯৩ রেভো ন পূর্বীরুষসো বিরাজতি—ঋ. ৯।৭১।৭

৯৪ সজোষসা উষসা সূর্যেন চ সোমং পিবতমশ্বিনা—ঋ. ৮।৩৫

৯৫ Ushas and Agni are also frequently brought into conjunction, fire being always kindled for sacrificial purpose at dawn.
Original Sanskrit Text., Vol. 5, p. 191

৯৬ ঋ. ১০।৪১।৩, ১।১১২।২১, ১০।৪০।৬

৯৭ শতং কুম্ভান্ অসিঞ্চতং মধূনাম্—ঋ. ১।১১৭।৬

৯৮ দৃতিং বহেথে মধুমন্তমশ্বিনা—ঋ. ৪।৪৫।৩

৯৯ পূর্ণং রথং বহেথে মধ্ব আচিতং তেন দাশ্বাংসমুপযাথো অশ্বিনা—ঋ. ১।১৮২।২

১০০ নাসত্যা তিরোঅহ্ন্যং জুষাণা, সোমং পিবতমস্রিধা সুদানূ—ঋ. ৩।৫৮।৭

১০১ বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ—ঋ. ১।১৫৪।৫

সবিতা, ভগ, মিত্র, বরুণ এই দেবতাগণের সঙ্গে সোমের উল্লেখ পূর্বোক্ত দেবতার মত বিস্তারিতভাবে না থাকলেও সোমদেবতার আলোচনায় এই সমস্ত দেবতার কথা আসে। সবিতার কথা পাই ঋক্‌বেদের নবম মণ্ডলের দুটি সূক্তে।[১০২] অবশ্য সম্পূর্ণভাবে এক একটি সূক্ত এই দুই দেবতার উদ্দেশ্যে উদ্দিষ্ট নয়—এদের উল্লেখ আছে সূক্তাংশে। সবিতা সম্বন্ধে বলা আছে তিনি সোমের মতই অমরত্ব দাতা (ঋ. ৪।৩৪।২)। সবিতা দেবতা সম্বন্ধে বলা হয় 'সবিতা' শব্দটি আদিতে দেবতার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হ'ত, পরে এইটিই দেবপর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।[১০৩] মিত্র ও বরুণ কোথাও যুগ্মভাবে, কোথাও বা এককভাবে ঋক্‌সংহিতায় স্তুত হয়েছেন। এদের সঙ্গেও সোমের সম্পর্ক সুবিদিত। বরুণই সোমকে অদ্রিতে স্থাপন করেছেন।[১০৪] বরুণের মতোই সোমও রাজা সম্বোধনে ভূষিত এবং সোমের ব্রত ও বরুণের ব্রত একই।[১০৫] সোমযজ্ঞে সোমক্রয়ের পর যতক্ষণ পর্যন্ত আসন্দীতে অর্থাৎ সোম স্থাপনের জন্য কাষ্ঠাসনে সোমকে স্থাপন করা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সোম বরুণেরই অধিকারে, অর্থাৎ ততক্ষণ পর্যন্ত সেই সোমরূপ হব্যটিকে বরুণাধিদৈবত বলা হয়ে থাকে। এই বরুণের সঙ্গে যেমন সেই রকম মিত্রের সঙ্গেও সোম অন্বিত। বলা হয়েছে সোম মিত্রের সদনেই থাকেন।[১০৬] ভগ দেবতার কথা যদিও সপ্তাদিত্যের মধ্যেই এসে পড়ে তবুও অন্যত্র ভগ এবং সোমের উল্লেখ দেখা যায়।[১০৭]

সোমের সম্পর্কে বিশেষভাবে পূষা দেবতার কথা আলোচ্য। পূষা ও সোমকে লক্ষ্য করেই একটি সূক্ত ঋক্‌সংহিতায় পাওয়া যায় (ঋ. ২।৪০)। বিশ্বের রক্ষাকর্তারূপে সেই সূক্তে সোম এবং পূষা দুইজনেই স্তুত হয়েছেন।[১০৮] পূষা দেবতাকে বলা হয় 'ভুবনস্য গোপা' সেজন্য তাকে আদিত্যের অন্তর্গত বলা যেতে পারে। সোম ও পূষা দুইজনই ধীশক্তির বর্ধক, তাদের বলা হয়েছে ধীজবন, অর্থাৎ ধীশক্তির প্রেরক বা বর্ধয়িতা। পূষা দেবতা অভীষ্ট পথের

---

১০২ ঋ. ৯।৮১।৪, ৯।১১০।৬

১০৩ Savitṛ was first a descriptive epithet and afterwards attained a special position denoting the god of stimulation.
S. S. Bhawe, SHR, Vol. I, p. 30

১০৪ দিবি সূর্যমদধাৎ সোমমদ্রৌ—ঋ. ৫।৮৫।২

১০৫ রাজ্ঞো নু তে বরুণস্য ব্রতাণি—ঋ. ১।৯১।৩

১০৬ মিত্রস্য সদনেষু সীদতি—ঋ. ৯।৮৬।১১, তুঃ ৯।৬৪।২৪

১০৭ ঋ. ৯।৭।৮

১০৮ জাতৌ বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপৌ দেবা অকৃণ্বন্ অমৃতস্য নাভিম্—ঋ. ২।৪০।১

সন্ধান দেন[১০৯], সোমও 'গাতুবিৎ' এবং 'পথজ্ঞ'।[১১০] সোমের দ্বারাই পূর্বপুরুষেরা হারিয়ে যাওয়া গোধন উদ্ধার করেছেন।[১১১] একস্থানে উল্লিখিত আছে দেবতাগণ পূষার ধনে ধনী[১১২], সোমের ধনদাতৃত্বের কথার সঙ্গে পূষার অন্বয় তাই সুস্পষ্ট।

পর্জন্যদেব এবং সোমের প্রসঙ্গ অবশ্য আগেই আলোচিত হয়েছে। পর্জন্য সোমের পিতা (ঋ. ৯।৮২।৩) কারণ পর্জন্য বৃষ্টি আনেন এবং এই বৃষ্টির ফলেই ওষধিতে গর্ভসঞ্চার হয়।[১১৩] সোমরূপ ওষধির মধ্যে রসপুষ্টি বৃষ্টির দ্বারাই হয়ে থাকে। ওষধির বৃদ্ধি অর্থাৎ সোমের বৃদ্ধি।

অন্তরীক্ষের দেবতা বায়ু সোমের রক্ষক এবং প্রথম সোমপানকারী।[১১৪] বায়ুকে লক্ষ্য করে 'পূর্বপা' (ঋ. ৪।৮৬।১) এবং 'শুচিপা' অর্থাৎ শুদ্ধসোমগ্রহণকারী শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও ইন্দ্র শুদ্ধ সোম পান করেন, 'শুচিপা' শব্দটি প্রধানত কিন্তু বায়ুকে লক্ষ্য করেই ব্যবহৃত। বায়ুর গৃহেই রয়েছে অমৃতের ভাণ্ড।[১১৫] ইন্দ্র ও বায়ুর উদ্দেশ্যে সোমাহুতির উল্লেখ অবশ্য বহু জায়গায় মেলে।[১১৬] প্রার্থনা জানানো হয়েছে—সোম আসুন বায়ুর সঙ্গে মিলিত হয়ে।[১১৭]

আরও একটি সূক্ত লক্ষণীয় যেখানে সোম বা 'আপ্' কে লক্ষ্য করে স্তুতি রয়েছে।[১১৮] যজ্ঞের অনুষ্ঠানে দেখা যায় সোমরসের সঙ্গে জল মেশানো হয়। এই 'আপ্' যেমন পৃথিবীতে তেমনি অন্তরীক্ষেও আছেন। সোমের প্রসঙ্গে যেখানে 'আপ্' এর উল্লেখ আছে তা অনেকত্র স্বর্গীয় আপ্কেই বোঝায়, অনেকে

১০৯ ত্বং রজিষ্ঠমনু নেষি পন্থাম্—ঋ. ১।৯১।১

১১০ ঋ. ৩।৬২।১৩

১১১ ঋ. ৯।৯৭।৩৯

১১২ দেবাসঃ পূষরাতয়ঃ—ঋ. ১।২৩।৮

১১৩ দধাতি ওষধীষু গর্ভম্—ঋ. ৫।৮৩।১
তুঃ ঋ. ৫।৮৩।৪, যস্য ব্রত ওষধীর্বিশ্বরূপা—ঋ. ৫।৮৩।৫

১১৪ ঋ. ১।১৩৫।৪
'শুচিপা'—ঋ. ৭।৯১।৪, ৯০।২, ৯২।১, ১০।১০৯।২
বায়ুঃ সোমস্য রক্ষিতা—ঋ. ১০।৮৫।৫
সোমানাং প্রথমঃ পীতিমর্হসি—ঋ. ১।১৩৪।৬

১১৫ ঋ. ১০।১৮৬।৩

১১৬ ঋ. ৫।৫১।৭

১১৭ ঋ. ৯।৯৭।১৭

১১৮ ঋ. ১০।১৭।১১-১৩

এই মন্তব্য করেন।[১১৯] এই সূক্তের যেটি শেষ ঋক্ সেখানে বলা হয়েছে যে—"উদ্ভিজ্জবর্গ দুগ্ধতুল্য রসে পরিপূর্ণ, আমার এই স্তুতিবাক্য রসময় দুগ্ধের সাররসপূর্ণ। এই সমস্ত বস্তু দ্বারা আমাকে শোধন কর"।[১২০] অন্তরিক্ষলোকে মরুৎমাতা পৃশ্নি শিশু সোমের বর্ধনের নিমিত্ত 'আশির্' মোক্ষণ করেন।[১২১] সোম কোথাও কোথাও "অপাং গন্ধর্ব" নামে উল্লিখিত।[১২২] অন্তরিক্ষেও সোম থাকেন,[১২৩] কাজেই গন্ধর্ব এবং আপের সঙ্গে সোমের সহচার স্বাভাবিক। ঋক্‌সংহিতায় গন্ধর্বগণের সঙ্গে অপ্সরাগণের উল্লেখ আছে। গন্ধর্বগণ সোম রক্ষা করেন।[১২৪] আগেই গন্ধর্বলোক থেকে সোমাহরণের কথা বলা হয়েছে। কখনও কখনও 'গন্ধর্ব' বলতে দিব্য গন্ধর্বও বোঝানো যেতে পারে। গন্ধর্বের বাসস্থান ঊর্দ্ধে (ঋ. ১০।১২৩।৭)। এই গন্ধর্বকে বলা হয়েছে পৃথিবীর পতি।[১২৫] 'বিশ্বাবসু' সূর্যের বিশেষণ, তিনিই দেবগন্ধর্ব, অতএব মনে করা যেতে পারে সূর্যই সোমকে রক্ষা করেন।[১২৬]

'অপাং নপাৎ' সোমের মধুমতী ধারা সৃষ্টির সহায়তা করেন, এটি আবার অগ্নিরও একটি রূপ।[১২৭] আপ্ বা জলের সঙ্গে সোমের যোগ স্পষ্ট। এই 'আপ্'-এর মধ্যেই সোম থাকেন।[১২৮] ওষধির মধ্যে গর্ভরূপে থাকেন অগ্নি, আবার এই অগ্নি জন্মলাভ করেন 'আপ্' থেকেই।[১২৯] "অপাং নপাৎ" যিনি তার নিকট মধুপূর্ণ আপ্ দেওয়ার জন্য প্রার্থনা জানানো হয়েছে।[১৩০] অনেকে

১১৯ Though Apah in the Soma context can often stand for the earthly waters, used for mixing with Soma-juice, still he (Luders) points out, in certain context the heavenly waters are meant by it.
SHR, Part I, p. 35

cf. যত্রামূর্যহ্বতীরাপঃ—ঋ. ৯।১১৩।৮

১২০ পয়স্বতীরোষধয়ঃ পয়স্বন্মামকং বচঃ—ঋ. ১০।১৭।১৪

১২১ শ্রীণন্তি ধেনবঃ শিশুম্—ঋ. ৯।১।৯, তুঃ ঋ. ৯।৯৩।৩

১২২ অপাং গন্ধর্ব্বং দিব্যং—ঋ. ৯।৮৬।৩৬

১২৩ ঋ. ৯।২৭।৬, ৯।৩১।২

১২৪ গন্ধর্ব্ব ইত্থা পদমস্য রক্ষতি—ঋ. ৯।৮৩।৪

১২৫ দিব্যো গন্ধর্ব্ব ভুবনস্য যস্পতিরেকঃ—অথর্ব ২।২।১

১২৬ ঋ. ১০।১৩৯

১২৭ A. A. Macdonell, Vedic Mythology, p. 85
(Motilal Banarasidas, Ed.)

১২৮ অপ্‌স্বন্তরমমৃতং অপ্সু ভেষজম্—ঋ. ১।২৩।১৯
তুঃ ঋ. ৭।৪৯।৪

১২৯ তমোষধীর্দধিরে গর্ভমৃত্বিয়ং তমাপো অগ্নিং জনয়ন্ত মাতরঃ—ঋ. ১০।৯১।৬

১৩০ অপাং নপাৎ মধুমতীরপো দা যাভিরিন্দ্রো বাবৃধে বীর্যায়। ঋ. ১০।৩০।৪

বলেছেন 'দিব্য আপ্' এবং 'দিব্য সোম' প্রায়ই একরূপ।[১৩১] আপ্ এর সঙ্গে সোমের প্রীতির কথার উল্লেখে উভয়ের সহচারের গুরুত্ব বোঝা যায়—বলা হয়েছে সোম, স্ত্রীরূপ আপ্ এর নিকট মর্য্য বা পুরুষরূপে গমন করেন।[১৩২]

রুদ্রদেবতা যদিও ঋগ্বেদে বিষ্ণুর মতই অনেকাংশে অপ্রধানরূপেই কীর্তিত, সোম ও রুদ্র কিন্তু একটি সূক্তে যুগপৎ স্তুত হয়েছেন (ঋ. ৬।৭৪।১-৪)। সেখানে বলা হয়েছে রুদ্রদেবতা এবং সোমদেবতা উভয়েই শস্ত্রপাণি।[১৩৩] সোম ও রুদ্রের বর্ণনায় অনেক সাম্য আছে। সোম ও রুদ্র উভয়েই ধনদাতা (ঋ. ৬।৭৪।১) সোম ও রুদ্রের উপসনাতেই বরুণের পাশ হতে মুক্তিলাভ সম্ভব হয় (ঋ. ৬।৭৪।৪)। পরবর্তী যুগে রুদ্রদেবতা একাদশ আদিত্যের মধ্যে গণ্য হয়েছেন এবং প্রাধান্য পেয়েছেন বিষ্ণুর মতই। জ্যোতি বা শক্তির বিচারণায় রুদ্রের সঙ্গে সোমের যোগ স্পষ্ট।

সোম ও রুদ্রের অস্ত্র এক। সোম ধনুর্বাণ নিয়ে চলেন, রুদ্রও ধানুকী। মরুদ্গণ রুদ্রপুত্র, পৃশ্নি হচ্ছেন মরুৎমাতা (ঋ. ৯।৩৪।৫), ইন্দ্রের বৃত্রবধে মরুদ্গণ সহায় হ'ন, সুতরাং সাক্ষাৎ ও পরম্পরাভাবে রুদ্র ও সোমের যৌগপদ্য আছে। ঋক্‌সংহিতায় কোথাও কোথাও অগ্নিকে রুদ্ররূপে স্তুতি করা হয়েছে বলে মনে হয়।[১৩৪] সোমদেবতা এই সমস্ত দেবতা ছাড়া, বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি, সরস্বতী, অর্যমা, অদিতি, বাক্, ত্বষ্টা, বিধাতা, নির্ঋতি প্রভৃতি দেবতাগণের সঙ্গেও প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হয়েছেন। প্রত্যেকটি দেবতার বিশদ ও বিস্তারিত আলোচনায় সোমের সঙ্গে সেই সেই দেবতার নিগূঢ় যোগের কথাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তই এসে পড়ে যে পৃথিবী, অন্তরিক্ষ এবং দ্যুলোক এই তিনস্থানগত দেবতার সঙ্গেই সোম যুক্ত আছেন। এই সোম দেবতাগণের নিকট কখনও আধিভূতরূপে অর্থাৎ হব্যরূপে প্রিয়, কখনও দৈব-

১৩১ ......These passages appear to show that sometimes at least the celestial waters were regarded as containing or identical with the heavenly Soma.

Macdonell, Vedic Mythology, p. 86 (Ed. Motilal Banarasidas).

১৩২ যাভিঃ সোমো মোদতে হর্ষতে চ কল্যাণীভির্যুবতীভির্ন মর্যঃ—ঋ. ১০।৩০।৫

১৩৩ তিগ্মায়ুধৌ—ঋ. ৬।৭৪।৪

১৩৪ ঋ. ২।১।৬

cf. Keith RPVU, Vol. 37, p. 142

সদনে দেবতারূপে সকলের সহচারী। দেবতার পেয়রূপে, দেবতারূপে এবং দেবতার আনন্দরূপে[১৩৫] সোম দেবগণের সঙ্গে অন্বিত। স্বভাবতই এই দৃষ্টিতে সোমচেতনার ব্যাপকতা প্রতীত হয়। সোমের সাধনা ভিন্ন দৈববোধের পূর্ণতা কখনই সম্ভব নয়—এইজন্যই সমগ্র বৈদিক সাহিত্য ব্যাপ্ত করে সোম বিরাজিত।

১৩৫ দেবানাং সুম্নঃ—ঋ. ৯।৮৪।৩

অগ্নিযজ্ঞ দৃষ্টিতে সোম

অধিভূত এবং অধিদৈব সোমকে বিশেষভাবে বোঝবার জন্য যজ্ঞীয় দৃষ্টিতে সোমের আলোচনা প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। কেননা বৈদিক যজ্ঞে সোম দেবতা-রূপেও যেমন তেমনি দ্রব্যরূপেও গৃহীত আছেন। এই যজ্ঞভূমিতে সোম মর্ত্য এবং দিব্য এই দুইরূপে উপস্থিত আছেন শুধু এই কথাই নয়, হব্যরূপে এবং হব্যভুক্ দেবতারূপে সোমের এই উপস্থিতি যজ্ঞভূমিতে সোমের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। সোমের প্রকৃত স্বরূপ অনুসন্ধানে যজ্ঞীয় দৃষ্টিতে সোমের আলোচনা তাই অপরিহার্য।

বৈদিক ভাবনার আনুষ্ঠানিক রূপায়ণ ঘটেছে যার মধ্যে, তা হ'ল যজ্ঞ। এই যজ্ঞকে বাদ দিয়ে বৈদিক ভাবনার কথা আলোচনা অবান্তর। আবার এই যজ্ঞের কেন্দ্রে সোমের এবং সোমযজ্ঞের স্থান। সুতরাং যজ্ঞ ও সোম এই আলোচনা একান্ত আনুষঙ্গিক।

যজ্ঞ কথাটি √যজ্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন, যার অর্থ উপাসনা করা। উপাসনা দুই রকমই হতে পারে, আন্তররূপে এবং বাহ্যরূপে। ধ্যানের বা মননের মাধ্যমে যে উপাসনা তা হ'ল আন্তর উপাসনা এবং কর্মের মাধ্যমে যে উপাসনা তা হ'ল বাহ্য উপাসনা। যজ্ঞ কথাটি এই দুইরূপ উপাসনাকেই লক্ষ্য করে প্রবৃত্ত হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। যজ্ঞের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শ্রৌতসূত্রকারেরা বলেছেন[১]—দ্রব্য, দেবতা এবং ত্যাগ এই নিয়ে হ'ল যজ্ঞের রূপ। দ্রব্য বলতে যজ্ঞীয় হব্য এবং দেবতা তিনিই যাঁর উদ্দেশ্যে সেই দ্রব্য এবং ত্যাগ হচ্ছে সেই দেবতাকে লক্ষ্য করে দ্রব্যটির উৎসর্গ বা সমর্পণ। যিনি যাগ করেন[২] তিনি হচ্ছেন যজমান। এখানে কতকগুলি কথা অবশ্যই স্মরণ করতে হয়। প্রদেয়

১ কা. শ্রৌ. ১।১।২

২ যজ্ঞ ও যাগ একই পর্যায় শব্দ—ইষ্টি যজ্ঞের অবান্তর ভেদ—ইষ্টি শব্দটিও √যজ্ ধাতু থেকে ব্যুৎপন্ন—"শ্রুতদ্রব্যদেবতাকা অপ্রাণিদ্রব্যকা ক্রিয়া ইষ্টয়ঃ"। মীমাংসাপরিভাষা, পৃঃ ২৩
তুঃ দেবতামুদ্দিশ্য হবিস্ত্যাগমাত্রং যজ্ঞ ইত্যুচ্যতে—অঙ্গোপাঙ্গসহিতঃ সম্পূর্ণঃ ক্রতুঃ তৈ. সং. ৩।১।৭ (সায়ণ)

দ্রব্যটি যজমানের প্রিয় এবং দেবতারও অভিলষিত। দ্রব্যটির উৎসর্গ হয় অগ্নিতে সেই দেবতাকে স্মরণ করে, অগ্নিই এই হব্য সেই সেই দেবতার কাছে পৌঁছে দেন।[৩] যখন দ্রব্যটি উৎসর্গ করা হয়, তখন দেবতাকে স্মরণ করার জন্য অনুকূল মন্ত্রোচ্চারণ করা হয়। যজমান এই যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে দৈবসাযুজ্য কামনা করেন—যজ্ঞের তাই-ই লক্ষ্য—অবশ্য যদিও বিভিন্ন বিভিন্ন কামনাপুরঃসর কাম্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান আছে, তবুও নিত্য যজ্ঞের লক্ষ্য হিসাবে দৈবসাযুজ্য লাভ করাই যজমানের বাসনা বলে গণ্য করা যেতে পারে। যজ্ঞের প্রবৃত্তিলগ্নে, যজ্ঞানুষ্ঠানে এবং যজ্ঞান্তে দৈবসাযুজ্যরূপ ফল লাভের আকাঙ্ক্ষায় একই চেতনা আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত যজ্ঞে ব্যাপ্ত আছে। এই দৈব চেতনা যেমন অনুষ্ঠান-পরতায় তেমনি ধ্যানতন্ময়তায়ও স্বীকার করতে হয়। বলা যেতে পারে যজ্ঞে দেবতা ধ্যানের মাধ্যমে এবং অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যজমানের কাছে প্রতিভাত হ'ন। এই যজ্ঞে দ্রব্যোৎসর্গের ব্যাপারে নিছক আদানপ্রদানের ভাবই বিদ্যমান একথা বলা সঙ্গত নয়; কেননা পরিদৃশ্যমান সব কিছুই দেবতার রূপ। সুতরাং দেবতা যখন সর্বকিছুর মধ্যেই বর্তমান, তখন যে দ্রব্যটি যজমান উৎসর্গ করবেন সেটিও দেবতারই। অতএব যজ্ঞে দেবতাকে যা দেওয়া হচ্ছে তা দেবতারই দ্রব্য। এই হিসাবে যজমানের নিজস্ব কোনো বিষয় দেবতাকে দেওয়া হচ্ছে না কিন্তু এই যজ্ঞসাধনা শুধুমাত্র দৈবত চেতনাকে জাগিয়ে রাখার উপায় মাত্র। দৈবচেতনা নিত্য জাগরূক থাকুক্ এই বাসনাই যজ্ঞসাধনার মাধ্যমে ব্যঞ্জিত হয়।

এই যজ্ঞের প্রবর্তন কখন কিভাবে হয়েছিল, সে প্রশ্নের সমাধান সহজ নয়। কেননা যজ্ঞে ব্যবহৃত মন্ত্র, যজ্ঞের দেবতা, উৎসর্গের মাধ্যম অগ্নি এই সর্বকিছুর প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে না পারলে যজ্ঞস্বরূপ বোঝা সম্ভব নয়। এছাড়া যজ্ঞসাধনা এবং মন্ত্রচেতনা এই দুইয়ের মধ্যে কোনটি আগে তারও সম্বন্ধে বিতর্ক আছে[৪], কেননা যজ্ঞ কেবলমাত্র অনুষ্ঠানেই সীমিত নয়। এই যজ্ঞে যেমন বহিরঙ্গরূপে অনুষ্ঠান আছে তেমনি দেবতার স্মরণ, শস্ত্র, স্তোত্র বা সামগানের ব্যবহার আছে, যেগুলি অনেকাংশে আন্তরোপাসনার কথা স্মরণ করায়। যজ্ঞে দ্রব্য, দেবতা এবং দ্রব্যটির উৎসর্গরূপ অনুষ্ঠান এই তিনটি অবিনাভূত, অতএব দেবতার স্মরণরূপ বিষয়টিও সামগ্রিকভাবে যজ্ঞভাবনায় যুক্ত আছে। যজ্ঞ মন্ত্রচেতনাবিহীন হতে

৩ অথাবহাসি সুমনস্যমানো ভাগং দেবেভ্যঃ হবিষঃ সুজাত—ঋ. ১০।৫১।৭

৪ Sacrifice is the soul of Veda : It is older than the hymns, for they were composed for its celebration. The Teaching of the Vedas, p. 190
তুঃ আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্—জৈ. সূ. ১।২।১

পারে না এবং এই মন্ত্রচেতনার মধ্যে যজ্ঞচেতনা ব্যক্ত—সুতরাং মন্ত্র ও মন্ত্রসহায়ক অনুষ্ঠান এই দুইটির যৌগপদ্যই অভীষ্ট সিদ্ধির অনুকূল।[৫]

এই যজ্ঞচেতনা বহু প্রাচীন। প্রাচীন রীতি অনুসারেই বৈদিক ঋষিগণ এই যজ্ঞানুষ্ঠান করেছেন।[৬] বলা হয়েছে—দেবযজ্ঞের আদর্শে মানুষ এবং ঋষিগণ মনুষ্যযজ্ঞ গড়েছেন। দেবযজ্ঞের স্বরূপ বলতে বলা হয়েছে, সেখানে বিশ্বদেব যজমান এবং পরমদেব যজনীয়।[৭] দেবতারা এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছেন। এই যজ্ঞকে পাওয়ার জন্য দেবতাদেরও প্রয়াস আছে (ঋ. ১০।৯০।১৬, ১০।৮২)। যিনি যজ্ঞ করেন না দেবতা তার সঙ্গে সখ্যস্থাপনে অনিচ্ছুক। পণিরা সোমযজ্ঞ করে না তাই ইন্দ্র তাদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন না (ঋ. ৪।২৫।৭)। যজ্ঞের যে অগ্নি সেই অগ্নিকে 'যম' প্রথম আবিষ্কার করেন (ঋ. ১০।৫১।৩)। প্রজাপতি স্বয়ং যজ্ঞ করেছেন দেবতাদের জন্য। অথর্বার যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। যজ্ঞের অনুষ্ঠানের জন্য যে ভূমি সেই ভূমি বিস্তীর্ণ করেছেন বিষ্ণু ও ইন্দ্র (ঋ. ৭।৯৯।৫)। এই যজ্ঞকে বলা হয় 'ভুবনস্য নাভিঃ' বা বিশ্বের কেন্দ্রস্বরূপ (ঋ. ১।১৬৪।৩৫)। এছাড়া কোথাও কোথাও যজ্ঞকে সর্বময়রূপে বা অনন্তরূপেও কল্পনা করা হয়েছে—যাবতীয় সৃষ্টির মূল এই যজ্ঞ।[৮] পরবর্তী-যুগে বিশেষত ব্রাহ্মণসাহিত্যে প্রজাপতি এবং বিষ্ণু এই দেবতাদ্বয় যজ্ঞমূর্তিতে স্তুত হয়েছেন। প্রাচীন অনুষ্ঠান সম্বন্ধে ঋক্‌সংহিতায় বিশেষভাবে যজ্ঞকর্তা মনু (ঋ. ১০।৬৩।৭) অঙ্গিরা ও যযাতি (ঋ. ১।৩১।১৭) ভৃগু ও অঙ্গিরা (ঋ. ৮।৪৩।১৩) অথর্বা ও দধ্যঙ্ (ঋ. ১।৮০।১৬), দধ্যঙ্, অঙ্গিরা, অত্রি, কণ্ব (ঋ. ১।১৩৯।৯) এবং অথর্বা (ঋ. ১।৮৩।৫) প্রভৃতির উল্লেখ মেলে।[৯]

সুতরাং যজ্ঞস্বরূপের বিস্তৃত আলোচনায়, দেবতাদের এবং প্রাচীন ঋষিগণের অনুষ্ঠানের কথা ভাবতে গেলে 'যজ্ঞ' শুধুমাত্র দেবতার অনুগ্রহলাভের উপায় বলে গণ্য হ'ত এইরকম ধারণা সঙ্গত হয় না।

[৫] তুঃ "জ্ঞানযজ্ঞই সাধ্য, দ্রব্যযজ্ঞ তার সহায়ক মাত্র"—এ তত্ত্বটা বৈদিক ঋষিদের যে অপরিজ্ঞাত ছিল না তার অজস্র প্রমাণ ঐ সংহিতা ও ব্রাহ্মণ থেকেই আবিষ্কার করা যেতে পারে। অনির্বাণ, বেদমীমাংসা ১ম, পৃঃ ৩৬

[৬] পূর্বেষাং পন্থামনুদৃশ্য ধীরাঃ অন্বালেভিরে রথ্যো ন রশ্মীন্—ঋ. ১০।১৩০।৭

[৭] ঋ. ১০।১৩০।৩, ৫

চাক্লৃপ্রে তেন ঋষয়ো মনুষ্যা যজ্ঞে জাতে পিতরো নঃ পুরাণে।

পশ্যন্ মন্যে মনসা চক্ষসা তান্ য ইমং যজ্ঞমযজন্ত পূর্বে ॥ ঋ. ১০।১৩০।৬

[৮] দ্রষ্টব্য ঋ. ১০।৯০

[৯] A. C. Das, Rgvedic India, p. 470

এই যজ্ঞসাধনা অবশ্য ঋগ্বেদের পরবর্তী যুগে ধীরে ধীরে জটিল হয়েছে—এ কথা অনস্বীকার্য। সংহিতার যুগে যজ্ঞ সম্বন্ধে যে ধারণা হয় তার আরও বিস্তারিত রূপ দেখতে পাওয়া যায় ব্রাহ্মণসাহিত্যে। এই যজ্ঞের বিস্তৃত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণের জন্য সামবেদ, যজুর্বেদ, ব্রাহ্মণ এবং কল্পসূত্র এগুলির আলোচনাই মুখ্য। এর মধ্যে ঋগ্বেদ এবং অথর্ববেদকে ঠিক যজ্ঞসম্বন্ধী বলা যায় না, যজ্ঞের আলোচনা অর্থাৎ যজ্ঞসম্বন্ধীয় ধারণা এখানে অবশ্যই আছে কিন্তু এই ধারণা যজুর্বেদ এবং সামবেদের মধ্যে আরও স্পষ্ট।[১০] কিন্তু এই যুক্তিতে ঋগ্বেদের মধ্যে যজ্ঞসম্বন্ধীয় ধারণাকে অসম্পূর্ণ বলা যায় না, কেননা, বিস্তারিতভাবে না হলেও যজ্ঞভাবনার কথায় সেখানে পরিপূর্ণতা আছে একথা অনস্বীকার্য।[১১] যজ্ঞের স্বরূপের কথায় এর আগে যে কথাগুলি বলা হয়েছে তার প্রমাণ অধিকাংশই ঋগ্বেদ থেকেই নেওয়া হয়েছে—এ ছাড়াও ঋগ্বেদের মধ্যে পৃথকভাবে যজ্ঞসম্বন্ধীয় ধারণার কথা আলোচনা করতে গেলে দেখা যায়—দেবতাগণ স্বয়ং ছিলেন যজ্ঞকর্তা, শুধু দেবতারাই নয়, সাধ্যগণ এবং ঋষিগণও এই যজ্ঞানুষ্ঠান করেন একথার উল্লেখ আছে।[১২] ঋগ্বেদের অন্তর্গত পুরুষসূক্তে (১০।৯০) যজ্ঞ যে ঋগ্বেদাদির জনক তার কথা বলা হয়েছে। ঋক্, সাম এবং ছন্দ এই সবই যজ্ঞমাধ্যমে উদ্ভূত হয়েছে।[১৩] অগ্নিকে ঋক্ সংহিতায় বিভিন্ন ঋত্বিক্‌রূপে সম্বোধন করা হয়েছে।[১৪] এছাড়া উল্লিখিত আছে যজ্ঞানুষ্ঠান নিত্য এবং এই অনুষ্ঠান প্রতিমাসেই হয়ে থাকে। যজ্ঞকে বলা হয়েছে পঞ্চযাম, ত্রিবৃত, এবং সপ্ততন্তু—অর্থাৎ যজ্ঞপ্রকার বা যজ্ঞানুষ্ঠান পদ্ধতি পাঁচটি, যজ্ঞের মধ্যে অনুষ্ঠানের আবৃত্তি হচ্ছে তিনবার, যা সোমসবনের কথাকেই স্মরণ করায় এবং এই যজ্ঞ

১০ ...These may well be called liturgical or ritual Saṁhitās...because each of them is assigned to a special category of priests, the Sāmaveda being the song book of the Udgātṛ and the Yajurveda the prayer book of the Adhvaryu. C. H. I., Vol. I, p. 236

১১ The amplitude of technical terms connected with the sacrificial ritual that we find in the Ṛgveda reveals a fairly high stage of ritual development. Ibid., p. 245
Cf.—A True Interpretation of the Vedic Sacrifice, p. 8.

১২ তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে—ঋ. ১০।৯০।৭, Cf. ১০।৯০।১৬

১৩ তস্মাদ্‌যজ্ঞাদ্ সর্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত—ঋ. ১০।৯০।৯

১৪ তবাগ্নে হোত্রং তব পোত্রমৃত্বিয়ং তব নেষ্ট্রং ত্বমগ্নিদৃতায়তঃ।
তব প্রশাস্ত্রং ত্বমধ্বরীয়সি ব্রহ্মা চাসি গৃহপতিশ্চ নো দমে॥ ঋ. ২।১।২

হচ্ছে সপ্ততন্তুযুক্ত অর্থাৎ সপ্তচ্ছন্দোযুক্ত।[১৫] এই যজ্ঞের পরিপূরক অনুষ্ঠান হিসাবে প্রযাজ এবং অনুযাজ অনুষ্ঠানেরও উল্লেখ আছে।[১৬] এই সমস্ত ধারণাগুলি যজ্ঞের বিস্তারিত অনুষ্ঠানের কথা যে ঋগ্বেদের মধ্যেও পরিচিত ছিল তার জ্ঞাপক। আগেই বলা হয়েছে যজ্ঞকে ভুবনের কেন্দ্ররূপে অর্থাৎ জগতের মৌলশক্তি রূপে ঋষিরা চিন্তা করতেন।[১৭] এই প্রসঙ্গে এখানে একটি ঋক্ উল্লেখ করা যেতে পারে—সেই ঋক্‌টি হচ্ছে—"কাসীৎ প্রমা কিং নিদানমাজ্যং কিমাসীৎ পরিধিঃ ক আসীৎ। ছন্দঃ কিমাসীৎ প্রউগং কিমুক্থ্যং যদ্দেবা দেবমযজন্ত বিশ্বে।" (ঋ. ১০।১৩০।৩) অর্থাৎ—"যৎকালে তাবৎ দেবতা দেবপূজা করিলেন তখন তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত যজ্ঞের পরিমাণ কি ছিল? দেবমূর্ত্তিই বা কি ছিল? সংকল্প কি ছিল? ঘৃত কি ছিল? পরিধি অর্থাৎ যজ্ঞস্থানের চতুর্দিকের বৃত্তিস্বরূপ সীমাবন্ধনই বা কি হইয়াছিল? ছন্দপ্রয়োগ বা উক্থ্য কি ছিল?"—বলা যেতে পারে ঋক্‌টির মধ্যে যজ্ঞের আদ্যন্ত অনুষ্ঠানের ইঙ্গিত আছে। এ ছাড়া যজ্ঞানুষ্ঠানে ত্রয়ীর প্রয়োজন আছে ঋক্-সংহিতাতেই এর উল্লেখ মেলে।[১৮] সুতরাং বলা যেতে পারে যে ঋগ্বেদের মধ্যে যজ্ঞসম্বন্ধীয় উদ্ধৃতিগুলি প্রমাণ করে যে ঋক্‌সংহিতার কালেই যজ্ঞের একটি পূর্ণরূপ ছিল এবং ব্রাহ্মণাদিতে তাই-ই আরও পল্লবিত হয়েছে।

এই যজ্ঞকে সাধারণতঃ দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে। শ্রৌতযজ্ঞ এবং স্মার্তযজ্ঞ। শ্রৌতযজ্ঞ তিন প্রকার—হবির্যজ্ঞ, পশুযজ্ঞ এবং সোমযজ্ঞ। মুখ্যতঃ হব্য বা উপকরণের ভেদ অনুসারেই শ্রৌতযজ্ঞের ভাগ করা হয়েছে বোঝা যায়। স্মার্তযজ্ঞ হচ্ছে পাকযজ্ঞ, সংখ্যায় সেগুলি সাতটি।[১৯] এই শ্রৌতযজ্ঞ এবং স্মার্তযজ্ঞ মিলে সর্বসমেত যজ্ঞ হচ্ছে একুশটি।[২০] অনেকে

---

১৫ ঋ. ১০।৫২।৩, ৪

১৬ ঋ. ১০।৫১।৯

১৭ ঋ. ১।১৬৪।৩৫
Cf.—'Sacrifice is the axle of the worlds wheel and the facundating power of all things.' The Teaching of the Vedas, p. 190

১৮ ঋ. ১০।৭২।১১
তুঃ যজ্ঞস্য সাম্না যজুষা ক্রিয়তে শিথিলং তদ্ যদৃচা তদ্ দৃঢ়ম্—তৈ. সং. ৬।৫।১০।৩
"ঋক্‌সংহিতায়ামেব যজুষাং সাম্নাং চোল্লেখোঽবধেয়ঃ। ত্রয়ীং বিনা নাস্তি যজ্ঞঃ। ত্রয্যাং একং বা বিহায় ন কোঽপি যাগোঽনুষ্ঠাতুং শক্যঃ। অবিযোজ্যা সা যজ্ঞে—ঋগ্‌ভাষ্যভূমিকা, পৃঃ ৩৮

১৯ ঔপাসনহোমঃ, বৈশ্বদেবম্, পার্বণম্-অষ্টকা মাসিশ্রাদ্ধম্, শ্রবণা এবং শূলগব এইগুলি পাকযজ্ঞ।

২০ সপ্তসুত্যাঃ সপ্ত চ পাকযজ্ঞাঃ, হবির্যজ্ঞাঃ সপ্ততথৈকবিংশতিঃ। সর্বে তে যজ্ঞা অঙ্গিরসোঽপিপর্যন্ত নূতনা যানৃষয়ো সৃজন্তি যে চ সৃষ্টা পুরাণৈঃ—ভাগবৎদত্ত বৈদিককোষ, পৃঃ ৬৬২
তুঃ স এবং ত্রিবৃতং সপ্ততন্তুমেকবিংশতিসংখ্যং যজ্ঞমপশ্যৎ—গো. ব্রা. ১।১।২

মনে করেন যজ্ঞ হচ্ছে অগ্নিসংস্কার—এই যজ্ঞ দুইটি ঃ স্বয়ম্ভূযজ্ঞ এবং কৃত্রিমযজ্ঞ। পরমব্যোমে সূর্যচন্দ্রাদি দেবতাগণের দ্বারা সম্পাদিত পরিদৃশ্যমান যজ্ঞ হচ্ছে স্বয়ম্ভূযজ্ঞ এবং ঐহিক ও পারত্রিক ফল লাভেচ্ছায় মনুষ্য কর্তৃক সম্পাদিত যজ্ঞ হচ্ছে কৃত্রিম যজ্ঞ।[২১] আবার এই যজ্ঞ কখনও বলা হয়েছে পাঁচ প্রকার। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে শ্রৌতযজ্ঞকে উল্লেখ করেই যজ্ঞকে পাঁচ প্রকার বলা আছে।[২২] সোমযজ্ঞের প্রাধান্যকে অবলম্বন করে অনেক সময় শ্রৌতযজ্ঞকে সোমযজ্ঞ এবং অসোমযজ্ঞ এই দুইভাবে ভাগ করতেও দেখা যায়। এই যজ্ঞানুষ্ঠান আবার নিত্য এবং কাম্যভেদে দ্বিবিধ। নিত্যানুষ্ঠান যাবজ্জীবনব্যাপী এবং কাম্যানুষ্ঠান ফলেচ্ছা প্রবৃত্তি হলেই করা যায়। এই সমস্ত যজ্ঞ ও যজ্ঞক্রমের উল্লেখ মেলে ব্রাহ্মণাদিগ্রন্থে। শ্রৌতযজ্ঞের পূর্বোক্ত প্রধান যে তিন প্রকার ভেদ তার মধ্যে হবির্যজ্ঞ হচ্ছে যেমন, দর্শপূর্ণমাস, চাতুর্মাস্য, প্রভৃতি, পশুযজ্ঞ যেমন নিরূঢ়পশুবন্ধ প্রভৃতি আর সোমযজ্ঞ যেমন অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি। এই যজ্ঞকে আবার প্রকৃতি ও বিকৃতি এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক যজ্ঞভেদের এক-একটি প্রকৃতি আছে। যে অনুষ্ঠানে আদ্যন্ত সমস্ত বিষয়েরই উপদেশ বা পদ্ধতি শ্রুতিতে অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদিতে নির্দিষ্ট আছে তাই প্রকৃতিযজ্ঞ, এবং এই প্রকৃতির অনুকরণে যেখানে যজ্ঞানুষ্ঠান স্থিরীকৃত হয়, অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ যজ্ঞানুষ্ঠানের বিবরণ যেখানে বলা নেই তাই-ই বিকৃতি অনুষ্ঠান।[২৩] সুতরাং কোনো যজ্ঞের স্বরূপ বা বিস্তারিত বিবরণ জানতে গেলে প্রকৃতিযজ্ঞের অনুষ্ঠান পদ্ধতিই আলোচ্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে ইষ্টিযজ্ঞ বা হবির্যজ্ঞের প্রকৃতি দর্শপূর্ণমাসেষ্টি।[২৪] পশুযজ্ঞের প্রকৃতি সোমযাগান্তর্ভূত অগ্নীষোমীয় পশুযাগ।[২৫]

---

২১ দেবতানির্বিৎ, পৃঃ ৬৪

২২ স এষ যজ্ঞঃ পঞ্চবিধোঽগ্নিহোত্রং দর্শপূর্ণমাসৌ, চাতুর্মাস্যানি পশুঃ সোমঃ —ঐ. আ. ২।৩।৩

তুঃ হবন, নির্বপন, সবন, সাদন, চয়ন, এইগুলি যজ্ঞের ভেদ—দেবতানির্বিৎ, পৃঃ ৬৪

তুঃ অগ্নীষোমীয়ঃ পশুস্ত্রীণি সবনানি, বশানুবন্ধ্যা তেন পাঙ্‌ক্তঃ (যজ্ঞঃ) দ্রষ্টব্য ব্রাহ্মণোদ্ধারকোষ পৃঃ ৬৫৫

২৩ যত্র কর্ত্তব্যং প্রকর্ষেণ কর্মান্তরনৈরপেক্ষ্যেণোপদিশ্যতে সা প্রকৃতিঃ। যত্র বিশেষ-রূপমেব কর্ত্তব্যং শ্রুত্যোপদিশ্যতে ইতরৎ সর্ব্বং কর্ম কর্মান্তরাদাতিদিশ্যতে সা বিকৃতিঃ —তা. ব্রা. (উপোদ্ঘাত-সায়ণ)

২৪ দর্শপূর্ণমাসাবিষ্টীনাং প্রকৃতিঃ—আপ. শ্রৌ. ২৪।৩।৩২

অবশ্য প্রকৃতপক্ষে শতপথব্রাহ্মণে প্রথমে আবার 'পূর্ণমাস' ইষ্টির বিধান করে পূর্ণমাসকেই প্রকৃতিরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২৫ যজ্ঞতত্ত্বপ্রকাশ, পৃঃ ৩৮

সোমযজ্ঞের প্রকৃতি জ্যোতিষ্টোম, এই জ্যোতিষ্টোমের মধ্যে যে বিভিন্ন ভেদ তার মধ্যে অগ্নিষ্টোমকেই প্রকৃতি বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে একদিনসাধ্য যে সোমযজ্ঞ তার প্রকৃতি এই অগ্নিষ্টোম। ব্রাহ্মণে অগ্নিষ্টোমকে সমস্ত সোমযাগের প্রকৃতিরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[২৬]

যজ্ঞের যে নাম পাওয়া যায় তা থেকে বোঝা যায় যজ্ঞের নামকরণ কখনও হব্যের নামে, যেমন অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, ইত্যাদি, কখনও কালানুসারে এই নামকরণ যেমন, গবাময়ন, চাতুর্মাস্য, দর্শপূর্ণমাস ইত্যাদি। কখনও আবার দেবতার নামোল্লেখের দ্বারাও যজ্ঞের নামের পরিচয় পাওয়া যায়—যেমন অগ্নীষোমীয় পশু, আশ্বিনক্রতু, আবার কখনও সংকল্পানুসারে এই যজ্ঞের নাম হয় যেমন বিশ্বজিৎ, সর্বজিৎ প্রভৃতি। এইভাবে যজ্ঞের নামকরণ ছাড়া কখনও কখনও অনুষ্ঠাতা এবং দ্রষ্টার নামানুসারে যজ্ঞের নাম পাওয়া যায়—যেমন অঙ্গিরসাং দ্বিরাত্রম্, কুণ্ডপায়িণাময়নম্—ইত্যাদি।[২৭] সোমযজ্ঞের নাম যজ্ঞে ব্যবহৃত প্রধান হব্য সোমকে লক্ষ্য করেই মনে হয়।[২৮] এখানে যজ্ঞীয় দ্রব্য সোমলতা—এই সোমলতার রসকে হব্যরূপে নিয়ে সোমযজ্ঞ নিষ্পন্ন হয়। অবশ্য সোমযজ্ঞ বা সোমযাগ এই কথাটি যাজ্ঞিকের নিকট প্রসিদ্ধ, কিন্তু এই যজ্ঞের মুখ্য যে নাম তা হচ্ছে জ্যোতিষ্টোম। 'ত্রিবৃৎ' প্রভৃতি স্তোম যার জ্যোতিস্বরূপ তাই-ই জ্যোতিষ্টোম।[২৯] স্তোম হচ্ছে সাধারণতঃ সামমন্ত্র-সমূহ। এই সামমন্ত্রসমূহ বিভিন্ন প্রকারের—কখনও ত্রিবৃৎ বা ত্রিরাবৃত্ত এবং নয় সংখ্যক, কখনও এগুলির নাম সামসংখ্যাকে অবলম্বন করেই—যেমন পঞ্চদশ, সপ্তদশ, একবিংশ প্রভৃতি। এই জ্যোতিষ্টোম নামক যে সোমযাগ তা সাত প্রকার। প্রকৃতপক্ষে জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের চারটি ভেদ—অগ্নিষ্টোম, উকৃথ্য, ষোড়শী, অতিরাত্র, এই চারটি অনুষ্ঠান থেকেই আবাপ-উদ্বাপক্রমে অনুষ্ঠান বৈচিত্র্যে আরও তিন প্রকার অনুষ্ঠানের উৎপত্তি হয়—সেগুলি যেমন অত্যগ্নিষ্টোম, বাজপেয় এবং আপ্তোর্যাম—এইভাবে সর্বমিলিয়ে সোমযজ্ঞকে সাত

২৬ তা. ব্রা. ৬।১
ঐ. ব্রা. ৩।১৪

২৭ যজ্ঞতত্ত্বপ্রকাশ, পৃঃ ৫৭

২৮ বহুনামিষ্টিপশূনাং সত্যপ্যনুষ্ঠানে তেষামঙ্গত্বাৎ সোমদ্রব্যকযাগস্যৈব প্রাধান্যাৎ সোমযাগ ইতি ব্যবহারঃ। যজ্ঞতত্ত্বপ্রকাশ, পৃঃ ৫৭

২৯ ত্রিবৃৎ পঞ্চদশঃ সপ্তদশ-একবিংশ এতানি বাব তানি জ্যোতীংষি যত্র তস্য স্তোমঃ—তৈ. ব্রা. ১।৫।১১
জ্যোতীংষিস্তোমা যস্য স জ্যোতিষ্টোমঃ—তা. ব্রা. ৪।১।১৬, ৭
তুঃ কা. শ্রৌ.—১০।৯।২৫, ২৭

প্রকার বলা যেতে পারে। এখানে আবাপ বলতে অনুষ্ঠানক্রমের আধিক্য বা বাড়ানোকে এবং উদ্বাপ বলতে অনুষ্ঠানক্রমের ন্যূনতা বা কমানোকে বোঝানো হয়েছে। যেমন অগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শী, এই হচ্ছে অনুষ্ঠানক্রমপরম্পরা। এখন যদি অগ্নিষ্টোম অনুষ্ঠানের পর উক্থ্যানুষ্ঠান না করে ষোড়শী অনুষ্ঠান করা হয় তাহলে এইরকম অনুষ্ঠানপ্রকারকে অত্যগ্নিষ্টোম সংজ্ঞক অনুষ্ঠান বলা হয়।[৩০] এই যে সোমযজ্ঞের অবান্তর ভেদগুলির কথা বলা হ'ল সেগুলির নামকরণ সংস্থার নামানুসারে। সংস্থা শব্দটি অনুষ্ঠান-সমাপ্তিকে বোঝায়। অর্থাৎ যজ্ঞসমাপ্তিতে যে অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানের নাম লক্ষ্য করেই যজ্ঞের এখানে নামকরণ করা আছে। যেমন 'যজ্ঞাযজ্ঞীয়' সংজ্ঞক অগ্নিষ্টোম সাম দ্বারা যে যজ্ঞের সমাপ্তি হয় সেই যজ্ঞই অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ, এইভাবে উক্থ্য, ষোড়শী, প্রভৃতি নামও বিচার্য।[৩১]

যাই হোক, যজ্ঞের যে প্রধান তিনটি ভাগ ইষ্টিযজ্ঞ বা হবির্যজ্ঞ, পশুযজ্ঞ এবং সোমযজ্ঞ সেখানে হব্যনাম নিয়েই যজ্ঞের ভাগ করা হয়েছে বলে মনে হয়। এই হবির্যজ্ঞ যেমন অগ্নিহোত্রাদি নামভূষিত, তেমনি সোমযজ্ঞের নাম জ্যোতি-ষ্টোম প্রভৃতি বলা হয়ে থাকে। এই সোমযজ্ঞের কালানুসারে ভেদের কথা জানা যায় যেমন—সাদ্যস্ক্র, একাহ, অহীন এবং সত্র। যে সোমযজ্ঞে সংকল্প গ্রহণ অর্থাৎ সোমযাগজন্য প্রথম অনুষ্ঠান থেকে আরম্ভ করে অবভৃথ বা সোম-যাগান্ত অনুষ্ঠান একই দিনে সম্পন্ন হয় তাই 'সাদ্যস্ক্র' নামে পরিচিত।[৩১ক] একাহ হচ্ছে একদিনসম্পন্ন সোমযাগ। অর্থাৎ ঐকাহিক সোমযজ্ঞে সোমসবন মাত্র একদিনই। দীক্ষাগ্রহণ প্রভৃতি যে আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান সেগুলি পূর্ব পূর্বদিনে অনুষ্ঠিত হয়। এইরকম ভাবে যে সোমযজ্ঞে দুইদিন সোমসবন হয় তা 'দ্ব্যহঃ' বা 'দ্বিরাত্র' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত, এবং 'দ্ব্যহ' থেকে আরম্ভ করে যথাক্রমে 'ত্রিরাত্র' বা ত্র্যহঃ, চতূরাত্র বা 'চতুরহ' এইরকমভাবে একাদশরাত্র পর্যন্ত যে সোমযজ্ঞ তাই অহীন সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। দ্বাদশাহাত্মক যে সোমযাগ সেটি যেমন অহীন সংজ্ঞক তেমনি সত্রসংজ্ঞক দুই-ই—সাধারণতঃ ত্রয়োদশরাত্রি বা ত্রয়োদশাহ থেকে আরম্ভ করে সহস্র সংবৎসর যাবৎ অনুষ্ঠানকে সত্রানুষ্ঠান বলা হয়। এই সত্রানুষ্ঠানকে

৩০ "অগ্নিষ্টোমস্তোত্রানন্তরমুক্থ্যমকৃত্বা যত্র ষোড়শী ক্রিয়তে সোঽত্যগ্নিষ্টোমসংজ্ঞকঃ ক্রতুঃ।" "তত্রৈবাগ্নিষ্টোমে রাজন্যস্য ষোড়শিনং গৃহ্ণীয়াৎ ইতি আগ্নিমারুতাদূর্ধ্বং ষোড়শীগ্রহস্য স্তুতশস্ত্রে যদা ভবতস্তদাঽসোঽত্যগ্নিষ্টোম ইত্যুচ্যতে।" কা.শ্রৌ., পৃঃ৪৩

৩১ অগ্নিষ্টোমসাম্না যজ্ঞাযজ্ঞিয়াখ্যেন যজ্ঞসমাপ্তির্যত্র সোঽয়মগ্নিষ্টোমঃ—কা.শ্রৌ., পৃঃ ৪৩

৩১ক যজ্ঞতত্ত্বপ্রকাশ, পৃঃ ৫৫

আবার 'রাত্রিসত্র' এবং 'কেবলসত্র' এইরকম ভাবে ভাগ করা হয়। ত্রয়োদশরাত্র থেকে শতরাত্র পর্যন্ত যে অনুষ্ঠান তাই 'রাত্রিসত্র' এবং তার উর্দ্ধে অনুষ্ঠানগুলিকে 'কেবলসত্র' বলা হয়।[৩২] সত্রানুষ্ঠান হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী, এবং সত্রানুষ্ঠানই যজ্ঞের আনন্ত্যের জ্ঞাপক। এইরকম সোমযজ্ঞের ভেদ ছাড়া অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, সর্বমেধ, রাজসূয় প্রভৃতি যজ্ঞগুলি সোমযজ্ঞেরই অন্তর্ভূত বলা হয়। অগ্নিচয়নও বিকল্পে সোমযজ্ঞেরই অন্তর্গত বলা হয়। এই সমস্ত অনুষ্ঠান ছাড়াও 'সব' নামক একপ্রকার অনুষ্ঠানের কথা পাওয়া যায় সেগুলিও সোমযজ্ঞের অন্তর্গত। সংখ্যায় এগুলি বারোটি।[৩৩]

উপরোক্ত যজ্ঞের যে বিস্তৃত রূপের পরিচয় দেওয়া হ'ল তা থেকে সহজেই সোমযজ্ঞের ব্যাপকতার কথা অনুমান করা যেতে পারে। যজ্ঞের দেবতা এবং দ্রব্যের মধ্যে যদি শ্রেষ্ঠত্বের ইঙ্গিত না থাকতো তাহলে বৈদিক সমাজ এই যজ্ঞ-বিষয়ে এত মুখর হ'ত না এবং যদি সোম শব্দের অর্থ শুধু লতামাত্রেই পর্যবসিত থাকতো তাহলে ঐ দ্রব্যের অভাবে পরবর্তী যুগেও এই সোমযজ্ঞই প্রাধান্য পেত না। ব্রাহ্মণাদিতে যদিও এই সোমযজ্ঞের কথা এবং অনুষ্ঠানপদ্ধতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে তবুও আমরা ঋক্‌সংহিতার মধ্যেই সোমযজ্ঞ সম্বন্ধে একটা পরিপূর্ণ ধারণা পেতে পারি এবং এই ঋক্‌সংহিতার মধ্যে সোমযজ্ঞের সম্বন্ধে[৩৪] সাধারণ

৩২ একাহ যেমন—জ্যোতিষ্টোম, গোষ্টোম, আয়ুষ্টোম, অভিজিৎ ইত্যাদি।
অহীন যেমন—দ্বিরাত্র, ত্রিরাত্র, চতুরাত্র, পঞ্চরাত্র ইত্যাদি অতিরাত্র সংজ্ঞক যাগ।
সত্র যেমন—গবাময়ন প্রভৃতি—কা. শ্রৌ., পৃঃ ৪৫
যজ্ঞতত্ত্বপ্রকাশ, পৃঃ ৫৫

৩৩ বৃহস্পতিসব, বৈশ্যসব, ব্রাহ্মণসব, সোমসব, পৃথিসব, গোসব, ওদনসব, মরুৎস্তোম, অগিষ্টুৎ, ইন্দ্রস্তুৎ প্রভৃতি। এগুলি অবশ্য একাহ সোমযাগেরই অন্তর্ভুক্ত। এই একাহ সোমযজ্ঞেরই বিভিন্ন প্রকারের বিস্তারিত বিবরণ শ্রৌতসূত্রাদিতে আছে এবং সেগুলি সংখ্যায় অনেক—যা সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠানের জটিলতাকেই স্মরণ করায়—সেই একাহ অনুষ্ঠানগুলির আবার বিভিন্ন সংজ্ঞাও সেখানে পরিচিত—যেমন, অনুক্রীঃ, শ্যেনঃ, ত্রিবৃৎ, ঈপ্সুযজ্ঞ, দ্বন্দ্বযজ্ঞ প্রভৃতি।
কা. শ্রৌ, ২২ অধ্যায়
'সব' কথাটির অর্থ আচার্য সায়ণ বলেন—"সূয়তে ঈশ্বরত্বেন (যজমানঃ) অভিষিচ্যতে এভিরিতি সবাঃ", যজ্ঞতত্ত্বপ্রকাশ, পৃঃ ১২৩

৩৪ The most important sacrifice in the Ṛgveda ritual is however the Soma-Sacrifice, and the picture of it that we get from the Ṛgveda is in essentials similar to that in the ritual excepting for variation in terminology. C. H. I., Vol. I, p. 248

ধারণা ছাড়াও সপ্তসংস্থাক জ্যোতিষ্টোমের অবান্তর ভেদ যে 'অতিরাত্র' নামক অনুষ্ঠান তারও উল্লেখ আছে।[৩৫] এ ছাড়া দীর্ঘকাল আগে থেকেই যে এই সোমযাগ প্রচলিত ছিল, তার পরোক্ষ ইঙ্গিত ঋকৃসংহিতার মন্ত্রে পাওয়া যায়।[৩৬] অনেকস্থলে সোমকে প্রাচীন, পুরাতন পিতা ইত্যাদি সম্বোধনে ভূষিত দেখি যা থেকে সোমচেতনার প্রাচীনত্বের কথা প্রমাণ হয়।[৩৭]

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতেও এই যজ্ঞটির প্রাচীনত্বের কথা প্রমাণ করা যায়। ইন্দো-ইরাণীয় ধর্মগ্রন্থ 'আবেস্তা'য় এই সোমযজ্ঞ উল্লিখিত আছে। আবেস্তার ভাষায় সোমযজ্ঞ হচ্ছে হৌমযস্ন।[৩৮] ইন্দো-ইউরোপীয় বংশধারার দুইটি গোষ্ঠী হচ্ছে ইন্দো-ইরাণীয় এবং ইন্দো-এরিয়। 'আবেস্তা' ও 'বেদ' এই দুইটি গ্রন্থের আলোচনার ভাষায় ঐক্য এবং ধর্মবোধের ঐক্যের কথা দেখে ধারণা করা যায় যে ঐ দুইটি শাখা একটি জাতিরূপে একসময় বসবাস করতো— কালক্রমে উভয়ের মধ্যে ভেদ এসে পড়ে। বেদ এবং আবেস্তা এই সাহিত্য দুটির যে কালে আবির্ভাব ঘটছে সেই দৃষ্টিতে বলা যায় যে ঐ জাতি দুটি তার খুব বেশী কাল আগে ভিন্ন হয়নি, কেননা দীর্ঘদিন আগেই যদি পার্থক্য আসতো তাহলে ধর্মীয় চেতনায় ঐরূপ ঐক্যের কথা ভাবা যেত না।[৩৯]

যাই হোক সোমযজ্ঞের প্রাচীনত্ব ছাড়াও আরও অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে। এই সোমযজ্ঞের নাম হব্যানুসারে যাজ্ঞিকদের নিকট প্রসিদ্ধ ও পরিচিত হলেও প্রকৃতপক্ষে নাম হচ্ছে 'জ্যোতিষ্টোম'। 'জ্যোতিষ্টোম' শব্দটির ব্যাখ্যা আগেই বলা হয়েছে—অনেকস্থলে আবার এই সংজ্ঞাটির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—'বিরাট' বা 'জ্যোতি'র স্তুতি করা হয় বলে 'জ্যোতিষ্টোম' এই সংজ্ঞা। 'বিরাট' হচ্ছে দশাক্ষর বিশিষ্ট বৈদিক ছন্দ। এই সোমযজ্ঞে ব্যবহৃত

৩৫ The 'Atirātra' is essentially an ancient rite, it is referred to by name in the Ṛgveda—(Pv. VII. 103, 7)

Keith, Tai. Saṁ. (Tra.), p. CXVII

৩৬ যেনা নঃ পূর্বে পিতরঃ পদজ্ঞাঃ—ঋ. ৯।৯৭।৩৯
Cf. Ṛgvedic Culture, p. 508

৩৭ পিতৈষাং প্রত্নোঽভিরক্ষতি ব্রতম্—ঋ. ৯।৭৩।৩
এষ প্রত্নেন জন্মনা দেবো দেবেভ্যঃ সুতঃ—ঋ. ৯।৩।৯ Cf. ঋ. ৯।৪২।২, ৯।৫৪।১

৩৮ RPVU, p. 34

৩৯ The extraordinary similarity of view as of speech indeed makes it hard to believe in any early separation of these two branches of the Indo-European family, and suggests that they must have continued to be in close touch with one another until a comparatively late period.

Keith, RPVU, p. 32

মন্ত্রসমূহের বিন্যাসরীতি এমনই যা থেকে অনুমান করা যেতে পারে 'বিরাট' নামক ছন্দের মহিমাকে পরোক্ষভাবে স্তুতি করার জন্যই যেন এই যজ্ঞের প্রবৃত্তি।[৪০] অগ্নিষ্টোমে স্তোত্রগত মন্ত্র সংখ্যা ১৯০। ৯০টি মন্ত্রে দশটি ত্রিবৃৎস্তোম। ত্রিবৃৎ হচ্ছে ত্রিরাবৃত্ত নয়মন্ত্রাত্মক। আরও ৯০টি মন্ত্রে ঐরূপ দশটি ত্রিবৃৎস্তোম। বাকী দশটি মন্ত্রে একটি ত্রিবৃৎ। এটি একবিংশতিতম ত্রিবৃৎ বা একবিংশস্তোম। এই স্তোম সম্বন্ধে বলা হয়েছে, এটি সর্বোপরি আদিত্যের ন্যায়ই শোভা পায়।[৪১] সুতরাং বলা যেতে পারে প্রকৃতপক্ষে সোমযজ্ঞের লক্ষ্যই হচ্ছে জ্যোতি।[৪২] জ্যোতিষ্টোমের যেগুলি অবান্তরভেদ সেখানেও হব্য বা সোমের নাম নেই—উপরন্তু সেই ভেদগুলির যা প্রকৃতি তার নাম 'অগ্নিষ্টোম'। এখানেও 'অগ্নি' এই শব্দটি লক্ষণীয়—যা পরোক্ষভাবে জ্যোতিরই পোষক। এই প্রকৃতিভূত 'অগ্নিষ্টোম'কে বলা হয়েছে জ্যেষ্ঠযজ্ঞ বা শ্রেষ্ঠযজ্ঞ।[৪৩] কখনও কখনও এই অগ্নিষ্টোমকেই সমস্ত প্রকার যজ্ঞের মূল বা প্রকৃতিরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অর্থাৎ এই অগ্নিষ্টোমেই সমস্ত যজ্ঞের অন্তর্ভাব আছে এইরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সোমযজ্ঞের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল যজ্ঞমণ্ডপে সোম যেমন দেবতা তেমনি দ্রব্যরূপেও বিরাজমান। সোমদ্রব্য অর্পণ করে সোমদেবতাকে লাভ করা—এইভাবে বিচার করলে পরোক্ষভাবে দেবতার মাধ্যমেই দেবতাকে পাওয়া, এই কথা ব্যক্ত হয়। কেননা দ্রব্যরূপী যে সোম তা দেবতা সোমেরই প্রতিনিধি ; সোমেরই তা মর্ত্যরূপ। অনেকে মনে করেন ঋক্‌সংহিতার পবমানমণ্ডলে দ্রব্য ও দেবতারূপে সোমের পার্থক্য করা হয়েছে।[৪৪] কিন্তু আমাদের ধারণা ঋষির সৌম্য চেতনা সবসময়ই উভয়কে ব্যাপ্ত করে। সেইজন্যই হয়তো পবমান

See Taraparewala, Selection from Avesta, p. 14
জরথুশ্‌ত্রধর্ম, যোগীরাজ বসু

৪০ কিং জ্যোতিষ্টোমস্য জ্যোতিষ্টোমত্বমিত্যাহুর্বিরাজং সংস্তুতঃ সম্পাদ্যতে বিরাড়্‌ বৈ ছন্দসাং জ্যোতিঃ—তা. ব্রা. ৬।৩।৬
অগ্নি ঊর্দ্ধে গিয়ে জ্যোতিঃস্বরূপ হ'ন তাই জ্যোতিষ্টোম বা জ্যোতিস্তোম।
রামেন্দ্ররচনাবলী ৫ম, পৃঃ ২০৫

৪১ রামেন্দ্ররচনা ৫ম, পৃঃ ২৩৩

৪২ তা. ব্রা. ৬।৩।৮, এষ বা প্রথমো যজ্ঞিয়ানাম্—তা. ব্রা. ১৬।১।২

৪৩ ঐ. ব্রা. ৩।১৪, এষঃ প্রথমঃ সোমঃ—কা. শ্রৌ. ১০।৯।২৫

৪৪ It is further notable that Soma deity is here represented as the purifier of the flowing juice, such distinction between the juice and deity being a special feature of the Pavamana hymns.
SHR, Pt. II, p. 38

বা ক্ষরৎ সোমকে লক্ষ্য করেই ঋষির স্তুতি, যার অচ্ছেদ চলমানতায় দৈবীবিলসন ঋষির কাছে প্রত্যক্ষ হয় এবং এইজন্যই দ্রব্য এবং দেবতা এই দুইটিই ঋষির নিকট পরম আদরণীয়।

সোমযজ্ঞে যদিও প্রধান হব্য বা দ্রব্য সোম, তবুও হবির্যজ্ঞে বা পশুযজ্ঞে ব্যবহৃত হব্যগুলিও এখানে বিদ্যমান। সোমযজ্ঞে সোমসবনের দিন, দধি, দুগ্ধ ও যব সোমরসে মেশানো হ'ত—ঐ দিনই তৃতীয় সবনে ধানা, করম্ভ প্রভৃতি দ্রব্যেরও ব্যবহার হত সোম দ্রব্যের সঙ্গে—এ ছাড়া ঘৃত ও মধু ইত্যাদি দ্রব্যের যোগের কথা আগেই বলা হয়েছে—যেগুলি অন্যান্য ইষ্টিতে বা হবির্যজ্ঞে ব্যবহৃত হ'ত। এই সোমযাগের মধ্যেই অগ্নি এবং সোম এই দুই দেবতাকে লক্ষ্য করে একটি পশুযাগও বিহিত আছে। অবশ্য এ ছাড়া আরও দুইটি পশুযাগের কথা সোমযজ্ঞে জানা যায়। সুতরাং অন্যান্য যজ্ঞে ব্যবহৃত যে সমস্ত দ্রব্য সেগুলি সবই এই সোমযজ্ঞে ব্যবহৃত হত একথা জানা গেল।

সোমযজ্ঞের এই বৈশিষ্ট্য অন্যযজ্ঞবিলক্ষণ, আবার এই সোমযজ্ঞের মধ্যেই ইষ্টি, পশু ও সোম এই তিন প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠানের ইঙ্গিত স্পষ্ট। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে বলা আছে, হবির্যজ্ঞের দ্বারা দেবতাগণ পৃথিবীলোক জয় করেছিলেন, পশুযজ্ঞের দ্বারা অন্তরিক্ষলোক এবং সোমযজ্ঞের দ্বারা দ্যুলোক জয় করেছিলেন। তিন প্রকার যজ্ঞ, তিন প্রকার লোকবিজয়ের ইঙ্গিতবহ।[৪৫] এই যে যজ্ঞভেদে ভিন্ন ভিন্ন লোকপ্রাপ্তি তা কেবল সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই হ'তে পারে, একথাও বলা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে আরও একটি মন্তব্য করা যেতে পারে এই যে সোম যেমন সোমযজ্ঞের দেবতা তেমনি অন্যান্য যজ্ঞেও সোমকে দেবতারূপে দেখি। ইষ্টিযজ্ঞের প্রকৃতি যে দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞ সেখানে অগ্নির সঙ্গে সোম দেবতারূপে স্তুত হ'ন।[৪৬] পশুযজ্ঞের প্রকৃতি অগ্নীষোমীয় পশু যার অন্তর্ভাব সোমযজ্ঞে আছে, এ ছাড়া 'চাতুর্মাস্য' নামক যে ইষ্টি সেখানেও সোম দেবতা রূপে পরিচিত আছেন।[৪৭] এমন কি প্রতিটি যজ্ঞের জন্য যে অগ্ন্যাধান অনুষ্ঠান সেই অগ্ন্যাধানের তৃতীয় ইষ্টিতে সোমদেবতার উদ্দেশ্যে আজ্যভাগ বিহিত আছে। আবার সোমযজ্ঞে সোম দেবতা ছাড়াও অন্যান্য দেবগণও বিরাজ করেন। সুতরাং সোমযজ্ঞে অন্যান্য দেবতার স্থিতি এবং

৪৫ হবির্যজ্ঞৈ বৈ দেবা ইমম্ লোকমভ্যজয়ন্, অন্তরিক্ষং পশুমদ্ভিঃ সৌমেরমুম্
Phillips, The Teaching of the Vedas, p. 192

৪৬ কা. শ্রৌ. ২।৫।১৫

৪৭ সৌম্যশ্চরু—কা. শ্রৌ. ৫।১।৪
অনির্বাণ, বেদমীমাংসা ১ম, পৃঃ ৭৪

অন্যান্য যজ্ঞে সোমদেবতার উপস্থিতি ও সোমযজ্ঞের মধ্যেই অন্যান্য যজ্ঞীয় হবির ব্যবহার দেখে সহজেই বলা যেতে পারে যে সোমযজ্ঞের এবং সোমের বৈশিষ্ট্য অন্যযজ্ঞবিলক্ষণ এবং অন্যদেববিলক্ষণ। দেবতাদের যজ্ঞপ্রাপ্তি কিভাবে হয়েছে এই উপাখ্যানের আলোচনা করতে গিয়ে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান ধারার তাৎপর্যই আলোচনা করা হয়েছে।[৪৮] এ ছাড়া অগ্নিষ্টোম নামক যে সোমযাগ সেটিকে যেমন সোমযাগের প্রকৃতি বলা হয় সেইরকম এই অগ্নিষ্টোমযজ্ঞে পশুযজ্ঞের যেটি প্রকৃতি সেই অগ্নীষোমীয় পশুযাগও বিহিত, সুতরাং একটি যজ্ঞে দুই প্রকার প্রকৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান সোমযজ্ঞের প্রাধান্য এবং গুরুত্বের কথাই স্মরণ করায়।

সোমযজ্ঞের আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অগ্নি এবং সোমের মিলন। অগ্নি তেজঃ স্বরূপ, সোম রস স্বরূপ; সাধারণ দৃষ্টিতে বলা যায়, রস পুষ্টির কারণ, তেজ এই পুষ্টির বিবর্তন বা বিবর্দ্ধন ঘটায়। রসের মধ্যে শক্তি সঞ্চিত বা সম্ভৃত, তেজে শক্তির প্রকাশ। এই তেজই রস আহরণের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে রস সঞ্চয়ের সংহায়ক হয়। জগদাবর্তনে এই দুইয়েরই উপস্থিতি একান্তভাবেই প্রয়োজন। সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠানের মধ্যে এই জগদ্ বিবর্তনের মূলতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।[৪৯] সোমযজ্ঞের বেদীমধ্যে অগ্নির সংখ্যা তাই অনেক।

সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান যে বহু প্রাচীন তার আলোচনা আগেই করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য এই যে সোমযজ্ঞানুষ্ঠান কেবল মর্ত্যেই নয়, দেবতারাও এই সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান বা সোমসবন করতেন, তার উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐতরেয় ব্রহ্মণে আছে প্রজাপতি নিজে সোমযজ্ঞ করেন এবং অনুষ্টুভ্ নামক ছন্দকে সোমযজ্ঞের অগ্রমুখে স্থাপন করেন।[৫০] প্রজাপতি এই সোম সৃষ্টি করেছিলেন।[৫১] প্রজাপতি কন্যা সীতা সোমকে বশীভূত করার জন্য আভিচারিক অনুষ্ঠান করেছেন একথারও উল্লেখ আছে।[৫২] সবিতা এই

[৪৮] ঐ. ব্রা. ৩।১৫

[৪৯] The union of Agni and Soma, of Anna and Annāda, of Yoshā and Vṛshā (Male-Female) i.e. of Energy and Matter, or Heaven and Earth (Dyāvāpṛthivī) means the complete rotation of the wheel of the cyclic process of life called yajna—East and West, Vol. II, March 1960.

(Fire in the Ṛgveda—by V.S. Agrawala)

[৫০] ঐ. ব্রা. ৩।১২

[৫১] তৈ. ব্রা. ২।৩।১০

[৫২] তৈ. ব্রা. ২।৩।১০

সোম উৎপাদন করেন।[৫৩] সূর্য কন্যা শ্রদ্ধা সোম আহরণ করেন এবং পবিত্র করেন।[৫৪] এই সোম ওষধিরূপে বৃহস্পতি কর্তৃক প্রেরিত বা প্রসুত সে বিষয়েও উল্লেখ আছে।[৫৫] ত্বষ্টা ইন্দ্রকে আহ্বান না করেই সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন তার কথাও ব্রাহ্মণাদিতে পাওয়া যায়।[৫৬] শুধু দেবতাগণই নয় বহু প্রাচীনকাল থেকেই ঋষিরাও এই সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছেন সে বিষয়ে প্রমাণ আছে।[৫৭] ত্রিতআপ্ত্য একজন ঋষি যিনি সোমযজ্ঞ অনুষ্ঠান করে ইন্দ্র কর্তৃক উদ্ধার পেয়েছিলেন।[৫৮] অত্রিসুতা অপালা সোমসবন করে ইন্দ্রের প্রীতি অর্জন করেছিলেন[৫৯] এবং সূর্যত্বক্ অর্থাৎ সূর্যসদৃশকান্তিবিশিষ্ট হয়েছিলেন। একটি উপাখ্যানে আদিত্যগণ ও অঙ্গিরস্গণ কর্তৃক সোমযাগের অনুষ্ঠানের বর্ণনা আছে।[৬০]

উপরোক্ত মন্তব্যগুলি থেকে সহজেই সোমযজ্ঞের প্রাধান্যের কথা অনুমান করা যেতে পারে। অন্য কোনো যজ্ঞের অনুষ্ঠান বিষয়ে দেবতা ও ঋষিগণের এই উদ্যোগ দেখা যায় না।

এই সোমযজ্ঞের আলোচনা প্রসঙ্গে সোমাহুতি বিষয়টিও লক্ষণীয়। অন্যান্য হব্যের উৎসর্গের এবং সোমহব্যের উৎসর্গের মধ্যে সহজেই পার্থক্য ধরা পড়ে। সোমকে আহুতিযোগ্য করার জন্য সোমের সংস্কারের প্রয়োজন। এই সোম-দ্রব্যের সংস্কার যেমন দ্রব্যান্তর-সংযোগে বা মিশ্রণে তেমনি সামগানের ব্যবহারেও এই সোম পবিত্রীকৃত হত। প্রধানতঃ সোমযজ্ঞেই ব্যাপকভাবে সামগানের ব্যবহার হত। সোমকে কিভাবে সংস্কার করা হত তার উল্লেখ ঋক্‌সংহিতায় পবমান মণ্ডলেই পাওয়া যায়। সোমযজ্ঞে সোমসবন বা সোমলতা থেকে রস নিষ্কাশনের পর অভিষুত সোম ধারার আকারে ক্ষরিত হত, এই ক্ষরৎ সোমকে সংস্কৃত করার জন্য যথারীতি বিভিন্ন দ্রব্য এই সোমের সঙ্গে মেশানো হত, সেগুলি দধি, দুগ্ধ, যব, ঘৃত, মধু প্রভৃতি—সর্বপ্রথম অবশ্য জলের সঙ্গে সোমের মিশ্রণ ঘটে—এবং এই মিশ্রণকেই মার্জন বলা হত।[৬১] এই সোমসবন

---

৫৩ ঋ. ৫।৫৪।২

৫৪ ঋ. ৯।১।৩, ৯।১১৩।৩

৫৫ ঋ. ১০।৯৭, তুঃ উপযাম গৃহীতোঽসি বৃহস্পতিসুতস্য—বা. যজু. ৮।৯

৫৬ শ. ব্রা. ১২।৭।১।১-৩

৫৭ ঋ. ১০।৯০।৭

৫৮ স তত্র সুষুবে সোমং মন্ত্রবিৎ মন্ত্রবিত্তমঃ—বৃহদ্দেবতা ৩।১৩২, ১৩৩

৫৯ বৃহদ্দেবতা—৬।৯৯-১০৬

৬০ বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি, পৃঃ ২১৬

৬১ অপ্সু মামৃজে—ঋ. ৯।২।৫, cf. ৯।৬৮।৯

যেন সোমদোহনই। কল্পনা করা হয় মনীষিগণ এই সোম দোহন করেন।[৬২] এই সোম দোহন করে অদ্রি বা গ্রাবা।[৬৩] ঘর্ষণপূর্বক সোম সবনের কথাও উল্লিখিত দেখি।[৬৪] এইভাবে সুত ও মার্জিত সোমকে পবিত্র করা হত স্তোত্রোচ্চারণ বা সামগানের মাধ্যমে। এইরকম ভাবে সোম যখন পরিস্রুত অবস্থায়, তখন সেই পরিস্রুত সোমকে সূর্যদুহিতা পবিত্র করেন।[৬৫] যজ্ঞে পুতভৃৎ নামক কলসে সোমরস যখন ঢালা হ'ত তখন সামগান হ'ত। সোমরস কলস থেকে কলসান্তরে ঢালার সময় যে ছাঁকনি ব্যবহার করা হ'ত সেটির সংজ্ঞা পবিত্র। পবমান সোমকে সামগানের দ্বারা একটি কলস থেকে পবিত্র সহায়ে পুতভৃৎ নামক কলসে স্থানান্তরিত করার মধ্যে সোমের পাবনের কথাই বোঝা যায়। এইভাবে সোম একটি স্বতন্ত্র হব্যরূপে জ্যোতির্ময়রূপে সৃষ্ট হ'ত। সংহিতায় 'সৃজ্যতে' এই পদটির ব্যবহারও এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়।[৬৬] অতএব বলা যেতে পারে যে সোম আহুতিরূপে ব্যবহৃত হবার জন্য অভিষুত, হব্য মিশ্রিত, মার্জিত, পূত এবং ক্ষরিত হ'ত—এইগুলিই এই দ্রব্যের সংস্কার। অন্য কোনো হব্য বিষয়ে ঋষির দৃষ্টি এতখানি সজাগ ছিল না, সেজন্য হব্যরূপেও সোম ঋষির দৃষ্টিতে যে বৈশিষ্ট্যসমন্বিত একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই যে সোমের প্রতি ঋষির অনন্যসাধারণ দৃষ্টি এ বিষয়ে সংহিতায় অনেক উক্তিই প্রমাণ বলে গণ্য হ'তে পারে। সোমের কথা বলতে গিয়ে ঋষি বলেছেন—এই যে সোম সেই সোম সাতটি ধীতি বা ধ্যানচেতনার দ্বারা প্রেরিত হয়।[৬৭] এখানে পরোক্ষভাবে বাক্ বা ছন্দের দ্বারা সোম প্রেরিত হয় সেই কথাই ধ্বনিত হয়। কারণ ঋক্সংহিতায় মুখ্য ছন্দ সাতটি—এই প্রধান সাতটি ছন্দের মাধ্যমেই ঋষির বাক্ উল্লসিত—সোমের স্তুতি করতে গেলে এই ছন্দগুলিই অবলম্বন। সোমের মার্জনের প্রসঙ্গেও বলা হয়েছে 'মৃজন্তি সপ্তধীতয়ঃ' (ঋ. ৯।১৫।৮), তখনও ঐ একই কথা ব্যক্ত হয়। সোম স্থাপিত হয়েছে ঋষির দ্বারা, মতির দ্বারা এবং ধীতির দ্বারা।[৬৮] এই সোম নৃশক্তির দ্বারাই প্রেরিত হয়।[৬৯] সূর্যের আসিরেক

[৬২] হস্তৈর্দুদুহুর্মনীষিণঃ—ঋ. ৯।৭৯।৪
[৬৩] পবতে অদ্রিদুগ্ধঃ—ঋ. ৯।৯৭।১১
[৬৪] ত্বং তা মদায় ঘৃষ্বয়ে—ঋ. ৯।২।৮
[৬৫] পুনাতি তে পরিস্রুতং সোমং সূর্যস্য দুহিতা—ঋ. ৯।১।৬
[৬৬] ঋ. ৯।৮৪।৩
[৬৭] হিন্বন্তি সপ্তধীতয়ঃ—ঋ. ৯।৮।৪
[৬৮] ঋষিভির্মতিভির্ধীতিভির্হিতম্—ঋ. ৯।৬৮।৭
[৬৯] নৃভির্যতো বিনীয়সে—ঋ. ৯।২৪।৩

দ্বারা মার্জিত হয়ে এই সোম উজ্জ্বল হয়।[৭০] সোমই যজ্ঞের উত্তম হবি এবং স্বর্গের অমৃত।[৭১] সোমই স্বয়ং যজ্ঞের আত্মা।[৭২] এই যজ্ঞের মাধ্যমেই বর্ধন হয় সোমের।[৭৩] সোম জ্যোতিরূপে যজ্ঞেরই জ্যোতি।[৭৪] স্তোত্রের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করেন এই সোমই (দধৎ স্তোত্রে সুবীর্য্যম্—ঋ. ৯।৬।৩০), আবার এই সোম যজ্ঞের আহুতি এবং স্তোত্রের দ্বারাই সমৃদ্ধ হ'ন। এইজন্য 'গিরাবৃধ' এবং 'আহুতিবৃধঃ' এই শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।[৭৫] এই সমস্ত উদ্ধৃতিগুলি প্রমাণ করে যে অন্যান্য হব্যের চেয়ে সোমের বিষয়ে ঋষির দৃষ্টি স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

এ ছাড়া সোমযজ্ঞের যে সাধারণ পরিচয়, তা থেকে এই যজ্ঞ যে অনন্ত-স্বরূপ তার পরিচয় পাওয়া যায়। সোমযজ্ঞের প্রকৃতিভূত যে অগ্নিষ্টোম, সেই অগ্নিষ্টোমের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান এবং অন্ত অনুষ্ঠান একই প্রকার। এই সোমযজ্ঞের আদিও নাই অন্তও নাই—অগ্নিষ্টোমে যে 'যজ্ঞাযজ্ঞীয়' নামক স্তোত্র উচ্চারণ করা হ'ত তার মধ্যেও এই কথার উল্লেখ আছে।[৭৬] যজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত যে অনুষ্ঠানগুলি মুখ্য, সেগুলির তাৎপর্যও সোমযজ্ঞের মহিমার কথা ব্যক্ত করে। যজ্ঞের বিবরণ আলোচনার সময় যথাস্থানে সেই অনুষ্ঠানগুলির তাৎপর্য আলোচনা করা হয়েছে।

এইভাবে এই কথা বলা যেতে পারে যে সোমযজ্ঞে সোমদ্রব্য, সোমদেবতা প্রভৃতির আলোচনায় যে বৈশিষ্ট্য জানা যায় তার থেকে সোমকে কেবলমাত্র সাধারণ দৃষ্টিতে বিচার করা যায় না।

সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান যে কিরূপ জটিল ও নানা ক্রিয়াবহুল ছিল তার কথা সোমযজ্ঞের প্রকৃতি যে অগ্নিষ্টোম তার আলোচনা করলেই বোঝা যায়। এই যজ্ঞের বিবরণ অবশ্য ব্রাহ্মণ এবং শ্রৌতসূত্রাদির মাধ্যমে জানতে পারা যায়।

---

৭০ যঃ সূর্য্যস্যাসিরেণ মৃজ্যতে—ঋ. ৯।৭৬।৪

৭১ দিবঃ পীযূষমুত্তমম্—ঋ. ৯।৫১।২

৭২ আত্মা যজ্ঞস্য—ঋ. ৯।৬।৮, তুঃ ঋ. ৯।৪৪।৬, ৯।৪৯।৩, ৯।৮৬।৭

৭৩ ত্বাং যজ্ঞৈরবীবৃধম্—ঋ. ৯।৪।৯, তুঃ ঋ. ৯।১০২।৮, ৯।৯৪।৪

৭৪ জ্যোতির্যজ্ঞস্য—ঋ. ৯।৮৬।১০, তুঃ ৯।১০৭।২৬

৭৫ ঋ. ৯।২৬।৬, ৯।৬৭।২৯
কখনও কখনও 'গিরা জাতঃ' অর্থাৎ স্তোত্রজাত এই কথাও বলা হয়েছে—ঋ. ৯।৬২।১৫

৭৬ যদস্য পূর্ব্বমপরং তদস্য যদ্বস্যাপরং তদ্বস্য পূর্ব্বম্। অহেরিব সর্পণং শাকলস্য ন বিজানাতি যতরৎ পরস্তাৎ—ঐ. ব্রা. ৩।১৪

সোমযজ্ঞের সাধারণ অনুষ্ঠানশৈলীর পরিচিতির জন্য এখানে 'অগ্নিষ্টোম' নামক, সোমযজ্ঞের প্রকৃতিভূতঅনুষ্ঠানের আলোচনা করছি।

অগ্নিষ্টোম একটি একাহ সোমযাগ। শুক্লযজুঃ সংহিতার চতুর্থ অধ্যায় থেকে আরম্ভ করে অষ্টম অধ্যায়ের দ্বাত্রিংশৎ কণ্ডিকা পর্যন্ত এই অগ্নিষ্টোমের মন্ত্র সংকলিত দেখা যায়।

এই যজ্ঞারম্ভের দুটি পক্ষ। বলা আছে 'আহিতাগ্নি' অর্থাৎ যিনি অগ্ন্যাধান করেছেন, এবং অনাহিতাগ্নি যিনি অগ্ন্যাধান করেন নি, দুইজনই সোমযজ্ঞে ব্রতী হ'তে পারেন। অনাহিতাগ্নি আগে অগ্ন্যাধান করবেন এবং ঐ সঙ্গে সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান করবেন। যদিও সোমযজ্ঞের আরম্ভের কাল নির্দিষ্ট,[৭৭] তথাপি অনাহিতাগ্নি সোমযাগ করার প্রবল আগ্রহে ঐ কালের অপেক্ষা নাও করতে পারেন। আর যিনি আহিতাগ্নি অর্থাৎ যথাকালে অগ্ন্যাধান করেছেন তিনি অগ্ন্যাধানের পর অগ্নিহোত্র দর্শপূর্ণমাস, এবং চাতুর্মাস্যাদির যথাকালে অনুষ্ঠান করার পর যথারীতি উপযুক্তকালে সোমযজ্ঞে ব্রতী হবেন।[৭৮]

এই সোমযজ্ঞে সকলেই অধিকারী ছিলেন না। এই অধিকার অর্জন করতে হ'ত।[৭৯] আবার যদি তিনপুরুষ ধরে বংশপরম্পরায় সোমানুষ্ঠান না হয়ে থাকে তাহলে দৌর্ব্রাহ্মণ্য এসে যায়, সেজন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'ত এবং এই প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করলে পর সোমযজ্ঞে অধিকারী হওয়া যে'ত।[৮০] এর থেকে ধারণা হয় যে সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান নিরবচ্ছিন্ন রাখাই ঋত্বিকদের বা বৈদিকদের উদ্দেশ্য ছিল।

সোমযজ্ঞে বিভিন্নরকম পাত্রাদির প্রয়োজন হ'ত। পাত্র, স্থালী, গ্রহ, চমস্, প্রভৃতি নামে এদের ব্যবহার। স্থালী মৃন্ময় পাত্র, গ্রহ দারুময় অর্থাৎ কাষ্ঠনির্মিত পাত্র। চমস্ সংখ্যায় দশটি।[৮১] গ্রহের দ্বারা সোমাহুতিকে গ্রহাহুতি এবং

---

৭৭ বসন্তেঽগ্নিষ্টোমঃ—কা. শ্রৌ. ৭।১।৫

৭৮ যজ্ঞতত্ত্বপ্রকাশ, পৃঃ ৫৬

৭৯ যজ্ঞতত্ত্বপ্রকাশ, পৃঃ ৫৬

৮০ ঐন্দ্রাগ্নং পুনরুৎসৃষ্টমালভ্য দ্বিপুরুষা সোমপীথিনঃ—কা. শ্রৌ. ৭।১।৬
(কাত্যায়ন মতে যজমানসহ তিনপুরুষ, আপস্তম্ব মতে যজমান ছাড়া তিনপুরুষ।)

৮১ চমসোদেবপানঃ—ঋ. ১০।১৬।৮ (দেবপানঃ শব্দটি সোমেরও বিশেষণরূপে ব্যবহৃত।)
—দশচমসানত্‌সবৃন্তানধঃ—কা. শ্রৌ. ৯।২।২২
স্থালী—আগ্রয়ণ, উক্থ্য, ধ্রুব ও আদিত্য এই চারটি গ্রহ প্রতি সবনেই ব্যবহৃত হয় আহুতির জন্য।
অতো নবোলুখলাশ্চতস্র স্থাল্যো দ্বৌ ঋতুগ্রহৌ স্রুঙ্‌মুখাকৃতী উভয়তোমুখৌ ইতি মিলিত্বা পঞ্চদশ পাত্রাণি—কা. শ্রৌ. পৃঃ ৪৯, তুঃ ঐ. ব্রা. ৭।৫

চমস দ্বারা সোমাহুতিকে চমসাহুতি বলা হ'ত। সোম সবনের জন্য ব্যবহার হ'ত অধিষবণ ফলক, এবং অধিষবণ চর্ম। সোমলতা পেষণ করার জন্য প্রস্তরখণ্ড, অদ্রি বা গ্রাবা ব্যবহার করা হ'ত। এগুলি সংখ্যায় পাঁচটি। এ ছাড়া সোমরস রাখার জন্য কয়েকটি কলস থাকতো. সেগুলি হচ্ছে আধবনীয় কলস, দ্রোণকলস এবং পুতভূৎ কলস। সোমরসকে পরিশুদ্ধ করার জন্য মেষলোম নিয়ে তৈরী ছাঁকনী বা দশাপবিত্র ব্যবহার হ'ত। এই পবিত্র উভয় দিকে দশাযুক্ত, অরত্নিমাত্র, প্রাদেশ সম্মিত এবং জীবিত মেষের উর্ণা দ্বারা নির্মিত।[৮২] এই পবিত্র সনাভি করতে হত, অর্থাৎ পবিত্রের মধ্যে ছিদ্র করে একটি মেষলোম-নির্মিত তন্তু লাগিয়ে রাখা হত, যার ফলে ধারাগ্রহ নেওয়ার সুবিধা হ'ত—এইটিই পবিত্রের নাভি।[৮৩] সোম ক্রয় করার পর সোমস্থাপনের জন্য থাকতো সম্রাড়াসন্দী। যজ্ঞবেদীতে রাখতে হত সোমবহনের জন্য সোমবাহী শকট—এই সমস্ত ছাড়া ইষ্টিযজ্ঞে ব্যবহৃত পাত্রাদিও থাকতো।

সোমরস যেভাবে নিষ্কাশিত হ'ত তা এইরূপ। সোমযজ্ঞের যে বেদী, তারমধ্যে যে দক্ষিণহবির্দ্ধানমণ্ডপ সেখানে সোমবাহী শকট থাকতো, সেই শকটের নীচে মাটিতে চারটি গর্ত করা হ'ত—যার নাম 'উপরব'। এই উপরবের উপর কুশ বিছিয়ে দেওয়া হ'ত—তার উপর রাখা হ'ত অধিষবণ ফলক।[৮৪]

---

৮২ কা. শ্রৌ. ৯।২।১৬
এই পবিত্র ছাড়া আরও একটি পবিত্র ঐ রূপই দ্রোণকলস থেকে সোমকে লঘু প্লবনের জন্য রাখা কাষ্ঠনির্মিত পরিপ্লবার উপর স্থাপন করতে হয়—কা. শ্রৌ. ৯।২।১৭

৮৩ কা. শ্রৌ. ৯।৫।১৩

৮৪ অধিষবণে দারুময়ে ফলকে—শ. ব্রা. ৩।৯।৪।১ (সায়ণ)
উপরবানামুপরি অস্থূলান্ প্রাগগ্রান্ উদগগ্রান্ বা দর্ভানাস্তীর্য অধিষবণফলকে উপদধাতি—অধি উপরি সূয়তে সোমঃ যয়োঃ—ঐ. ব্রা. ৭।৫।৭ (টীকা)
চর্মটির সংজ্ঞাও অধিষবণ—"অধিষবণং পরিকৃত্তং ভবতি"—শ. ব্রা. ৩।৫।৩।২২
তস্মিন্ গ্রাব্ণঃ পঞ্চ—কা. শ্রৌ. ৮।৫।২৪
অধ্বর্যু যখন সোমসবন করেন উপাংশুগ্রহের জন্য তখন যে পাথরটি ব্যবহার করা হয় তার নাম উপাংশুসবন—কা. শ্রৌ. ৯।৪।৫
তুঃ সর্বেঽধিষবণফলকাধারচর্মস্থসোমস্যোপরি গ্রাব্ণা প্রহরন্তি—
কা. শ্রৌ. ৯।৪।১৩ (টীকা)
উলূখলমুষলেও যে সোমাভিষব হ'ত তারও উল্লেখ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়।
যত্র গ্রাবা পৃথুবুধ্ন ঊর্ধ্বো ভবতি সোতবে।
উলূখলসুতানামবেদ্বিন্দ্র জল্গুলঃ—ঋ. ১।২৮।১-৪

অধিষবণ ফলক দুটি, একটির উপর আর একটি সংযুক্ত থাকতো। এই ফলক দুটির উপর রাখা হ'ত অধিষবণ চর্ম ও এই অধিষবণ চর্মের উপর সোমলতা নিয়ে পাথর দিয়ে আঘাত করা হ'ত। অভিষুত রস প্রথমে আধবনীয় কলসে রাখা হ'ত। আধবনীয় কলসের রস ছেঁকে নেওয়া হ'ত দ্রোণকলসে। আবার এই দ্রোণকলস থেকে সোম ঢালা হ'ত পূতভৃৎ কলসে। সোমরসে মেশানোর জন্য অভিষবের আগের দিন যে জল আনা হ'ত তার নাম 'বসতীবরী' অভিষবের দিন সকালবেলায় যে জল আনা হ'ত তার নাম 'একধনা'। এই দুইটি জল মিশিয়ে 'নিগ্রাভ্য' নামক জল প্রস্তুত করা হ'ত। সোমলতা পেষণের সময় সোমের আপ্যায়নার্থে এই জল ব্যবহার করা হ'ত—অর্থাৎ তখন ঐ লতায় জল ছিটান হ'ত।

এই সোমাভিষব পদ্ধতি যে অন্যপ্রকারও ছিল অনেকে একথা বলেন। অধ্বর্যু সোমলতাগুলি অধিষবণ চর্মের উপর নিয়ে অধিষবণ ফলকের উপর রাখতেন। এরপর পাথর দিয়ে আঘাত করা হলে অর্দ্ধপিষ্ট লতাগুলিকে দুই ফলকের মাঝে রেখে পুনরায় পাথর দিয়ে আঘাত করা হ'ত, এবং বসতীবরী কলস থেকে জল নিয়ে ছিটান হ'ত। এইভাবে রস প্রস্তুত হ'ত, এবং তারপর যথারীতি কলসে রাখা ও পবিত্র সহায়ে পবিত্র করা হ'ত।[৮৫]

সোমযজ্ঞে সবচেয়ে বেশী ঋত্বিকের প্রয়োজন হত। ঋত্বিকসংখ্যা ষোল জন। এই ষোলজন ঋত্বিক ছাড়াও 'সদস্য' নামক সপ্তদশ সংখ্যক ঋত্বিকের কথাও অনেকে বলেছেন। এখানে প্রধান ঋত্বিক অবশ্য চারজন এবং প্রত্যেকের আবার তিনজন করে সহকারী ঋত্বিক থাকতো—যেমন হোতার সহকারী ছিলেন মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবাক্ ও গ্রাবস্তুৎ; উদ্গাতার সহকারী তিনজন হলেন—প্রস্তোতা, প্রতিহর্তা ও সুব্রহ্মণ্য; অধ্বর্যুর সহকারী যেমন—প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা এবং উন্নেতা; এবং ব্রহ্মার সহকারী ছিলেন তিনজন যেমন—ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, আগ্নীধ্র এবং পোতা। এই ঋত্বিকগণ ছাড়াও আরও দশজন চমসাধ্বর্যুর প্রয়োজন হ'ত, সেই চমসীগণ হচ্ছেন যেমন—হোতা, ব্রহ্মা, উদ্গাতা, সুন্বেতা, প্রশাস্তা, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, পোতা, নেষ্টা, আগ্নীধ্র এবং অচ্ছাবাক্।[৮৬] লক্ষণীয় এই যে ঋত্বিকগণের এই সংখ্যা অনুষ্ঠানগত ব্যাপ্তির ইঙ্গিতবহ।

সোমযজ্ঞে যজ্ঞবেদীও বিপুলাকার। গৃহে এই যজ্ঞানুষ্ঠান সম্ভব হ'ত না,

৮৫ Ṛgveda (Tr.), Wilson, Appendix II

৮৬ এখানে অবশ্য লক্ষণীয় এই যে অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে ষোলজন ঋত্বিকের মধ্যে থেকেই দশজন চমসাধ্বর্যু হচ্ছেন। দ্র. কা. শ্রৌ. ৯।১২।২৬

সেজন্য অন্য দেবযজন গৃহ নির্মিত হ'ত।[৮৭] পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে বিস্তৃত পর পর তিনটি বেদী তৈরী হ'ত, সেগুলি যথাক্রমে ঐষ্টিক বেদী বা প্রাচীন বংশশালা, সৌমিক বেদী বা মহাবেদী এবং উত্তরবেদী। ঐষ্টিক বেদীতে তিনটি অগ্নিই থাকে, আহবনীয়, গার্হপত্য এবং দক্ষিণ। সোমক্রয়ের পর সোম এই বেদীতেই রাখা হ'ত। এই বেদী থেকে অগ্নীষোমের প্রণয়ন হ'ত সৌমিক বেদীতে। যেটি উত্তরবেদী সেখানে রাখা হ'ত নূতনপ্রণীত আহবনীয় অগ্নি—সমগ্র সোমাহুতি এই উত্তরবেদীতে আহবনীয় অগ্নিতে সম্পন্ন হ'ত। ঐষ্টিকবেদী, সোমযজ্ঞের অঙ্গভূত যে সমস্ত ইষ্টিকর্ম তার অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হ'ত। মহাবেদীর মধ্যে থাকতো হবির্দ্ধানমণ্ডপ। সোমবাহী শকট দুইটি এখানে আনা হতো, হবি বা যজ্ঞীয় উপকরণ থাকে সেজন্যই এটির সংজ্ঞা হবির্দ্ধান। এখানে দুইটি শকট দুইদিকে রাখা হ'ত, সেজন্য হবির্দ্ধান মণ্ডপকে উত্তরহবির্দ্ধান ও দক্ষিণহবির্দ্ধান বলা হ'ত। মহাবেদীর দুই দিকে রাখা হতো আগ্নীধ্র এবং 'মার্জালীয়' নামক দুটি অগ্নিকুণ্ড। এ ছাড়া মহাবেদীর উত্তর-পশ্চিমাংশে যে সদোমণ্ডপ সেখানে ছয়টি ধিষ্ণ্য বা অগ্নিকুণ্ড থাকতো, এবং উদুম্বরী শাখা এখানেই থাকতো, উদ্গাতা যাকে স্পর্শ করে সামগান করতেন। সমগ্র বেদীর শেষে ছিল যূপাবট।

এইবার অগ্নিষ্টোমের প্রাত্যহিক অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আলোচনা করা যাক।

যিনি সোমযাগ করবেন, তিনি সোমপ্রবাক নামে একজন ব্রাহ্মণকে বরণ করে এবং তার মাধ্যমে অন্যান্য ঋত্বিক আমন্ত্রণ করে প্রত্যেককে বরণ করতেন। যজমান এই মর্ত্যঋত্বিকদের বরণের আগে দেবঋত্বিকদের বরণ করতেন—যেখানে অগ্নি হোতা, আদিত্য অধ্বর্যু, চন্দ্রমা ব্রহ্মা, পর্জন্য উদ্গাতা, আপ্ হোত্রাশংসী, এবং রশ্মিসকল চমসাধ্বর্যু।[৮৮] বরণের পর দীক্ষাগ্রহণ। এই সময় 'দীক্ষণীয়েষ্টি' যাগ অনুষ্ঠিত হ'ত—এই অনুষ্ঠানে দীক্ষিত যজমানকে বিশেষ কতকগুলি নিয়ম পালন করতে হ'ত।[৮৯] এখানে দেবতা অগ্নি ও বিষ্ণু।

---

৮৭ বিংশত্যরত্নিশালা স্যাত্তদর্দ্ধেণ তু বিস্তৃতা।
নির্মিতং চতুরস্রং স্যাদ্দশারত্নি প্রমাণতঃ—কা. শু. ১।২০
তুঃ কা. শ্রৌ. ৮।১৪ (ঐ টীকা)

৮৮ কা. শ্রৌ. ৭।১।৬ (কর্কভাষ্য দ্রষ্টব্য)

৮৯ সোমযাগে প্রবৃত্ত যজমানের একটি সংস্কার। এই দীক্ষাগ্রহণকালীন যে ইষ্টি তাই দীক্ষণীয়েষ্টি। ঐ. ব্রা. ১।১
দীক্ষিত যজমানের নিয়মপালন বিষয়ে বলা হয়েছে—
"শূদ্রসম্প্রবেশ সম্ভাষাপ্রত্যুত্থানাভিবাদনোদকাবায়বর্ষাণি বর্জয়েৎ প্রাগবভৃথাৎ।"
কা. শ্রৌ. ৭।৫।৪
দ্বাদশদীক্ষা, অপরিমিতা বা—কা. শ্রৌ. ৭।১।২৪

দ্বিতীয় দিনে সাধারণ আবশ্যক কর্মান্তে প্রায়ণীয়েষ্টি। এই অনুষ্ঠান থেকেই সোমযাগের প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ বলা যেতে পারে। প্রায়ণীয়েষ্টির দেবতা পাঁচজন অদিতি, পথ্যা স্বস্তি, অগ্নি, সোম ও সবিতা। সোমযজ্ঞের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানেই সোমকে দেবতারূপে পাওয়া যায়। এই প্রায়ণীয়ইষ্টির অনুষ্ঠান স্বর্গপ্রাপ্তির কারণরূপে গণ্য হ'ত।[৯০] এই দ্বিতীয় দিনেই সোম ক্রয় হ'ত।[৯১] সোম ক্রয়ের পর সোমকে লক্ষ্য করে 'আতিথ্যেষ্টি' অনুষ্ঠান করা হ'ত, অর্থাৎ সোম যেহেতু অতিথিরূপে যজমানের বাড়ীতে উপস্থিত সেজন্য তাঁর সম্বর্দ্ধনায় এই অনুষ্ঠান—এই আতিথ্যেষ্টির দেবতা বিষ্ণু।[৯২] বিষ্ণুর জন্য নবকপাল পুরোডাশ এখানে 'আতিথ্যহবি'।[৯৩] এইদিন আরও দুইটি অনুষ্ঠান হ'ত। 'উপসদিষ্টি' এবং 'প্রবর্গ্য' অনুষ্ঠান। উপসদিষ্টির দেবতা তিনজন—অগ্নি, সোম ও বিষ্ণু। দ্রব্য আজ্য। এই উপসদিষ্টির অনুষ্ঠান তিনদিনব্যাপী, এবং প্রতিদিন দুইবার। উপসদিষ্টির অনুষ্ঠানের দ্বারা দেবতারা ত্রিলোক থেকে যজ্ঞবিঘাতক অসুরদের বিতাড়িত করে ত্রিলোক জয় করেছিলেন, এইরকম আখ্যান ব্রাহ্মণে উল্লিখিত আছে।[৯৪] এখানেও লক্ষ্য করা যায় যে সোম দেবতারূপে বর্তমান থাকেন। 'প্রবর্গ্য' নামক অনুষ্ঠানটিও তিনদিনব্যাপী। 'প্রবর্গ্য' অনুষ্ঠানটির তাৎপর্য ব্যাখ্যায় এটিকে যজ্ঞশরীরনির্মাণবোধক অনুষ্ঠানরূপে গণ্য করা হয়। যজ্ঞরূপী বিষ্ণুর শিরঃসংস্থাপন এবং যজ্ঞের পূর্ণতা সম্পাদন এই অনুষ্ঠানটির তাৎপর্য—ব্রাহ্মণে এই সম্বন্ধে আখ্যান আছে।[৯৫] এই প্রবর্গ্য অনুষ্ঠানে দেবতা অশ্বিদ্বয় এবং ইন্দ্র,[৯৬] দ্রব্য হচ্ছে বিশিষ্টভাবে প্রস্তুত

৯০ প্রয়ন্তিস্বর্গমনয়া সা প্রায়ণীয়া—দ্রঃ বৈদিক কোষ, পৃঃ ৪০৪

৯১ দীক্ষান্তে রাজক্রয়ঃ—আ. শ্রৌ. ৪।২।১৮
তদতঃ প্রায়ণীয়েষ্টিঃ—আ. শ্রৌ. ৪।৩।২

৯২ আতিথ্যং নির্বপতি বৈষ্ণবং নবকপালম্—কা, শ্রৌ. ৮।১।১

৯৩ ঐ. ব্রা. ১।৩।৪

৯৪ ঐ. ব্রা. ১।৪

৯৫ তস্য (মখস্য বিষ্ণোঃ) ধনুরাত্নির্‌র্ধা পতিত্বা শিরোঽচ্ছিনৎ স প্রবর্গ্যোঽভবৎ। তা. ব্রা. ৭।৫।৬, ঐ. ব্রা. ১।৪

৯৬ প্রবর্গ্য অনুষ্ঠানে পাত্র 'মহাবীর' (মৃৎভাণ্ড বিশেষ) দ্রব্য হচ্ছে ঘর্ম বা গোদুগ্ধ ও ছাগদুগ্ধ মিশ্রণে প্রস্তুত।
Cf. The Pravargya sacrifice is added on to the beginning or precedes the Soma-sacrifice, the Pravargya is known to the Ṛgveda. It appears to have been a sacrifice originally independent of the Soma-sacrifice. J. A. O. S., Vol. 95, Pt. II, p. 224

'ঘর্ম'। এই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলি সোমাভিষবের আগের দিন পর্যন্ত হ'ত, এবং সেজন্য সোমসবনের অধিকার লাভের জন্যই এই সমস্ত অনুষ্ঠান এইরকম মনে করা অসঙ্গত নয়। এই অনুষ্ঠানের পর ঐ দ্বিতীয় দিনে যে অনুষ্ঠান হ'ত তার নাম 'তানূনপ্ত্র'—অর্থাৎ যজ্ঞকর্মের সুষ্ঠু অনুষ্ঠানের জন্য ঋত্বিকগণের শপথগ্রহণ। এই পর্যন্ত পূর্বাহ্নের অনুষ্ঠান—অপরাহ্নেও তদনুরূপ।

তৃতীয় দিনে অনুষ্ঠান প্রকার একই—বিশেষ অনুষ্ঠান হচ্ছে মহাবেদী নির্মাণ।

চতুর্থ দিনের অনুষ্ঠান আগের চেয়ে বিস্তৃত। এই দিনটিকে 'উপবসথ' দিবস বলা হয়। বিশেষ করে আবার এইদিন পূর্বাহ্নেই দুইবার প্রবর্গ্য ও দুইবার উপসদিষ্টির অনুষ্ঠান হ'ত। অনুষ্ঠানের পর ঐষ্টিকবেদী থেকে অগ্নি-প্রণয়ন হ'ত উত্তর বেদীতে। এইটিই এখন থেকে নূতন প্রণীত আহবনীয়াগ্নি। এরপর 'হবির্দ্ধানপ্রবর্তন' অর্থাৎ সোমবাহী দুইটি শকট হবির্দ্ধানে আনা হ'ত। শকট দুইটি পাশাপাশি থাকে, এবং আচ্ছাদনের জন্য এই দুইটির উপরে একটি চালা তৈরী হ'ত। এরপর সদোমণ্ডপস্থ ছয়টি ধিষ্ণ্যের জন্য ঐষ্টিক বেদীর আহবনীয় কুণ্ড থেকে অগ্নি নিয়ে আগ্নীধ্র কুণ্ডে রাখা হ'ত। পঞ্চম দিনে বহিষ্পবমান স্তোত্র পাঠান্তর এই ধিষ্ণ্যগুলি আগ্নীধ্র কুণ্ডের অগ্নি নিয়ে জ্বালানো হ'ত।[৯৭] তারপর সোমানয়ন। অর্থাৎ ক্রয়ের পর ঐষ্টিক বেদীতে যে সোমকে রাখা হ'ত তাকে হবির্দ্ধানমণ্ডপে আনা হ'ত। সোম অগ্নি দ্বারা প্রণীত হ'ত সেজন্য এই অনুষ্ঠানকে বলা হ'ত 'অগ্নীষোমপ্রণয়ন'।[৯৮]

অগ্নীষোম প্রণয়ন হ'লে এই দুই দেবতার উদ্দেশ্যে 'অগ্নীষোমীয় পশুযাগ' অনুষ্ঠিত হ'ত।[৯৯] এইভাবে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হ'তে দিনান্ত 'হ'ত—এই সময় সন্ধ্যায় 'বসতীবরী' জল আনা হ'ত—ঐ জল রাখা হ'ত আধবনীয় কলসে—পরদিন সোমরসে ঐ জল মেশানো হ'ত। চতুর্থ দিনে যজমান রাত্রি জেগে থাকতেন।

পঞ্চম দিনে সোমাভিষব হ'ত। এই দিনটির নাম 'সুত্যাদিবস'। সবন বা সোমরস নিষ্কাশন হ'ত তিনবার—প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিনসবন এবং তৃতীয়

৯৭ যজ্ঞতত্ত্বপ্রকাশ, পৃঃ ৬৯

৯৮ ঐ. ব্রা. ৪।১

৯৯ The offering of the victim to Agni and Soma is the occasion of an interesting rite; the sons, grandsons, and relatives of the sacrificer are invited to assist in it, the Adhvaryu takes hold of the sacrificer, the wife of the Adhvaryu, of her sons, of them the grand children, and of them the relatives thus presenting a picture of family ritual....
Keith, RPVU, Vol. 32, p. 328

সবন।[১০০] প্রত্যেক সবনেই সোমরস নিষ্কাশন, সোমাহুতি দান এবং সোম-ভক্ষণ হ'ত। তৃতীয় সবনে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে সোমরস থাকতো। তিনটি সবন জুড়ে একটি পশুযাগ হ'ত, এটিকে সবনীয়পশু বলা হ'ত। অগ্নিষ্টোমে 'সবনীয় পশু' একটি, সংস্থাভেদে যেমন উক্থ্য প্রভৃতি অনুষ্ঠানে এই পশুসংখ্যা ভিন্ন।[১০১] পশুযাগের পর পুরোডাশ আহুতি দেওয়া হ'ত—এই পুরোডাশকেও 'সবনীয় পুরোডাশ' বলা হ'ত।[১০২] পুরোডাশ যাগের সঙ্গে সঙ্গেই ধানা করম্ভ প্রভৃতি দ্রব্যের যাগও বিধেয় ছিল।

পঞ্চম দিনের অনুষ্ঠান আরম্ভ হ'ত রাত্রির অপর ভাগ বা মহারাত্রি থেকে।[১০৩] অধ্বর্যু সকলকে 'প্রৈষ' বা কর্মানুষ্ঠানের আজ্ঞা দিতেন। প্রয়োজনীয় পাত্রাদির এবং হবনীয় দ্রব্যাদির সংগ্রহ বা আয়োজন করতেন প্রতিপ্রস্থাতা নামক ঋত্বিক।

প্রাতঃ সবনের প্রথম অনুষ্ঠান প্রাতরনুবাক। হোতা যজ্ঞবেদীর পূর্বদিকে দাঁড়িয়ে অনুচ্চস্বরে মন্ত্রপাঠ করতেন। রাত্রির শেষভাগে পাখিরা যখন জেগে ওঠে না, সেই সময় এই অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে দেবতা, অগ্নি, ঊষা ও অশ্বিদ্বয়। আগ্নীধ্র সবনীয় পুরোডাশের আয়োজন করতেন। এই সবনীয় পুরোডাশের দেবতা ইন্দ্র। এইদিনই সোমাভিষবের জন্য জল আনা হ'ত, যার নাম 'একধনা'। এরপর সোমাভিষব। এই সোমাভিষব দুই প্রকার। মহাভিষব ও ক্ষুল্লকাভিষব। মহাভিষবের আরম্ভই আগে পরে ক্ষুল্লকাভিষব। দক্ষিণ হবির্দ্ধানে শকটের নীচে মহাভিষব হ'ত। মহাভিষব করতেন চারজন ঋত্বিক—অধ্বর্যু, প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা ও উন্নেতা, এই চারজন ঋত্বিকই অধ্বর্যু। যজমান সোমাভিষবের সময় উপবেশন করতেন কিন্তু অভিষবে যোগ দিতেন না।[১০৪] এই মহাভিষব আরম্ভ করার পর ক্ষুল্লকাভিষব। অধ্বর্যু 'উপাংশুসবন' নামক প্রস্তরখণ্ড হাতে নিয়ে অল্প সংখ্যক সোমলতা পেষণ করতেন, 'অংশু' ও 'উপাংশু' নামক গ্রহদ্বয়ের জন্য। এই অভিষবটি উপাংশুসবনরূপেও যাজ্ঞিকদের নিকট পরিচিত ছিল। এই সোমাভিষবের পর গ্রহাহুতির অনুষ্ঠান। গ্রহগুলি দুই রকম, ধারাগ্রহ ও অধারাগ্রহ—আধবনীয় কলস থেকে দ্রোণকলসে অথবা দ্রোণকলস

১০০ অস্য 'তৃতীয়সবনম্' ইত্যেব সংজ্ঞা ; ন তু সায়ংসবনম্—যজ্ঞতত্ত্বপ্রকাশ, পৃঃ ৭৮

১০১ আগ্নেয়োঽগ্নিষ্টোমে সবনীয়ঃ পশু, ঐন্দ্রাগ্নশ্চোক্থ্যে দ্বিতীয়ঃ, ঐন্দ্রোবৃষ্ণিঃ ষোড়শিনি তৃতীয়ঃ, সরস্বত্যৈ চতুর্থোঽতিরাত্রে মেষী বা—কা. শ্রৌ. ৯।৮।২-৫
অনেকে অগ্নিষ্টোমে পশুর সংখ্যা এক অথবা এগার (পশ্বেকাদশিনী) হতে পারে বলেন——দ্রঃ বৈদিককোষ, পৃঃ ৪০৬

১০২ ঐ. ব্রা. ৫।১

১০৩ অপররাত্র ঋত্বিজঃ প্রবোধয়ন্তি—কা. শ্রৌ. ৯।১।১

১০৪ কা. শ্রৌ. ৯।৫।১

থেকে পুতভৃৎকলসে সোমরস ঢালার সময় যে গ্রহগুলি পূর্ণ করা হত সেগুলি ধারাগ্রহ। প্রাতঃসবনে গ্রহাহুতি কারও মতে তেরটি, কারও মতে যোলটি। যে তিনটি গ্রহাহুতি শ্রৌতসূত্রকার কাত্যায়ন সম্মত নয় সেগুলি হচ্ছে দধিগ্রহ (দেবতা প্রজাপতি, দ্রব্য দধি) অদাভ্যগ্রহ (দেবতা—সোম ও দ্রব্য—দুগ্ধ বা দধি) অংশুগ্রহ, (দেবতা—প্রজাপতি, দ্রব্য—সোম)—এ ছাড়া প্রাতঃসবনে উপাংশুগ্রহ, অন্তর্যামগ্রহ, তিনটি দ্বিদেবত্য গ্রহ, যথা—ঐন্দ্রবায়ব, মৈত্রাবরুণ ও আশ্বিন এবং শুক্রগ্রহ, মন্থিগ্রহ ও দ্বাদশ ঋতু গ্রহসমূহের আহুতি হ'ত। এই গ্রহগুলি ছাড়া তিনটি প্রধান গ্রহাহুতি দেওয়া হ'ত—সেগুলি ঐন্দ্রাগ্ন, বৈশ্বদেব ও উক্‌থ্য—এই শেষের উক্‌থ্য গ্রহটির আবার তিন অংশে তিনবার আহুতি হ'ত। এই গ্রহগুলির মধ্যে অন্তর্যাম গ্রহ থেকে বাকী গ্রহগুলি, ঋতু গ্রহকে বাদ দিয়ে ধারাগ্রহ।[১০৫]

মাধ্যন্দিন সবনের দেবতা ইন্দ্র। এই সবনে মরুত্বতীয় গ্রহ দুইবার এবং উক্‌থ্য গ্রহ তিনবারে আহুতি দেওয়া হ'ত। এগুলি ছাড়া চমসাহুতি ও চমসভক্ষণ প্রাতঃ সবনের মতই। এই মাধ্যন্দিন সবনেই ঋত্বিকদের দক্ষিণা দেওয়া হ'ত। 'মাধ্যন্দিন পবমান' নামক যে স্তোত্র তা যজ্ঞমণ্ডপের ভেতরেই পাঠ করা হ'ত।

তৃতীয় সবনে অনুষ্ঠান অল্প। এই সবনে সোমলতাও অল্প থাকতো।[১০৬] প্রধান গ্রহাহুতি এখানে দুটি—বৈশ্বদেব ও আগ্নীমারুত। এ ছাড়া সাবিত্র গ্রহ, পাত্নীবতগ্রহ (দেবতা—অগ্নি পত্নীবান্) এবং হারিযোজন গ্রহের (দেবতা—ইন্দ্র

---

১০৫ যজ্ঞতত্ত্বপ্রকাশ, পৃঃ ৬৩
সোমযজ্ঞে সর্বমোট গ্রহসংখ্যা—৪৪টি
তুঃ "ধারাঃ সবাঃ পবিত্রম্ অমৃতশ্চেতি, চতুর্ধৈতেগ্রহাঃ সর্বৈঃ ভাব্যাঃ"—দেবতানিবিৎ, পৃঃ ৭০
তুঃ গ্রহসম্বন্ধে আখ্যায়িকা—তৈ. ব্রা. ১।৪।১
অন্তর্যাম গ্রহটিকেও অনেকে অধারাগ্রহ বলেন—কা. শ্রৌ. ৯।৪।২১ (টীকা) তুঃ গ্রহ গ্রহণ করার সময় একটি গ্রহাহুতি গ্রহণ করার পর দ্বিতীয় গ্রহ গ্রহণকালের মধ্যে পবিত্র থেকে যে সোমরস চ্যুত হত তার নাম 'সম্পাতসোম'। সেই সোমে আগ্রয়ণ, উক্‌থ্য, ধ্রুব নামক স্থালী গ্রহ পূর্ণ করতে হত—কা. শ্রৌ. ৯।৬।২৪

১০৬ মাধ্যন্দিনসবনে প্রায় সব সোম সুত হ'ত—"সর্বং রাজানাভিষুণ্বন্তি" (সত্যা—৯।১।৫) তৃতীয়সবনে ঋজীষমিশ্রমভিষুণ্বন্তি (১০।৭।১৩)—কা. শ্রৌ. ১০।১।৩ (টীকা)
তুঃ সূয়তে সোম এব প্রাতঃসবনে মাধ্যন্দিনে চ ন চ তৃতীয়সবনে। ঋজীষমেব তত্রাভিষূয়তে—"পদ্ভাং দ্বেসবনে সমগৃহ্লান্মুখেনৈকং যন্মুখেন সমগৃহ্নাত্ত-দধরত্তামাদ্বেসবনে শুক্রবতী প্রাতঃসবনং মাধ্যন্দিনং চ তস্মাতৃতীয়সবন ঋজীষ-মভিষুণ্বন্তি ধীতমিব হিমন্যতে। তৈ. সং. ৩।২।১ (সায়ণভাষ্য)
কিন্তু ঐ স্থানে বলা আছে 'সবন' অর্থাৎ সোমসবন, যদি তৃতীয়সবনে সোম না থাকে তাহলে 'সবন' কথার তাৎপর্য কি? তখন বলা হয়, প্রাতঃসবনে উপাংশুগ্রহ হোম করে সেই উপাংশুপাত্রে অনভিষুত কিছু সোমখণ্ড রাখা হত—ঐ সোমখণ্ডই এই তৃতীয়সবনে ঋজীষের সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়া হত।

হরিবান্) আহুতির প্রচার হ'ত। তৃতীয় সবনে হোতার সহকারীদের কোনো শস্ত্র নাই—এবং এই সবনে চমসাহুতি ও চমসভক্ষণ হ'ত না।

এই তৃতীয় সবনের শেষে 'অবভৃথেষ্টি' অর্থাৎ যজমান সপত্নীক জলাশয়ে স্নানার্থে যেতেন, এবং বরুণ দেবতার উদ্দেশ্যে পুরোডাশ প্রদান করতেন। স্নানান্তে যজ্ঞমণ্ডপে ফিরে এসে উদয়নেষ্টির অনুষ্ঠান হ'ত। এই অনুষ্ঠানে প্রায়ণীয়ইষ্টির মতই—দেবতা এবং দ্রব্যও প্রায়ণীয়ের অনুরূপ। এই অনুষ্ঠানেই অগ্নিষ্টোমের সমাপ্তি হয়—কিন্তু এরপরও একটি অনুষ্ঠান হ'ত সেটি হচ্ছে উদবসানীয়েষ্টি—এর অনুষ্ঠান নূতন মন্থনোৎপন্ন আহবনীয় অগ্নিতে। দেবতা এখানে অগ্নি এবং দ্রব্য পুরোডাশ, এবং এই অনুষ্ঠানের পরই মৈত্রাবরুণ দেবতার উদ্দেশ্যে একটি অনুবন্ধ্যাপশুযাগ অনুষ্ঠিত হ'ত। অনুষ্ঠানান্তে যজমান যজ্ঞভূমি থেকে গৃহপ্রবেশ করতেন। অনেকে মনে করেন অনুবন্ধ্যাপশুযাগ কলিতে নিষিদ্ধ হওয়ায় মিত্রাবরুণ দেবতাক একটি বৈকল্পিক ইষ্টি করার পর গৃহে এসে উদবসানীয়েষ্টি সম্পাদিত হত।[১০৭]

সোমযাগের গঠন বৈচিত্র্য সম্বন্ধে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা এখানে প্রবৃত্ত হয়েছি শুধু এইটুকু দেখাতে যে বৈদিক সাহিত্যের সমগ্র কর্মাঙ্গকে ব্যাপ্ত করে সোম বিরাজিত। সোমের ক্রয় থেকে আরম্ভ করে সোমরস নিষ্কাশন, সপ্তসংস্থায় পর্বে পর্বে দেবতার উদ্দেশ্যে অর্পণ এবং শেষে সোমাবশেষ পানের মধ্যে এইটিই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে যজ্ঞের চরম ফল যে অমৃত তারই প্রতীক এই সোম। পূর্ব অধ্যায়ে আমরা দেখিয়েছি যে ইন্দ্র প্রমুখ দেবতারা এই সোমের একান্ত অভিলাষী এবং এই অধ্যায়ে আমরা দেখলাম যে বৈদিক যুগের মানুষও তার যজ্ঞরূপ মুখ্য কর্মের মাধ্যমে এই সোমকেই পেতে চেয়েছেন। যজ্ঞেতে অর্পণ করি সোম, দেবতার উদ্দেশ্যে অগ্নির মুখে এবং দেবতা সেই সোম আবার আনেন পৃথিবীতে, বৈদিক ঋষির দৃষ্টিতে তাই সমগ্র জগৎই অগ্নীষোমীয়—এবং বিশ্বসৃষ্টিযজ্ঞের মূল উপাদান এই দুটি তত্ত্ব—অগ্নি ও সোম।[১০৮] পঞ্চাগ্নি বিদ্যায় উপনিষদে এই তত্ত্বটিকেই প্রপঞ্চিত করা হয়েছে এবং মূল রহস্যটি সেখানে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এরই রহস্যরূপের বা অধ্যাত্মরূপের আলোচনা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে করেছি।

১০৭ যজ্ঞতত্ত্বপ্রকাশ, পৃঃ ৮২

১০৮ উপনিষদ্ বলিতেছেন—"বিদ্যুদাদিময়ং তেজো মধুরাদিময়ো রসঃ—তেজোরস-বিভেদৈস্তু বৃত্তমেতৎ চরাচরম্।" তেজ আর রস এই ভেদটি আশ্রয় করিয়া চরাচর বৃত্ত কিনা বৃত্তিমৎ—চলিতেছে…রসেরই নামান্তর সোম, অমৃত। জগৎটি তেজোরসময়…স্থূলসূক্ষ্মেষু ভূতেষু স এব রসতেজসী…তেজঃ = অগ্নি, আর রস = সোম করিলে জগৎটা (স্থূল ও সূক্ষ্ম সবই) অগ্নীষোমাত্মক।…অগ্নেরমৃতনিষ্পত্তির-মৃতেনাগ্নিরেধতে—পুরাণ ও বিজ্ঞান, পৃঃ ২০৬

অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে সোম

পূর্ব অধ্যায়ে কর্মের বা যজ্ঞের মাধ্যমে বৈদিক জীবনদর্শনের যে বাহ্য রূপায়ণ ঘটেছে তার আলোচনা করা হয়েছে। এই জীবনদর্শনের যেমন বাহ্যরূপ তেমনি আন্তররূপও আছে। এই দুই ভাবেই বৈদিক জীবনদর্শনের পর্যালোচনা আবশ্যক। বৈদিক সূক্তগুলির অর্থকে পরিপূর্ণ করে বুঝতে হ'লে সংহিতোত্তর ব্রাহ্মণাদির মধ্যেও বেদার্থের অনুসন্ধান আবশ্যক। সংহিতার আপাতপ্রতীয়মান অর্থকে ভিত্তি করে বৈদিক জীবনদর্শন সম্বন্ধে যে পাশ্চাত্ত্য মতবাদ গড়ে উঠেছে, বৈদিক প্রামাণ্যেই অনেক মনীষী সেগুলির অসারতা প্রতিপাদন করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন—বৈদিক সূক্তগুলি বিদগ্ধমনেরই চিন্তারূপ।[১]

আমরা জানি 'বেদ' কথাটির অর্থ হ'ল জ্ঞান। জ্ঞানার্থক √বিদ্ ধাতু থেকে এই শব্দটি নিষ্পন্ন।[২] এই বেদ সীমিত জ্ঞান বা পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান নয়, শাশ্বত ও সনাতন জ্ঞানের আধার। এই দৃষ্টিতে দেশ ও কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন কোনো ব্যক্তিবিশেষ এর প্রবক্তা হতে পারেন না—কিন্তু সে ক্ষেত্রে এইরূপ জ্ঞানের উপলব্ধি সম্ভব হতে পারে। বৈদিক মন্ত্রদ্রষ্টাগণ এই জ্ঞানের উপলব্ধি করেছেন। বেদ এই কথাটির ব্যুৎপত্তি এবং ব্যাখ্যা এই প্রমাণের সহায়তা করে যে বেদ বহিরঙ্গ অর্থেই সীমিত নয়। এই কথাটি সাধারণ অর্থে যেমন ব্যবহৃত তেমনি এর মধ্যে নিগূঢ় অর্থেরও ইঙ্গিত আছে। এই শাশ্বত ও সনাতন জ্ঞানের উপলব্ধির বিষয়ে বৈদিক ঋষিগণকে 'যুক্তযোগী'র সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এই বৈদিক ঋষিদের দৃষ্ট যে বৈদিকসূক্ত, তার ব্যাখ্যা যেমন অধিভূত দৃষ্টিতে করা যায় তেমনি অধ্যাত্ম এবং অধিদৈব দৃষ্টিতেও করা সম্ভব।[৩] এই প্রসঙ্গে অনেকে মন্তব্য করেন—"ঋগ্বেদের অধ্যাত্মচেতনা উন্নীত হয়েছে অধিদৈবত চেতনায় এবং

---

১ বেদমীমাংসা, ১ম (প্রাক্‌কথন)

২ ব্যুৎপাদ্যতে চ বেদশব্দো বিদন্ত্যনন্যপ্রমাণবেদ্যং ধর্ম্মলক্ষণমর্থং যস্মাদিতি বেদঃ—মনুস্মৃতি ২।৬ (মেধাতিথি-ভাষ্য)
তে দেবা অনেন ত্রয়েণ বেদেন যজমানা অপ পাপ্‌মানম্ অঘ্নত, প্র স্বর্গং লোকম্ অজানন্—জৈ· ব্রা. ১।৩৫৮

৩ "কোনো একটি বিষয়ের জ্ঞান তিনটি ভূমি থেকে আসতে পারে। প্রথম ভূমি হ'ল অধিভূত, ...অধ্যাত্ম, এবং অধিদৈব" —বেদমীমাংসা, ১ম, পৃঃ ২৯

ব.বি./বৈদিক ভাবনা/৩৫-৭

তার বাণীরূপ হচ্ছে অধিভূত ভাষায়।"[৪] সুতরাং বৈদিকমন্ত্রে অধ্যাত্মভাবনার পরিচিতি কোনমতেই অবান্তর নয়।[৫] প্রাচীন বেদব্যাখাতৃগণের আলোচনা থেকেই এই কথাটি আরও স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। যাস্কাচার্য ঋক্‌সংহিতার ঋক্‌গুলিকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। সেগুলি হচ্ছে যেমন প্রত্যক্ষকৃতা ঋক্, পরোক্ষকৃতা ঋক্ এবং আধ্যাত্মিকী ঋক্।[৬] ঋক্‌সংহিতার সূক্তগুলির ব্যাখ্যা আলোচনা করলেও বিভিন্ন ধারার ব্যাখ্যাপদ্ধতির উল্লেখ পাই—যেমন যাজ্ঞিকব্যাখ্যা, ঐতিহাসিকব্যাখ্যা, নৈরুক্তব্যাখ্যা, নৈদানব্যাখ্যা, পরিব্রাজকব্যাখ্যা প্রভৃতি।[৭] বেদব্যাখ্যাকার সায়ণাচার্য কোনো কোনো সূক্তের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বিশেষ বিশেষ ব্যাখ্যাতৃসম্প্রদায়ের কথার উল্লেখ করেছেন[৮] এবং নিরুক্তকার যাস্কাচার্যের ব্যাখ্যাতেও ঐ উল্লেখ মেলে। যেমন 'অশ্বিনৌ' এই শব্দের অর্থ করার সময় কখনও স্পষ্টভাবে কখনও অস্পষ্টভাবে বিভিন্ন ব্যাখ্যাপদ্ধতির কথা বলেছেন।[৯] এছাড়া বর্তমানেও দুই একজন মনীষী এই মত পোষণ করেন যে বেদের সূক্তগুলির বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেও ব্যাখ্যা সম্ভব।[১০] সুতরাং বলা যেতে পারে বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা নির্দিষ্ট কোনো একভাবে আলোচিত হলে পর্যাপ্ত হয়

৪ বেদমীমাংসা, ১ম, পৃঃ ৩২
তুঃ উপনিষদে অধ্যাত্ম অনুভবের তিনটি ভূমির কথা আছে—জ্ঞান, বাল্য এবং মৌন···বেদমন্ত্রে এই বাল্যের প্রকাশ। বেদমীমাংসা, ১ম, পৃঃ ৩০

৫ একটা স্থূল পরিচিত জিনিষকে ধরিয়া তাহারই সাহায্যে একটা সূক্ষ্ম অপ্রতীয়মানকে বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা আমাদের ঋষিদের ও শাস্ত্রকারদের খুবই ছিল বলিয়া আমার মনে হয়—বেদ ও বিজ্ঞান, পৃঃ ১৪৯

তুঃ The central conception of the Veda is the conquest of the Truth out of the darkness of ignorance and by the conquest of the Truth, the conquest of immortality. On the Veda, p. 258

৬ তাস্ত্রিবিধা ঋচঃ পরোক্ষকৃতাঃ প্রত্যক্ষকৃতা আধ্যাত্মিক্যশ্চ—নিঃ ৭।১।৫

৭ "যাজ্ঞদৈবতে পুষ্পফলে দেবতাধ্যাত্মে বা।" সর্বথা ত্রিবিধং পরিজ্ঞানং অধিযজ্ঞ-অধিদৈবত-অধ্যাত্মাখ্যং মন্ত্রবর্ণেভ্যঃ লব্ধব্যং ইতি যাস্কো মন্যতে। তত্রৈব যাস্কো বেদার্থনির্ণয়োপযোগায় বহূনাং তদানীন্তনপক্ষান্তরাণাং প্রামাণিকাণাং বাদান্ খণ্ডয়ন্নুদাহরতি—যাজ্ঞিকাঃ পূর্বেযাজ্ঞিকাঃ একেনৈরুক্তাঃ, নৈদানাঃ, পরিব্রাজকাঃ, ঐতিহাসিকা···ইতি। কাপালীশাস্ত্রী, ঋগ্‌ভাষ্যভূমিকা, পৃঃ ৬২-৬৩

৮ বহুপ্রজা শব্দের ব্যাখ্যায়—"এবমাত্মবিদামভিমতোঽর্থঃ, নৈরুক্তানাং মতে তু"—ইত্যাদি—দ্রঃ ঋ. ১।১৬৪।৩২ (সায়ণ)

৯ তৎ কৌ অশ্বিনৌ ? দ্যাবাপৃথিব্যাবিত্যেকে, অহোরাত্রোবিত্যেকে, সূর্যাচন্দ্রমসাবিত্যেকে, রাজানৌ পুণ্যকৃতাবিত্যৈতিহাসিকাঃ—নিঃ ১২।১

১০ দ্রষ্টব্য প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী, বেদ ও বিজ্ঞান

না,[১১] এবং এইজন্য বিভিন্ন দৃষ্টিতে বেদব্যাখ্যার প্রয়াস অনেক আগে থেকেই হয়েছে দেখা যায়।

বৈদিকভাবনা পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় অধ্যাত্মভাবনা সেখানে স্পষ্ট। সূক্তগুলির মর্মার্থ উদ্ধারের জন্য তাই ব্যাপক অনুশীলনের প্রয়োজন।[১২] সূক্তগুলিতে ঋষি সবকিছু বলেছেন রূপকের আবরণে, কারণ তাঁরা "পরোক্ষপ্রিয়াঃ"।[১৩] এই অধ্যাত্মবোধ কোনো বাইরের প্রয়োজনবোধে নয়, চেতনার বিকাশের ধারা আলোচনা করলে জানা যায় যে শুধুমাত্র বৈদিক ঋষিদের ক্ষেত্রেই নয়, সর্বত্রই অতি প্রাচীন যুগেই অধ্যাত্মবোধের বিকাশ ঘটেছে স্বাভাবিকভাবেই। ঋষিদের জীবনদর্শনের আলোচনায় বৈদিক যুগেও তাই অধ্যাত্মবোধের অস্তিত্ব অবান্তর নয়।[১৪] বৈদিক ভাবনায় অধ্যাত্মবাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে যুক্তি দেখানো হয় যে—বৈদিক রহস্যবাদ পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার পরিপন্থী, সায়ণীয় ব্যাখ্যার বিরুদ্ধ, এবং মীমাংসক সিদ্ধান্তের প্রতিকূল।[১৫] শ্রীযুত কাপালীশাস্ত্রী মহাশয় তাঁর ঋগ্‌ভাষ্যভূমিকায় এগুলির খণ্ডন করেছেন। শুধু তাই নয়, ঋগ্বেদের মন্ত্র উদ্ধৃত করে সংহিতার মধ্যেই যে বৈদিক ঋষিরা অধ্যাত্ম-দর্শনের উল্লেখ করে গেছেন তার কথা প্রমাণ করেছেন।[১৬] এই

১১ বেদব্যাখ্যা আধিভৌতিক স্তরেতেই পরিসমাপ্ত নহে: সেইরূপ ভাবিতে গেলে বড়ই বোকামি হইবে। পক্ষান্তরে আবার শুধু আধ্যাত্মিক বা আধিদৈবিক ব্যাখ্যা দিয়া নিশ্চিন্ত হইলে জ্ঞানাশ্রয় বেদের প্রতি অবিচার করা হইবে।
বেদ ও বিজ্ঞান, পৃঃ ১৫২

১২ বেদের মন্ত্রার্থ আবিষ্কারের জন্য আমাদের প্রয়োজন হবে উপনিষদ্‌জ্ঞানের ব্যাপকভিত্তি, তন্ত্র ও পুরাণের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় এবং যোগ ও তন্ত্রের সাধনপদ্ধতির সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা। বেদ মীমাংসা, ১ম, পৃঃ ১৩

১৩ cf. The Vedas was to these early seers the Word discovering the Truth and clothing in image and symbol, the mystic significances of life. A. B. Purani, Aurovindo's Vedic Glossary, p. 1-5

১৪ ...there was indeed almost everywhere an age of the Mysteries in which men of a deeper knowledge and self-knowledge established their practices, significant rites, symbols, secret lore within or on the border of the more primitive exterior religions. This took different forms in different countries. Aurovindo's Vedic Glossary, p. 1-25

১৫ বেদগূঢ়ার্থবাদে সারতস্ত্রয়ঃ কিল দোষা উদ্‌ভাবিতাঃ। তত্র আদ্যঃ পাশ্চাত্ত্যেতিহাসবিদাং নির্ণয়ঃ—অস্মদীয়বেদগুপ্তার্থসিদ্ধান্তস্য প্রত্যর্থী ইতি। দ্বিতীয়ঃ সায়ণীয়সম্প্রদায়বেদব্যাখ্যাপ্রত্যবস্থানম্। তৃতীয়ঃ মীমাংসকসিদ্ধান্তস্য প্রতিদ্বন্দ্বী ভবত্যস্মৎপক্ষ ইতি। কাপালী শাস্ত্রী, ঋগ্‌ভাষ্যভূমিকা, পৃঃ ১০

১৬ দ্রঃ ঋগ্‌ভাষ্যভূমিকা

বৈদিক ভাবনারই স্বাভাবিক পরিণতিরূপে আমরা উপনিষদাদির মধ্যে আত্ম-দর্শনের কথা উল্লিখিত দেখি।[১৭]

এখন অধ্যাত্মবাদ বলতে কি বুঝি তার আলোচনা করা যাক্। 'আত্মনি ইতি' অধ্যাত্মম্। আত্মাকে অবলম্বন করে যে জ্ঞান তাই অধ্যাত্মজ্ঞান। জ্ঞানের ব্যাপারে অধিভূত দৃষ্টিই চরম নয়—এরই ভিত্তিতে মননের ফলে আত্মবোধের উদ্ভব ঘটে। এই অধ্যাত্মবোধ যেমন বাইরের সবকিছুকে নিজের মধ্যে দেখা, তেমনি নিজেরও মধ্যে সবকিছুকে দেখা। উপনিষদে এইজন্যই প্রসিদ্ধ উক্তি পাওয়া যায় "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"—এই আত্মাই ব্রহ্ম বা বৃহৎস্বরূপ এবং "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্"—এই ব্রহ্মরূপই ছড়িয়ে আছে সবার মধ্যে—এই দুই-ই এক। 'আত্মস্বরূপের ভূমিকায় সর্বভূতকে দর্শন করা, আত্মাকে সবার মধ্যে দেখা অন্তর্যামিরূপে এবং পরম উপলব্ধিতে আত্মাকে এবং সর্বভূতকে এক বলে জানা—আত্মানুভবের এই ত্রিপুটী'।[১৮]

ঋষি শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থও এর ইঙ্গিত দেয়। ঋষি বলতে বোঝায় তাঁকে যাঁর মধ্যে এগিয়ে চলার বাসনা বিদ্যমান।[১৯] সুতরাং ঋষির সাধনা আত্মোন্নয়নেরই সাধনা, এই ঋষি তাই কবি, ক্রান্তপ্রজ্ঞ, বিপ্র, ধীর, মনীষী, তিনি বেদসূক্তের দ্রষ্টা, তাঁর এই দর্শন ঘটেছে তপস্যার দ্বারা। ঋষি তপস্যার ফলে পেয়েছেন, তার অর্থই হচ্ছে—তিনি বৃহতের চিন্তা করেছেন, অনুভব করেছেন বৃহৎকে, তাঁর জন্য মনন করেছেন একাগ্রচিত্তে। তিনি বুঝেছেন প্রত্যক্ষভাস্বর যে জ্যোতি—সেই সূর্যই হচ্ছে জগদাত্মা।[২০] এই জ্যোতির প্রার্থনা তাই

---

১৭ আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ—ঐতরেয় উপনিষৎ ১।১
অয়মাত্মা ব্রহ্ম—বৃহ. উ. ২।৫।১৯
আত্মৈবেদং সর্বম্—ছা. উ. ৭।২৫।২
তদ্ ব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মা—ছা. উ. ৮।১৪
তুঃ অদ্বৈতবাদের মূল ঋগ্বেদ। প্রত্যেক দেবতারই স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুইটি রূপ, যা ব্রহ্মবিদ্যার ইঙ্গিত দেয়—Journal of Letters, Vol. VIII, 1922
('অদ্বৈতবাদ' by কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী)

১৮ উপনিষৎ প্রসঙ্গ, ১ম, পৃঃ ৮৩
তুঃ যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি। ঈশ-৬
যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ। ঈশ-৭

১৯ 'ঋষি' শব্দটি শ্লিষ্ট…যার অর্থ চলা, বিদ্ধ করা, দেখা—তিনটিই হতে পারে। তাইতে সংজ্ঞাটি বোঝাচ্ছে অগ্র্যাবুদ্ধির সূচীমুখ দৃক্‌শক্তি, যা অব্যক্তের গহনে নিকষে সোনার রেখার মত ঝিকিয়ে ওঠে। উপনিষৎ প্রসঙ্গ, ১ম, পৃঃ ৭৩

২০ সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ—ঋ. ১।১১৫।১
তুঃ একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা—শ্বে. উ. ৬।১১

সর্বত্র।[২১] এই বোধ নিজেকে ছাড়িয়ে নয়—"জীব-বিশ্ব-বিশ্বোত্তীর্ণের তাদাত্ম্য বেদান্তের চরম সিদ্ধান্ত, এই তাই বৈদিক ধর্মের মূলকথা।"[২২] ঋক্‌সংহিতার মধ্যে আধ্যাত্মিক সূক্তগুলিতে (ঋ. ১০।৪৮, ১০।৪৯, ১০।১২৫) ঋষির আত্ম-দর্শনের কথা স্পষ্ট। সুতরাং বলা যায় ঋষির আত্মদর্শন দুই ভাবেই—তিনি যেমন বিশ্বের মধ্যে দৈবসত্তা খুঁজেছেন তেমনি তাকেই খুঁজেছেন নিজের মধ্যেও।

সোমের আলোচনা পূর্ণাঙ্গ করতে হ'লে স্বভাবতই এর অধ্যাত্মরূপের আলোচনার কথা আসে। সেইজন্য অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে সোম এখন এ অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

ঋক্‌সংহিতার আলোচনায় জানতে পারা যায় যে সোমের মধ্যে অধ্যাত্ম-ভাবনার সঙ্কেত স্পষ্ট হয়ে আছে প্রতিটি পর্বেই। এই সোমকে ঋষি যেমন দেখেছেন বিশ্বের মধ্যে তেমনি বুঝতে চেয়েছেন নিজের মধ্যেও। এইরকম একটা ভাবনার কথা সংহিতার মধ্যে স্পষ্ট।

প্রথমেই দেখা যায় সোমমন্ত্র একটি বিশেষ মণ্ডলে সংগৃহীত হয়েছে। রহস্য-বিদ্যার বা গুপ্তমন্ত্র সংগ্রহের এটা একটা নজীর হতে পারে। ঋগ্বেদের সমগ্র নবম মণ্ডলে দেবতা 'পবমান সোম'। পবমান অর্থে পবিত্রীকৃত বা ক্ষরণশীল সোম অর্থাৎ যা বয়ে চলেছে বোঝায়।[২৩] লতা থেকে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সোমরসের আবির্ভাব ঘটানোর মধ্যে সোমের উন্নয়নের কথা বুঝতে পারি, আবার সোম আহুত হ'লে তার আরও ঊর্দ্ধায়ণ ঘটে। সোম স্বয়ং দ্যুলোকাভিলাষী, এবং সোমের লক্ষ্যই হচ্ছে জ্যোতি। এইভাবে দেখা যায় সোমের মধ্যে একটা উত্তরোত্তর উৎক্রমণের কথা স্পষ্ট—ঋষির সাধনাও আত্মোন্নয়নের সাধনা। ওষধিবিশেষেই সোমের সারার্থ পর্যবসিত নয়, আগে একথা আলোচিত হয়েছে। ঋক্‌সংহিতায় উল্লিখিত হয়েছে—ওষধিরস পান করে যারা মনে করেন সোম পান করলাম, তাঁদের ধারণা ঠিক নয়, কারণ ব্রাহ্মণেরা বা ব্রহ্মবিদ্‌গণ যে সোমকে জানেন সেই সোম কেউ পান করতে পারেন না। অর্থাৎ যিনি ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মবিৎ তিনিই সোমকে জানতে পারেন।[২৪]

---

২১ "বৈদিক রহস্যবিদ্যার এই হ'ল মূলসূত্র—নিজেকে সৌরশক্তির বিদ্যুৎকূটে রূপান্তরিত করা"—বেদ মীমাংসা, ১ম, পৃঃ ২৮

২২ বেদ মীমাংসা, ১ম, পৃঃ ২৩

২৩ পবমান অর্থে গতিকেও বোঝায়।
পবমান বায়ু অর্থেও ব্যবহৃত হয়—'পবতে' এইটির ব্যবহার গত্যর্থেও আছে। তুঃ নেন্দ্রাদ্‌ ঋতে পবতে ধাম কিঞ্চন—ঋ. ৯।৬৯।৬

২৪ ঋ. ১০।৮৫

সুতরাং এই উদ্ধৃতির পরিপ্রেক্ষিতে এইরূপ মন্তব্য করা যেতে পারে যে ওষধিরূপ সোম সাধারণ প্রত্যক্ষ কিন্তু সোমের যে আরও একটি আন্তর রূপ আছে তা কেবল তত্ত্বদর্শীরাই প্রত্যক্ষ করতে পারেন। সুশ্রুত সংহিতায় সোম সম্বন্ধীয় উক্তিটি এরই আলোকে বিচারিত হতে পারে—সেখানে সোমের মহত্ত্বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—অধার্মিক, কৃতঘ্ন এবং ব্রাহ্মণহিংসক এরা সোমকে দেখতে পায় না।[২৫] এছাড়া সোমের মর্তে আবির্ভাব সম্বন্ধে জানা যায় সোমকে অন্য স্থান থেকে আহরণ করা হয়েছে, আহরণ করেছে শ্যেন ও গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দ।[২৬] স্পষ্টতই এই সোম বাইরের কোনো লতা নয়, শ্যেন হচ্ছে ঊর্দ্ধগামী চেতনা বা শক্তির প্রতীক, আর ছন্দের মধ্যে রয়েছে গতি বা আনন্দতন্ময়তা। অতএব সোম আনয়ন বা আহরণ বিষয়ে বলা যায় যে তারাই সোমকে পেতে পারেন যাদের মধ্যে শক্তি এবং আনন্দের উল্লাস আছে। আগের অধ্যায়গুলিতে সোমের সর্ব-ব্যাপকতার এবং সোমের শ্রেষ্ঠতার কথা[২৭] আলোচিত হয়েছে, যা থেকে অনুমান করা যেতে পারে সোমের অধিভূত রূপ ছাড়াও একটা রাহস্যিক রূপ আছে।

আনন্দের প্রতি আকর্ষণ মানুষের সহজ। কিন্তু শুধু স্থূলশরীরেই নয়, সূক্ষ্মশরীরে এবং কারণশরীরে সেই আনন্দের সঞ্চার ও তজ্জন্য অনুভূতির বিষয়ে ঋষিচিত্ত প্রযত্নবান্। এই ত্রিবিধ শরীরেই আনন্দময় সোমের উপস্থিতি। স্থূলশরীরের সমস্ত কর্ম বিধান করেন এই সোম, যেহেতু তিনি শরীরের পুষ্টিদাতা। 'অন্ধস্' সোম অন্নলক্ষণ, প্রধানতঃ এই সোম স্থূলশরীরের

২৫ ন তান্ পশ্যন্ত্যধর্মিষ্ঠাঃ কৃতঘ্নাশ্চাপি মানবাঃ
ভেষজদ্বেষিণশ্চাপি ব্রাহ্মণদ্বেষিণস্তথা—(সুশ্রুত, ২৯ অধ্যায়), বৈদিকদর্শন, পৃঃ ৯৮
দ্রষ্টব্য—ঋগ্‌ভাষ্যভূমিকা, পৃঃ ৭৯

২৬ পরবর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য
তুঃ তাণ্ড্য ব্রাহ্মণে উল্লিখিত আছে সোমাংশু দশটি-প্রস্তোহংশুর্যমভিবুর্ণ্বন্তি। তৃপ্তোহংশুরাপঃ। রসোহংশুর্ব্রীহিঃ। বৃষোহংশুর্যবঃ। শুক্রোহংশুঃ পয়ঃ। জীবোহংশুঃ পশুঃ। অমৃতোহংশুর্হিরণ্যম্। ঋগংশুঃ। যজুরংশুঃ। সামাংশুঃ। ইতি। যদা বা এতে সর্বে সংগচ্ছন্তে তর্হি স সোমঃ স সুতঃ॥ দেবতানির্বিৎ, পৃঃ ৬৯

২৭ ব্রহ্মা দেবানাং পদবীঃ কবীনামৃষির্বিপ্রাণাম্…ঋ. ৯।৯৬।৬
তুঃ অর্থাৎ সোমকে সোজাসুজি লতা বা চন্দ্র এই দুইয়ের কোনটাই ভাবা চলে না। আসল কথা প্রাচীনদের আধ্যাত্মিক মেজাজটি আমরা বুঝি না—
প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী, পুরাণ ও বিজ্ঞান, পৃঃ ২০২
তুঃ বেদে যাহা সোম বলিয়া উল্লিখিত, এবং জেন্দ আভেস্তায় যাহা হোম নামে পরিচিত বাইবেলে তাহাই ট্রি অব্ লাইফ বা জীবন সঞ্চারক বৃক্ষ বলিয়া অভিহিত…দুর্গাদাস লাহিড়ী, ঋগ্বেদ Vol. 1, 'বেদে সোম', পৃঃ ৪২

আনন্দবিধান করেন। মনোময়শরীরে বা সূক্ষ্মশরীরে যিনি সোম তিনি মতির জন্মদাতা। বলা হয়েছে—"সোমঃ পবতে জনিতা মতীনাম্" (ঋ ৯।৯৬।৫)। আর কারণশরীরের সোম হচ্ছেন তিনিই যিনি তৃতীয় ধামে বিদ্যমান, সেই সোম 'ঋষিমনা' ঋষিকৃৎ, 'স্বর্ষা', কবির তিনি পথ-প্রদর্শক।[২৮] অতএব স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে জীবমাত্রেরই শরীরের যে তিনটি ভেদ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সোমের উপস্থিতি সম্ভব।[২৯] সোমের যে তিনটি সংজ্ঞা প্রধান তার মধ্যেও একটা ক্রমোন্নয়নের ইঙ্গিত আছে। 'অন্ধস্', 'সোম' ও 'ইন্দু' মুখ্যতঃ সোমের এই তিনটি সংজ্ঞা। অন্ধস্ যে সোম তা থেকেই মধুর উদ্ভব হয়।[৩০] 'অন্ধস্' কে সোমে পরিণত করা এবং সৌম্যচেতনাকে 'ইন্দু' চেতনায় রূপান্তর ঘটানোর মধ্যে উৎক্রমণের কথা স্পষ্ট। সোম যখন 'ইন্দু' রূপে তখন তার সঙ্গে বিশ্বচেতনার কথা জড়িত। সুতরাং এই উৎক্রমণের মধ্যে ব্যক্তিচেতনাকে বিশ্বচেতনায় রূপান্তরিত করার সংকেত স্পষ্ট। সৌম্য মধু ঋষির লক্ষ্য। এই মধু পান করেন অশ্বিদ্বয়, সূর্যের উদয়ের প্রাক্‌কালে যাদের স্থিতি, আবার সূর্যের যেখানে পরমস্থান অর্থাৎ আদিত্য যেখানে বিষ্ণুরূপে সেখানেই মধুর উৎস। সুতরাং মধুচেতনাই জ্যোতির আবির্ভাবের প্রথম লগ্ন থেকে চরমলগ্ন পর্যন্ত ব্যাপ্ত রয়েছে, সৌম্যচেতনা বা আনন্দচেতনা যে সর্বময় এটা তারই বোধক। ঋষির জীবনবোধ হচ্ছে পরমাত্মাকে জানা, যার মধ্যে শক্তি, জ্যোতি ও আনন্দ অবিনাভূত, তাই তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ বা রসস্বরূপ।[৩১] সেই আনন্দমূর্তি পরমাত্মাকে জানার জন্যই সোমই সাধকের একমাত্র অবলম্বন, সেজন্য সোমসাধনার মধ্যে আত্মোন্নয়নের সাধনার ইঙ্গিত স্পষ্ট। অনেকক্ষেত্রে বলা হয়েছে সোম স্বর্গলোকে, উর্দ্ধে যাবার অভিলাষী,[৩২] অনন্ত এবং অক্ষয় আনন্দ সেখানেই যেখানে অনন্ত জ্যোতি, যা বিষ্ণুর পরমপদ—অন্ধস্ সোম তাই ইন্দুতে জ্যোতিরূপে পরিণত হ'ন।[৩৩] বলা হয়েছে—"অতি ত্রী সোম রোচনা রোহন্ ন ভ্রাজসে দিবম্। ইষ্ণন্‌ৎসূর্যং ন

২৮ ঋ. ৯।৯৬।১৮

২৯ দ্রষ্টব্য ফতেহ্ সিংহ, 'বৈদিকদর্শন' (হিন্দী)

৩০ মধু প্র জাতমন্ধসঃ—ঋ. ৯।১৮।২

৩১ রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। তৈ. উ. ২।৭
সমস্ত জগৎই আনন্দময়—আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি—তৈ. উ. ৩।৬

৩২ স বাজী রোচনা দিবঃ পবমানো বি ধাবতি—ঋ. ৯।৩৭।৩

৩৩ পবমানা অসৃক্ষত সোমাঃ শুক্রাস ইন্দবঃ—ঋ. ৯।৬৩।২৫

চোদয়ঃ" (ঋ. ৯।১৭।৫)—অর্থাৎ তিনটি ভূমি পার হয়ে দ্যুলোকে সোমের আরোহণ, এবং সেখানেই তার সর্বোত্তম দীপ্তির প্রকাশ। এই সময়ই সোম ও সূর্য এক। সোম ও সূর্যের কথা আমরা পূর্ব অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। ছান্দোগ্য উপনিষদে মধুবিদ্যার আলোচনায় সূর্যকেই 'দেবমধু' বলা হয়েছে।[৩৪] এই সূর্যই মর্ত্যে অগ্নিরূপে আবির্ভূত। এই অগ্নিতেই যজ্ঞে সোমাহুতি হয়। জাগতিক দৃষ্টিতে দেখি সূর্যতেজ সমস্ত রস শোষণ করে। বলতে পারা যায় সূর্যে যেন সমস্ত রস আহুতিরূপে উৎসর্গিত হচ্ছে। তেজ ও রস, অগ্নি এবং সোম এখানে একই সত্তায় বিদ্যমান। যাহাই রসস্বরূপ তাহাই সোমস্বরূপ, সেজন্য সূর্যে সমস্ত রসের বা সোমেরই সমাহার।[৩৫] এই সূর্যই পরমাত্মা। অদ্রি বা পাষাণের আঘাতে যজ্ঞে সোমের ক্ষরণ হয়।[৩৬] ইন্দ্রের যা বজ্রশক্তি সেটিও অন্তরীক্ষে রসমুক্তি ঘটায়—এই অদ্রিকেই ইন্দ্রের বজ্রশক্তিরূপে কল্পনা করা যেতে পারে।[৩৭] সুতরাং পৃথিবীতে অগ্নিতে সোমাহুতি, অন্তরীক্ষে বজ্রসহায়ে রসক্ষরণ এবং দ্যুলোকে তেজ ও রসের অথবা প্রকারান্তরে প্রাণ ও প্রজ্ঞার, জ্যোতির এবং আনন্দের একই আধারে বা সূর্যে স্থিতি—এগুলি সোমের বিশ্বব্যাপকতা, সূর্যাত্মকতা বা জ্যোতির্ময়তারই বোধক। এই মৌলসত্যকে জানার সাধনাই সোমসাধনা। শুধু এইভাবেই নয় আমরা যদি সোমযজ্ঞের কথা আলোচনা করি সেখানেও দেখি এই অধ্যাত্মভাবনার সঙ্কেত স্পষ্ট।

পূর্ব অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আমরা সোমযজ্ঞের আলোচনা করেছি এবং কর্ম বা যজ্ঞের মধ্যে সোমের প্রাধান্য বা মুখ্যতা নির্ধারণ করেছি, সেই সোমযজ্ঞের আর একটু গভীর বিশ্লেষণ করলে, তার থেকে সোমসম্বন্ধে রহস্যের কথা বুঝতে পারা যায়। এই সোমযজ্ঞানুষ্ঠান প্রথমতঃ বিভিন্ন প্রকার। প্রত্যেকটিতেই অনুরূপ বৈশিষ্ট্য, যার মধ্যে সোমের রহস্যভাবনা স্পষ্ট, তার কথা পাই—যেমন 'একাহ' যে সোমযাগ সেখানে দেখা যায় এটি সম্পাদিত হ'ত পাঁচদিনে, চারদিন এর প্রস্তুতিপর্ব, অন্য কোনো যজ্ঞের পূর্বে এইরকম প্রস্তুতি নেই। দীক্ষা, যা সোমযজ্ঞের প্রথম অনুষ্ঠান, সেই দীক্ষাগ্রহণের পর থেকেই যজ্ঞান্ত পর্যন্ত যজমান যজ্ঞশালাতেই থাকেন। এখানে প্রথমদিনে সোম থাকে না,

[৩৪] ছা. উ. ৩।৪।১

[৩৫] তুঃ গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥ গীতা ১৫।১৩
তুঃ অগ্নি ও সোমে সমস্ত দেবতার অন্তর্ভাব—শতপথ ১।৬।৩।২২-২৪

[৩৬] অদ্রির আঘাতে জ্যোতির প্রাপ্তি—ঋ. ৪।১।১৪

[৩৭] সর্বদিক প্লাবিত করে সোমরসধারা—ঋ. ৯।৯২।৪, ৯।৫৪।২

দ্বিতীয় দিনে সোমক্রয় হয়, কিন্তু প্রথম দিনে সোম না থাকলেও যজমান সৌম্য চিন্তায় সংকল্পিত থাকেন।[৩৮] সোমের প্রথম যে বেদীতে অনুষ্ঠান সেখানে সোমের আরাধনাই মুখ্য কথা। তৃতীয় দিন সোম বেদ্যন্তরে নীত হন, সঙ্গে থাকেন অগ্নি, চতুর্থ দিন সোম সেখানেই থাকেন. পঞ্চম দিনে সোমাভিষব হয়, যজ্ঞারম্ভ হয় মধ্যরাত্রি থেকে, এবং যজ্ঞারম্ভ প্রাতরনুবাক নামক অনুষ্ঠান বা স্তোত্রপাঠ দিয়ে। সোমের পবিত্রীকরণ একটি অনুষ্ঠান বিশেষ। সোমযজ্ঞে বেদী বৃহৎ, যজ্ঞাগ্নিও অনেক, মনে হয় অনুষ্ঠানটি কোনো একটি রূপক।[৩৯]

"সোমযজ্ঞের প্রধান অঙ্গ পাঁচটি, যথা—দীক্ষণীয়েষ্টি। প্রায়ণীয় ইষ্টি বা আতিথ্য ইষ্টি। প্রবর্গ্যক্রিয়া। পশুযাগ। সোমযাগ।……যাজ্ঞিকগণ মনে করিতেন দীক্ষণীয় ইষ্টিতে যজমানের ব্রহ্মজন্মের গর্ভাধান হয়। 'সোম' গর্ভস্থ নূতন আত্মার অন্ন। প্রায়ণীয় ইষ্টিতে সেই অন্নের আহরণ করা হয়। 'সোম' অতিথির ন্যায় এই ক্রিয়াতে উপস্থিত হয়েন বলিয়া ইহার নাম আতিথ্য ইষ্টি। পরে প্রবর্গ্য ক্রিয়াতে গর্ভগত নূতন দ্বিজ আত্মার অবয়ব পোষণের উপযুক্ত কয়েকটি কার্য হয়। পশুযাগে 'দ্বিজ' আত্মার পশুজন্মের বিনাশ হয়, অবশেষে সোম পান করিয়া নূতন আত্মা সজীব হয়, সে-জীবনের আর মৃত্যু নাই।"[৪০] সোমযজ্ঞের মধ্যে এই ব্রহ্মজন্ম বা অমৃত লাভের কথাই ব্যঞ্জিত, সোমই হচ্ছে অমৃতস্বরূপ।[৪১] এই অমৃত এবং আনন্দ একই—যজ্ঞের লক্ষ্যও তাই আনন্দলাভ এবং আনন্দকে চিরসঞ্জীবিত রাখা—সোমযজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যাপকতা বোধ হয় এই কারণে এবং এই যজ্ঞে সামগানের ব্যবহার তারই ইঙ্গিতবহ। এই অমৃত আনন্দকে ঋষি বিশ্বসত্তায় বা বিশ্বপ্রাণে যেমন অনুভব

৩৮ তুঃ স সোমঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি, দীক্ষায়ামিতি, কস্মিন্নু দীক্ষা প্রতিষ্ঠিতেতি—সত্য ইতি তস্মাদপি দীক্ষিতমাহুঃ সত্যং বদেতি, সত্যে হ্যেব দীক্ষা প্রতিষ্ঠিতেতি, কস্মিন্নু সত্যং প্রতিষ্ঠিতমিতি, হৃদয় হোবাচ-হৃদয়েন হি সত্যং জানাতি, হৃদয়ে হ্যেব সত্যং প্রতিষ্ঠিতং ভবতি—বৃ. উ. ৩।৯।২৩

৩৯ These all clearly prove that the object of sacrifices is to make man understand the secret knowledge (Guhya-Vidya) or the Supreme Self and also the workings of nature in the body and outside the world. A True Interpretation of Vedic Sacrifice, p. 18

৪০ উমেশচন্দ্র বটব্যাল, বেদপ্রবেশিকা, পৃঃ ৬৭-৬৮

৪১ "যাই হোক সুধা বা অমৃততত্ত্বই সোমতত্ত্ব"—পুরাণ ও বিজ্ঞান, পৃঃ ২০২
cf. The Soma wine used in the external sacrifice is the symbol of this wine of delight. A. B. Purani, Aurovindo's Vedic Glossary, p. 1-89

করতে চেয়েছেন তেমনি ব্যক্তিসত্তাতেও। যজ্ঞীয় সাধনার পর্যালোচনাতেই তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

অমৃত আনন্দ বিশ্বপ্রাণে স্পন্দিত, সেজন্য ফলতঃ সোম উপাসনা প্রাণোপাসনারই ব্যঞ্জক। দেখা যায় এই সোম আহরণ করেন গায়ত্রী, গায়ত্রীকে প্রাণস্বরূপ কল্পনা করা যেতে পারে কেননা, প্রাণ অপান ও সমান ভেদে ত্রিধা-বিশিষ্ট প্রাণশক্তির মতই এই গায়ত্রী ত্রিপাদবদ্ধা, আবার এই গায়ত্রী ছন্দের অন্তর্গত অক্ষর সংখ্যা চব্বিশ, অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে[৪২] স্তোত্র এবং শস্ত্র মিলিয়ে ঐ একই সংখ্যা, এবং এই সংখ্যার সঙ্গে প্রজাপতিরও অন্বয় আছে, এই প্রজাপতি সর্বব্যাপক, সুতরাং বিশ্বপ্রাণে সোমেরই স্পন্দন এই কথাই ধ্বনিত হয়। সমস্ত যজ্ঞানুষ্ঠানের লক্ষ্যই হচ্ছে সত্যস্বরূপ প্রজাপতির অন্বেষণ। এ প্রসঙ্গে যজুর্বেদের একটি উক্তি এখানে স্মরণীয়—"ব্রতেন দীক্ষামাপ্নোতি, দীক্ষয়াপ্নোতি দক্ষিণাম্ দক্ষিণা শ্রদ্ধামাপ্নোতি, শ্রদ্ধয়া সত্যমাপ্যতে"।[৪৩] অর্থাৎ ব্রত-দীক্ষা-দক্ষিণা—শ্রদ্ধা-সত্য এই একটা উৎক্রান্তির ক্রম—এবং সত্য, আনন্দ বা প্রজাপতিরূপ পরমাত্মার অন্বেষণের কথাই যজ্ঞের তাৎপর্য। প্রজাপতির বিসৃষ্টি হচ্ছে সত্যস্বরূপ।[৪৪] এইভাবে যজ্ঞীয় ভাবনায় পরোক্ষভাবে যেমন বিশ্বের মধ্যে গূঢ় এই অমৃতানন্দের অনুভবকে যা জগৎ রহস্যের মৌল সত্য তাকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন ঋষি, তেমনি ব্যক্তিসত্তায় অমৃত প্রবাহকে উপলব্ধি করার ইঙ্গিতও এই যজ্ঞভাবনার অন্তরালে প্রমূর্ত হ'য়ে আছে। সোমের অধ্যাত্মস্বরূপের আলোচনায় সিদ্ধ-যোগীদের সাধন পথের অনুকূল ব্যাখ্যা শ্রীমৎ অনির্বাণ তাঁর 'বেদমীমাংসা' গ্রন্থে করেছেন—তাঁর মতে "অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সোম হলেন সুষুম্নঃ সূর্যরশ্মি।" 'হঠযোগ' নামক বিশিষ্ট যোগসাধনায় মুখ্য প্রতিপাদ্য, চন্দ্র ও সূর্যের মিলন জন্য আনন্দ-লাভ। সোম সাধনার আলোচনায় তারই কথা স্পষ্ট।[৪৫] যজ্ঞের অনুষ্ঠানগত তাৎপর্যের অনুধাবন করে সোমযজ্ঞ যে শরীরাভ্যন্তরের ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতিরূপক একথাও বলা হয়েছে। যেমন—সোমাভিষবের প্রসঙ্গে তৈত্তিরীয় সংহিতায় একটি উদ্ধৃতি এখানে প্রণিধানযোগ্য—"শিরো বা এতদ্‌যজ্ঞস্য যদ্ধাবির্ধানং, প্রাণা

---

৪২ তুঃ অগ্নিষ্টোমে ব্যবহৃত উপাংশু গ্রহ ও অন্তর্যাম গ্রহের দেবতা যথাক্রমে প্রাণ ও অপান

৪৩ বা. যজু—১৯।৩০

৪৪ সত্যং ব্রহ্ম—শ. ব্রা. ১৪।৮।৫।১
শ্রদ্ধা পত্নী সত্যং যজমানঃ—ঐ. ব্রা. ৭।১০
cf. "It is the supreme production of the great creator because Ananda is the supreme result of the Truth. A. B. Purani, Aurovindo's Vedic Glossary, p. 101

৪৫ বেদমীমাংসা, ২য়, পৃঃ ২৮৯

উপরবা, হনূ অধিষবণে, জিহ্বা চর্ম, গ্রাবাণো দন্তা, মুখমাহবনীয়ো নাসিকোত্তর বেদিরুদরং সদো যদা খলু বৈ জিহ্বয়া দৎস্বধিখাদত্যথ মুখং গচ্ছতি যদা মুখং গচ্ছত্যথোদরং গচ্ছতি তস্মাদ্ধবির্ধানে চর্মন্নধিগ্রাবভিরভিষুত্যাহবনীয়ে হুত্বা প্রত্যঞ্চঃ পরেত্য সদসি ভক্ষয়ন্তি—"[৪৬] অর্থাৎ সোমযজ্ঞকে প্রতীক হিসাবে আলোচনা করলে বলতে পারা যায়—শরীরভাগের মধ্যে মস্তক হচ্ছে হবির্দ্ধান, প্রাণ উপরব, হনূ বা চোয়াল হচ্ছে অধিষবণ ফলকদ্বয়, জিহ্বাই চর্ম (অধিষবণ চর্ম), দন্তগুলিই গ্রাবা বা অদ্রি এবং মুখ হচ্ছে আহবনীয় অগ্নি—নাসিকা উত্তর বেদি, উদরভাগ হচ্ছে সদোমণ্ডপ, সেজন্য যখন ভক্ষণ করা হয় তখন দন্ত ও জিহ্বা সঞ্চালনে ভক্ষণ করা হয় এবং মুখাভ্যন্তরে ভক্ষিত দ্রব্য গিয়ে উদরে পৌঁছে, সেইজন্যই সোমযজ্ঞেও হবির্দ্ধান মণ্ডপে অধিষবণ চর্মের উপর অদ্রি দ্বারা সোম অভিষব করে আহবনীয়ে আহুতি দিয়ে আবার ফিরে এসে সদোমণ্ডপে সোম ভক্ষণ করা হয়। সোমই অন্নস্বরূপ এবং সোমযজ্ঞে সোমগ্রহণ ও ভক্ষণের মাধ্যমে অন্নগ্রহণের ও ভক্ষণের বিষয়ই পরোক্ষে পরিদৃষ্ট হয়।[৪৭]

অতএব আমরা দেখলাম বাহ্য যজ্ঞের পিছনেও একটা আন্তররূপ আছে। আধ্যাত্মিক রূপ বলতে আমরা বুঝি এই আন্তররূপ। সোম যেমন অধিভূত-রূপে বাইরে সোমলতায় অন্বেষণীয় তেমনি অধ্যাত্মরূপে নিজের মধ্যে, দেহের অভ্যন্তরে অমৃত প্রবাহরূপে উপলব্ধির বিষয়।

সোমের অধ্যাত্মরূপ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হতে পারে। ভারতীয় অধ্যাত্মচরিত সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে শ্রীযুত কাপালীশাস্ত্রী তাঁর ঋগ্‌ভাষ্য ভূমিকায় বলেছেন—প্রত্যক্ষে বা মননে ঋষিরা যা জেনেছেন, সেই পরম পুরুষার্থকেই অন্তঃকরণ, প্রাণ, শরীর, মন প্রভৃতি যে কোনো বিশেষ মাধ্যমে জানার জন্য তন্ত্র ও যোগের উদ্ভব হয়েছে। এই দৃষ্টিতে যোগ ও তন্ত্র, যার মধ্যে রহস্যবিদ্যার কথা পাই তা বেদমূল, এবং বৈদিকার্থ উদ্ধরণে তন্ত্র ও

---

৪৬ তৈ. সং.—৬।২।১১

৪৭ Thus Soma refers to food-stuff taken through the mouth into the stomach (R. V. 10. 76. 7, 5. 51. 7, 8. 1. 15.) passed on into the abdomen and absorbed in the digestive organs (মৈত্রাবরুণ গ্রহ) and transformed as blood and purified before entering the heart and no mortal can taste it.—TIVS, p. 109
cf. Rele opines that Soma is the nervous system resembling a tree and its secretion, cerebro-spinal fluid, within it, is the Soma juice. A study of the important Brahmanas, p. 89

যোগের যা প্রতিপাদ্য তাও বিচার্য।[৪৮] তন্ত্র ও যোগের লক্ষ্য হচ্ছে অমৃতলাভ বা আনন্দলাভ, তাই পরমা সিদ্ধি। সাধন-প্রণালীর ভিন্নতা থাকলেও লক্ষ্য সেখানে এক।[৪৯] যোগীগণের সাধনার লক্ষ্য স্থির এবং অদ্বয় অবস্থায় পৌঁছে আনন্দলাভ। যোগের সাধনার অবান্তর ভেদ, হঠযোগের প্রতিপাদ্য হচ্ছে চন্দ্র ও সূর্যের মিলন। চন্দ্র ও সূর্য, সৃষ্টি ও সংহার, শিব ও শক্তি, পুরুষ ও প্রকৃতি এগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তির বাচক। এই বিরুদ্ধ শক্তিদ্বয়ই শরীরে প্রাণ এবং অপানরূপে বর্তমান। এগুলির সাম্যাবস্থাই অদ্বয়াবস্থা।[৫০] এরই ফলে আনন্দপ্রাপ্তি সম্ভব হয়।

সোমপানে আনন্দলাভ এবং অমৃত বা অক্ষরত্ব লাভ হয়,[৫১] ঋষি একথা বলেন। এই সোম সূর্যের সঙ্গে মিলিত হ'ন। এই সোমকে বিন্দুচেতনায় রূপান্তরিত করাই ঋষির সাধনার লক্ষ্য বলে মনে করা যায়। অমৃতসন্ধানী অধ্যাত্মসাধকের সাধনার মধ্যেও এই রকম একটি ক্রম আছে। "সাধক সাধনপথে অগ্রসর হইলে প্রথমতঃ অগ্নিমণ্ডল প্রাপ্ত হয়, এই মণ্ডল অতিক্রম করিয়া ঊর্ধ্বে

৪৮ যৎ সাক্ষাৎসাধনজন্যেন আন্তরেণ কেনাপি সাধিতং মহর্ষিভিঃ তদেব বিচার-বুদ্ধ্যাদিদ্বারেণ সাধয়িতুং প্রবৃত্তাঃ তৎপরং যোগাধ্বানঃ। এবং কালান্তরেষু উভয়ত্র অন্তঃকরণেন শরীরেনাপি ক্বচিৎ তং পরমং পুরুষার্থং সাধয়িতুং উদ্যতাঃ অর্বাচীনা =(তদ্ যুগাপেক্ষয়া) পন্থানঃ। এবং তান্ত্রিক সাধনানি রাজযোগ-হঠযোগাদয়-শ্চেতি বোধ্যম্...ইদমেব ভারতীয়াধ্যাত্মচরিত্রম্—ঋগ্‌ভাষ্যভূমিকা, পৃঃ ১৩

৪৯ বেদান্তের পঞ্চকোষবিবেক, তন্ত্রের চক্রভেদ, পাতঞ্জলমতে অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাস, বৌদ্ধগণের অনুপুব্ববিহার মূলতঃ একই পথের প্রকারভেদমাত্র—ভারতীয় সাধনার ধারা, পৃঃ ১৩৩

তুঃ বৈদিকগণ যে স্থান হইতে অধ্যাত্মপথে যাত্রা করিতেন, তাহার নাম হৃদয়, সিদ্ধগণ যে স্থান হইতে যাত্রা করেন তাহার নাম নাভিমণ্ডল। কোন কোন সম্প্রদায়ে ভ্রূ মধ্য হইতেও যাত্রার ব্যবস্থা আছে...আপাততঃ শুধু ইহাই বক্তব্য এই যে প্রস্থানভেদে ক্রিয়ার তারতম্য ভেদ নিবন্ধন এবং অধিকারবৈচিত্র্যবশতঃ যাত্রা স্থানের আপাত প্রতীয়মান পার্থক্য সত্ত্বেও বাস্তবিক কোনো ভেদ নাই—

ঐ. পৃ. ১৯৯ (টীকা)

তুঃ ধীযোগ বৈদিক সাধনার বৈশিষ্ট্য (যুঞ্জতে ধিয়ঃ—ঋ. ৫।৮১।১) তার তিনটি পর্ব—(১) মন দিয়ে—মনেরই আশ্রিত মনীষা (বুদ্ধি বা বিজ্ঞান) দিয়ে এবং অবশেষে হৃদয় দিয়ে সাধনা। বেদ মীমাংসা, ২য়, পৃঃ ৩২৯ (টীকা)

৫০ প্রাণ ও অপানের সমতা, ইড়া ও পিঙ্গলার সাম্য বা নিষ্ক্রিয়তা, পূরক ও রেচকের সমানতা বা কুম্ভক, সুষুম্নাদ্বারের উন্মোচন—এসব সমানার্থক। ভারতীয় সাধনার ধারা, পৃঃ ৭৩

৫১ তা ঈং হিন্বন্তি হর্ম্যস্য সক্ষণিং যাচন্তে সুম্নং পবমানমক্ষিতম্—ঋ. ৯।৭৮।৩

উঠিলেই সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করিতে পারে। সূর্যমণ্ডলের অভ্যন্তরে সুধাস্রাবী চন্দ্রমণ্ডল বর্তমান। সাধকের তাই লক্ষ্য।"[৫২]

সুতরাং যে সূর্যবিজ্ঞানের কথা আমরা পাই যোগ ও তন্ত্রে—বৈদিক ঋষি সেই সূর্যের সাধনাতেই প্রযত্নবান। সোমের কথায় তার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। শুধু তাই নয়—সোমসূক্তগুলির প্রত্যেকটির যদি সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করা যায় তা হলে সাধনপদ্ধতির সঙ্কেত সেখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বৈদিক ঋষির এখানেই বিস্ময় এই যে, যে সূর্য প্রত্যক্ষ এবং ভাস্বর তাকে জানছি বা দেখছি—জ্যোতির সহায়েই, আমার চক্ষে সেই জ্যোতি নিত্য প্রতিভাত। তাই দিয়ে জ্যোতির যিনি ধর্ত্তা তাকে দেখি, হার্দ জ্যোতির ক্ষেত্রে অনুরূপ কথা খাটে। এখানে সাধ্যরূপে যে দেবতা এবং সেই দেবতাকে পাওয়ার জন্য যা সাধন উভয়ই এক, এখানেও যেন এক অদ্ভুত সামরস্য বা অদ্বয়াবস্থা—সুতরাং জগদাত্মস্বরূপ সোম এবং অন্তরাত্মারূপেও বিরাজমান সোম দুইই এক এবং অভিন্ন।

সোমের কথায ঋষি যে অধ্যাত্মসাধনারই ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন তার সমর্থনে আমরা এখানে একটি সূক্তের সাধারণভাবে আলোচনা করছি, যার মাধ্যমে বোঝা যাবে যে অধিভূত বা স্থূল অর্থের পিছনে একটি অধ্যাত্ম অর্থও নিহিত আছে। সূক্তটি পবমান মণ্ডলের অন্তর্গত, (ঋ ৯।১৬) এর দ্রষ্টা কাশ্যপ অসিত, বা কাশ্যপ দেবল ঋষি। ছন্দ গায়ত্রী। এই সূক্তের প্রথম ঋক্‌টি হ'ল—

"প্র তে সোতার ওণ্যো রসং মদায় ঘৃষ্বয়ে। সর্গো ন তক্ত্যেতশঃ।"

এখানে সোমের উজানধারার বর্ণনা। অধিযজ্ঞ দৃষ্টিতে সোম অভিষুত হচ্ছে আর অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বলা হচ্ছে প্রাণের বৃত্তির উজানের কথা। ঋক্‌টি তিন অংশে, প্রথম দুটিতে ক্রিয়াপদ উহ্য, শেষেরটিতে 'সর্গ' এই ক্রিয়াটির সঙ্গে প্রথমের 'প্র' এই কথা যোগ করলে 'প্রসর্গ' এই ক্রিয়া দাঁড়ায়। 'সোতার' অর্থ হচ্ছে যারা অভিষব করছেন আর 'ওণী' হচ্ছে দ্যাবাপৃথিবী[৫৩] বোঝাচ্ছে উর্দ্ধ এবং অধঃ, অর্থাৎ অভিষবকারীগণ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যস্থ (অন্তরীক্ষের

৫২ তুঃ যোগীরা ষট্‌চক্রে সোম বা অমৃত দোহন করিতেন। শ্রুতি বলিতেছেন— হিরন্ময়ো বেতসো মধ্য আসাম্। তস্মিন্ সুপর্ণো মধুকৃৎ কুলায়ী। ভজন্নাস্তে মধু দেবতাভ্যঃ। তস্যাসতে হরয়ঃ সপ্ত তীরে। স্বধাং দুহানা অমৃতস্য ধারাম্। পুরাণ ও বিজ্ঞান, পৃঃ ২০৯

৫৩ নিঘণ্টু—৩।৩০
তুঃ ঋ. ৯।৬৫।১১, ১০১।১৪

উদকবৎ) এই সোমকে ফলকের উপর পেষণ করছেন। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে "প্রাণের বৃত্তি" (সোম) যেন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে (সোতারঃ) উজানে এবং ভাটায় এগিয়ে চলছে। অর্থাৎ সৌম্য আনন্দের ধারা তখনই প্রবাহিত হতে থাকে যখন দেহের সমস্ত বৃত্তিগুলি ঊর্দ্ধস্রোতা হয়। তান্ত্রিকদের অনুভবে এটাই সুষুম্না পথে কুণ্ডলিনীশক্তির গমনাগমন ঊর্দ্ধ এবং অধোমুখে। ঋক্‌টির দ্বিতীয় অংশে সোমচেতনার রসচেতনায় রূপান্তরের কথা। সায়ণাচার্য্যের ব্যাখ্যানুসারে এর অর্থ, সংঘর্ষণশীল বীর্যের জন্য এই রস সৃষ্ট হচ্ছে। অর্থাৎ এই 'মদ' বা মত্ততা এমন একটা শক্তি যা সমস্ত কিছু বাধাকে ঠেলে উঠতে পারে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তি এখানে ঊর্দ্ধমুখী এবং সেজন্যই অমিতবীর্যশালী। ঋক্‌টির তৃতীয় অংশে সোমধারার তুলনা দেওয়া হচ্ছে সূর্যাশ্বের সঙ্গে। 'এতশঃ' অর্থাৎ সূর্যাশ্বের যেমন গতি এই সোমেরও গতি 'তক্তি' (গচ্ছতি)। তদনুরূপ, অর্থাৎ সোম সূর্যকিরণে রূপান্তরিত হচ্ছে এর কথা পাচ্ছি, এবং এই সোমের গতি যেন সূর্যাশ্বের গতির মত। এখানে পরোক্ষভাবে অদম্য প্রাণশক্তি বা কুণ্ডলিনী শক্তির তীব্রগতির কথা ধ্বনিত হচ্ছে।

সূক্তের দ্বিতীয় ঋক্‌টি হচ্ছে—

"ক্রত্বা দক্ষস্য রথ্যমপো বসানমন্ধসা। গোষামণ্বেষু সশ্চিম।"

এখানে অধিযজ্ঞ দৃষ্টিতে সোমে জল মেশানোর কথা, এবং মেষলোমে অর্থাৎ ছাঁকনীতে (অণ্বেষু) সোমকে রাখার কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ রথচারী (রথ্যম্) এই সোম যিনি 'গোষাম্' অর্থাৎ গোসমূহের আনয়নকর্তা, তারই দক্ষতা বা শক্তি বৃদ্ধির জন্য এই অপ্‌ মিশ্রণ। এখানে 'সশ্চিম' কথাটি উত্তমপুরুষে, বোঝাচ্ছে আমরা সংসক্ত হচ্ছি, বা জড়িয়ে ধরছি এই সোমকে, জড়িয়ে ধরছি সৃষ্টি সামর্থ্য দিয়ে (ক্রত্বা) নিজেরই নাড়ীতন্তুতে (অণ্বেষু) প্রবহমান এই সোমকে। সে সামর্থ্য বা সংকল্প দক্ষের মত বা প্রজাপতির মত। দক্ষের যে সৃষ্টি-সামর্থ্য, তা যদি থাকে তাহলে নূতন সৃষ্টি হবে। ঋক্‌টিতে সোমকে উল্লেখ করে বলা হয়েছে 'রথ্যম্' অর্থাৎ রথচারী এই সোম। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে দেহরথের ইনি নিয়ন্তা। এই সোমের সঙ্গে যে 'অপ্‌' মেশানো হচ্ছে তা হচ্ছে 'বসতীবরী'। অভিষবের পূর্বদিন এই জল সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। প্রকারান্তরে এই বসতীবরী সংজ্ঞক অপ্‌ বিশ্বচৈতন্যের বোধক।[৫৪] অর্থাৎ চৈতন্যের প্রসারের কথা এখানে স্পষ্ট। 'অন্ধস্' লক্ষণ যে সোম তা

[৫৪] এই 'অপ্‌' এরা…বিশ্বদেবতার প্রতীক—এবং তাদের আবেশ সোমকে সমর্থ করে। তাই তারা সোমের পত্নী। বেদমীমাংসা (টীকা), পৃঃ ৬৪৭
cf. ঋ. ৯।১৫।২ (সায়ণ দ্রষ্টব্য)

জড়চেতনা, 'অপ্' মিশ্রিত হলেই তার মধ্যে স্পন্দনের আবির্ভাব হয়, অর্থাৎ তখন এটা স্পন্দমান বিশ্বচেতনা, তাই সোমকে 'গোষাম্' এই কথা বলায় সোমের মধ্যে অন্তর্জ্যোতির কথাই লক্ষিত হচ্ছে।

তৃতীয় ঋক্‌টি হচ্ছে—

"অনপ্তমপ্সু দুষ্টরং সোমং পবিত্র আসৃজ। পুনীহীন্দ্রায় পাতবে।"

অর্থাৎ জলের মধ্যে এই সোম দুস্তর এবং অনভিভূত, এই সোমকে পান করেন ইন্দ্র। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে নাড়ীতন্তুতে জড়িয়ে ধরা এই সোম কিভাবে বিস্তারিত হচ্ছে তাই বলা হচ্ছে—পবিত্রের মধ্যে অর্থাৎ দেহের নাড়ীজালে এই সৌম্য ধারা চলছে চারিদিক ব্যাপ্ত করে (আ-সৃজ)। এই সোম তখন দুস্তর। অর্থাৎ ইনিই এখানে প্রাণের প্রচোদক, এই ধারা ইন্দ্র পান করেন অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ভ্রূমধ্য বা আজ্ঞাচক্র যা ইন্দ্রেরই স্থান সেখানেই, ফলে সাধকের এই অমৃত লাভ ঘটে। সেজন্যই ইন্দ্রের কথা এখানে।*

সূক্তের চতুর্থ ঋক্ হচ্ছে—

"প্র পুনানস্য চেতসা সোমঃ পবিত্রে অর্ষতি। ক্রত্বা সধস্থমাসদৎ।"

অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে দেখছি সোম ছড়িয়ে পড়েছেন, এগিয়ে চলেছেন পবিত্রের মধ্যে, তাকে পবিত্র করা হচ্ছে চেতনা দ্বারা (চেতসা) অর্থাৎ চিত্তোৎসারিত সংগীতের দ্বারা, এবং বলা যায়, সোম এগিয়ে চলেছেন নিজেরই ক্রতু বা শক্তিতে (ক্রত্বা)। ঋক্‌টির অর্থ দুইভাবে করা যেতে পারে—'প্র-অর্ষতি' অর্থাৎ এগিয়ে চলেছেন, আবার 'প্র-চেতসা' অর্থাৎ বৃহৎ হয়ে চলেছেন এও হতে পারে। প্র-চেতস্ পরোক্ষভাবে অনন্ত সমুদ্রের বোধক।[৫৫] এগিয়ে যেতে যেতে এই সোম বৃহৎ হলেন। এখানে চেতনার দ্বারা সোম পবিত্র হচ্ছে, এই কথায় অধ্যাত্মভাবনা স্পষ্ট। এই সোম সধস্থানে[৫৬] যাচ্ছেন অর্থাৎ কেন্দ্রে যাচ্ছেন যেখানে সমস্ত দেবতা একত্রিত। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এটাই সহস্রারের ইঙ্গিতবহ।

পঞ্চম ঋক্‌টি হচ্ছে—

"প্র ত্বা নমোভিরিন্দব ইন্দ্রসোমা অসৃক্ষত। মহে ভরায় কারিণঃ।"

* দ্র. বেদমীমাংসা ৩য়, পৃঃ ১৬৯

৫৫ মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা—ঋ. ১।৩।১২
প্রচেতা—বরুণ, সমুদ্রপতি

৫৬ সোমকে অনেকত্র 'ত্রিষধস্থ' বলা হয়েছে, সোমের সবন হয় তিনবার। আধবনীয়, দ্রোণ, এবং পূতভৃৎ এই তিনটি কলসে নীত হ'ন এই সোম। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে নাভি, হৃদয় এবং ভ্রূমধ্য বলা যেতে পারে।

সমস্ত সূক্ত জুড়েই 'সৃজ্' ধাতুর ব্যবহার লক্ষণীয়। এখানে ঋক্‌টির অর্থ হচ্ছে ঃ হে ইন্দ্র! সংগীতকারকগণ তোমার উদ্দেশ্যে প্রণতি দিয়ে এই সোম উৎসর্গ করেছেন। এখানে 'মহেভরায়' এই শব্দের দ্বারা পরোক্ষভাবে 'ভর' বা দেবতার জন্য আবেশের কথা স্পষ্ট—এই আবেশ আছে কেননা যারা সোম উৎসর্গ করছেন তারা 'কারিণঃ' অর্থাৎ গায়ক-হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হলে বাক্ তখন সংগীত হয়ে ফোটে। সৌম্য আনন্দের এই-ই স্বভাব। সোম-যজ্ঞে সামগানের কথা আগেই বলা হয়েছে।

ষষ্ঠ ঋক্‌টি হ'ল—

"পুনানো রূপে অব্যয়ে বিশ্বা অর্ষন্নভি শ্রিয়ঃ। শূরো ন গোষু তিষ্ঠতি।"

অর্থাৎ প্রসৃষ্ট সোম কিরূপে থাকছেন তারই কথা। পবিত্রে পরিশুদ্ধ হ'য়ে এই সোম সমস্ত শ্রীতে বা জ্যোতিতে যুক্ত হতে এগিয়ে চলছেন, কিন্তু সমস্ত জ্যোতির মধ্যে এই সোমজ্যোতিই শ্রেষ্ঠরূপে প্রতিভাত হচ্ছে. গোযূথের মধ্যে ইনি শূর স্বরূপ। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে দেখতে গেলে দেখি—জ্যোতির্ময় লোকে এই সোম পৌঁছেছেন, যেখানে অন্বিত হয়েছে সমস্ত জ্যোতি, অর্থাৎ কেন্দ্রে সহস্রারে, বা স্বর্গের মধ্যে এই সোম এখন বিরাজমান। দেহটি এখন শুদ্ধ, 'অব্যয়' বা নাড়ীতন্তুময় 'রূপ' যেটি এখন পবিত্র। বলা যেতে পারে বাইরের দেহের এখন শুদ্ধ হয়ে ভাবরূপে প্রকাশ। ধ্বনিত হচ্ছে এই যে সোম যেন গোলোকে, সমস্ত শ্রীদের সঙ্গে (গোষু) অন্বিত, ইনিই শ্রীকৃষ্ণ সোম (শূর) অর্থাৎ আনন্দদেবতা।

সপ্তম ঋক্‌টি হচ্ছে—

"দিবো ন সানু পিপ্যুষী ধারা সুতস্য বেধসঃ। বৃথা পবিত্রে অর্ষতি।"

এখানে সোমের নীচে নামার ধারার কথা বলা হচ্ছে। পবিত্রের মধ্যে অর্থাৎ দেহের মধ্যে এই সোমের ধারা এখন অনায়াসে (বৃথা) নেমে আসছে। এখন স্বর্গের উচ্চতমস্থান আপ্যায়িত হয়েছে (পিপ্যুষী) তারই ধারায়। দ্যুলোক থেকে বা অন্তরীক্ষ থেকে যেমন (দিবো ন) সমুচ্ছ্রিত (সানু) উদকরাশি সবকিছু আপ্লুত করে নেমে আসে সেই ভাবেই সুতসোমের শক্তিসমন্বিত ধারা (ধারা সুতস্য বেধসঃ) নেমে আসছে। অর্থাৎ মস্তিষ্কের মধ্যে যে সৌম্য চেতনা আপ্লুত হয়েছে সেই চেতনাই এখন অনায়াসে ভাটিয়ে আসছে।

অষ্টম ঋক্—

"ত্বং সোম বিপশ্চিতং তনা পুনান আয়ুষু। অব্যো বারং বি ধাবসি।"

অর্থাৎ হে সোম! তুমি পবিত্রের দিকে ধাবিত হচ্ছ, আয়ুগণের মধ্যে বা মনুষ্যগণের মধ্যে সোম সেই রসকে বিস্তৃতভাবে (তনা) পবিত্র করছেন যা স্তুতির

বা সংগীতের প্রেরণা এনে দেয় (বিপশ্চিৎ)।[৫৭] অধ্যাত্মদৃষ্টিতে দেখলে বলা যেতে পারে সৌম্য চেতনা যা বিস্তৃতভাবে নাড়ীতন্তুতে ছেয়ে রয়েছে (বারং)[৫৮] এবং প্রবাহিত হচ্ছে তা পবিত্র করে তুলছে তাকে, যিনি প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি করছেন হৃদয়ের আনন্দ ঝংকারকে (বিপশ্চিতম্)।[৫৯]

সমগ্র সূক্তটিতে এইভাবে সোমের ঊর্ধ্বারোহণ, পবিত্রীকরণ ও শেষে আবার বিশুদ্ধরূপে আধারে অবতরণ সুস্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট হয়েছে। যোগী বা সাধকেরও লক্ষ্য আধারস্থিত আনন্দশক্তিকে ক্রমশ বিশুদ্ধ করে চক্রে চক্রে ঊর্ধ্বে আরোহণ করান এবং সহস্রারে পৌঁছান, আবার সেখান থেকে তাকে নিম্নে প্রবাহিত করে সেই আনন্দধারার আপ্লাবনে দেহকে অমৃতময় করা। সোমতত্ত্বের মধ্যে আমরা কি এরই প্রকট পরিচয় পাই না ?

এই মতের সমর্থনে আরও একটি সূক্তের ব্যাখ্যা এখানে আমরা সংযোজিত করছি। সূক্তটি নবম মণ্ডলের পঞ্চদশ সংখ্যক সূক্ত। দ্রষ্টা কাশ্যপ অসিত বা কাশ্যপ দেবল ঋষি। দেবতা পবমান সোম, ছন্দ গায়ত্রী। এই সূক্তটির সাধারণভাবে আলোচনা করতে গেলেই ঋষিদের সোম যে শুধুমাত্র বাইরের ওষধিই নয়, অন্তরের প্রাণশক্তির উল্লাস তা স্পষ্টই বোঝা যায়।

প্রথম ঋক্‌টি হ'ল—

"এষ ধিয়া যাত্যণ্ব্যা শূরো রথেভিরাশুভিঃ। গচ্ছন্নিন্দ্রস্য নিষ্কৃতম্।"

সোমের উদ্দেশ্যে 'এষ' এই শব্দের ব্যবহারে ঋষি যে আত্মভূত সোমের কথাই বলেছেন তা বোঝা যায়। সাধকের ধ্যানচেতনায় (ধিয়া) এবং দেহের নাড়ীজালের মধ্যে (অণ্ব্যা) যে সোমচেতনা বা প্রাণচেতনা তা প্রাণের দশটি বৃত্তির মধ্যে (রথেভিরাশুভিঃ) শৌর্য নিয়ে মূলাধার থেকে ইন্দ্রের বা আত্মার

---

৫৭ O' Soma, continuously purifying the song-inspiring (juice) among the Āyus, thou profusely runnest to the sheep's hair (strainer)
S. S. Bhawe, SHR, Part II, p.1

৫৮ √বৃ ধাতু আবরণার্থে প্রযুক্ত, ছেয়ে থাকা অর্থও ধরা যেতে পারে অর্থসংগতির জন্য

৫৯ বিপশ্চিৎ—এই কথাটি √বিপ্‌ এই ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। √বিপ্‌ ধাতুর অর্থ কম্পন। অর্থাৎ ঝংকার, তার জ্ঞান (চিৎ) যার মধ্যে রয়েছে তিনিই বিপশ্চিৎ। অর্থাৎ সূক্ষ্মতম অনুভূতির অনুরণনও যিনি জানেন।
See "one who inspires the vip i.e. the song" SHR, Part II, p. 5

মিলনস্থানের (আজ্ঞাচক্র) দিকে সহস্রার বা পূর্ণানন্দের পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য এগিয়ে যাচ্ছে।[৬০]

দ্বিতীয় ঋক্‌টি—

"এষ পুরু ধিয়ায়তে, বৃহতে দেবতাতয়ে। যত্রামৃতাস আসতে।"

এই যে প্রাণের স্রোত বা সৌম্যচেতনা সে সেই দিকেই যাবার অভিলাষী যেখানে দেবতার বা অমৃতের স্থান অর্থাৎ দ্যুলোক বা সহস্রার। সেই বিপুল জ্যোতির্ময় অথবা বিপুল আনন্দময় যে স্থান সেই স্থানের চিন্তায়ই যেন এই সোম নিরন্তর মগ্ন—যেখানে গেলে লাভ হবে সর্বাত্মক এক দেবাত্মভাব (বৃহতে দেবতাতয়ে)।

তৃতীয় ঋক্‌টি—

"এষ হিতো বিনীয়তেঽন্তঃ শুভ্রবতা পথা। যদীং তুঞ্জন্তি ভূর্ণয়ঃ।"

এই সৌম্যচেতনা যা দেহের মধ্যে নিহিত (হিত) তার স্বাভাবিক-ভাবেই একটা ঊর্ধ্বায়নের বাসনা আছে, সাধকের মধ্যে সেই শক্তি ঊর্ধ্বাভিলাষী হবার প্রচোদনায় (তুঞ্জন্তি) যখন শিহরণ জাগিয়ে তোলে (ভূর্ণয়ঃ) তখনই এই চেতনা একমুখী হয়ে অন্তর্বর্তী এক শুভ্রপথে অর্থাৎ দীপ্তির সঙ্গে (সুষুম্না নাড়ী দিয়ে) বিনীত হয়, সমস্ত দেহের চেতনার একমুখীনতা সম্পাদিত হয়—এখানেই শিষ্যকে গুরু যেমন বিনীত করে সোমশক্তি সেই ভূমিকা নেয় বা পথদর্শীর ভূমিকা নেয়। কুণ্ডলিনীস্থা শক্তির সুষুম্নাপথে গমনের কথা এখানে স্পষ্টই সঙ্কেতিত মনে হয়।

চতুর্থ ঋক্‌ হচ্ছে—

"এষ শৃঙ্গাণি দোধুবচ্ছিশীতে যূথ্যো বৃষা। নৃম্না দধান ওজসা।"

প্রজ্ঞান্বিত বীর্যের দ্বারা (নৃম্না ওজসা) আহিত হ'য়ে এই সৌম্যচেতনা বার বার পরিমার্জনের মাধ্যমে শুদ্ধ হয়ে ওঠে—সমস্ত প্রাণবৃত্তিকে ঊর্ধ্বস্রোতা করার সামর্থ্যে এই সোম তখন বৃষা ওজস্বী চেতনারূপে বিরাজ করে, ঠিক যেন দলপতি কোনো বৃষভ স্বশক্তির উল্লাসে বার বার শৃঙ্গ শাণিয়ে নেয়।

---

৬০ পবিত্রে বা ছাঁকনিতে সবনের পর সোম, ইন্দ্র, বায়ু এবং সূর্যরশ্মির সঙ্গে মিলিত হ'ন—ঋ. ৯।৬১।৮
স্থানের বিচারে—অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ভগ হৃদয়ে, পূষা ভ্রূমধ্যে, বিষ্ণু ও মিত্র মূর্ধায়, বরুণ তারও উজানে। মরুদ্‌গণ ও ইন্দ্র ভ্রূমধ্যে—
অনির্বাণ, বেদমীমাংসা ৩য়, পৃঃ ৫৫৬—টীকা ৫৯৪

পঞ্চম ঋক্ হচ্ছে—

"এষ বৃষ্ণিভিরীয়তে বাজী শুভ্রেভিরংশুভিঃ। পতিঃ সিন্ধূনাং ভবন্।"

এই চেতনা উজানধারায় গিয়ে মিলিত হয় জ্যোতির সঙ্গে অর্থাৎ সৌম্য-চেতনা সূর্যের সঙ্গে মিলিত হ'ন, যোগের কথায় ইড়া এবং পিঙ্গলার মিলন হলে সৌম্যাসিদ্ধি সহজ হয়। সৌম্যচেতনা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তখন ধারক এবং বাহক—শক্তি অগ্রগতির পথে জ্যোতির বৈপুল্যে রূপান্তরিত হয়—এবং এরপরই সাধকের যা পরমাসিদ্ধি সেই সৌম্যচেতনা সহস্রারে পৌঁছায়। সোম তখন বিপুল আলোকে নিজেকে উদ্ভাসিত করে এবং সমস্ত কিছুকে প্লাবিত করে।

ষষ্ঠ ঋক্‌টি হ'ল—

"এষ বসূনি পিব্দনা, পরুষা যয়িবাঁ অতি। অব শাদেষু গচ্ছতি।"

পর্বে পর্বে (পরুষা) এক একটা জ্যোতির রাজ্য (বসূনি) পার হয়ে সোম বিপুল জ্যোতিতে পূর্ণ হয় (পিব্দনা), এটাই সৌম্যচেতনার চরম পরিণাম। কিন্তু এখানেই সোম স্থির থাকে না, পুনরায় নিম্নমুখী হয় এবং যেমন একটি গ্রন্থি ভেদ করে সৌম্যচেতনা উর্দ্ধমুখী হয় ঠিক অনুরূপভাবেই অধোমুখী হয় এবং সব কিছুকে সেই আনন্দের ধারায় শ্যামল সুন্দর (শাদেষু) করে তোলে অথবা স্বস্থান অভিমুখে দেহের মূল আধারে ফিরে আসে—এইরকম গমনাগমনের মাধ্যমে সোমচেতনা সাধকের বা যোগীর পরমানন্দের কারণ হয়। সূক্তটির এই ঋক্ থেকেই সোমচেতনার অবতরণের কথা পাওয়া যায়। এরপর সূক্তের মধ্যে যে দুটি ঋক্ তা সোমসাধনার স্বরূপের কথাই ধ্বনিত করে।

সপ্তম ঋক্‌টি হ'ল—

"এতং মৃজন্তি মর্জ্জ্যমুপদ্রোণেষু আয়বঃ। প্রচক্রাণং মহীরিষঃ।"

এইরকম ভাবে সাধক বা যোগী (আয়বঃ) এই সোমচেতনাকে নিজের দেহাধারে (দ্রোণেষু) একটা নির্দিষ্ট প্রক্রমের মাধ্যমে (প্রচক্রাণং) মহৎ এষণায় বা জ্যোতির্ময় এষণায় জাগিয়ে তোলেন।

অষ্টম বা শেষ ঋক্‌টি হ'ল—

"এতমু ত্যং দশ ক্ষিপো মৃজন্তি সপ্তধীতয়ঃ। স্বায়ুধং মদিন্তমম্।"

এই সোমচেতনা, সাতটি ধীতি বা প্রাণ এবং দশটি অঙ্গুলি বা নাড়ীচেতনা বা প্রাণের বৃত্তির দ্বারা বার বার পরিমার্জিত হয় এবং শুদ্ধ হয় মননের দ্বারা। এইভাবে সৌম্যচেতনা পরিমার্জিত ও শুদ্ধ হয়ে সাধককে সদাচেতন বা সদা-সতর্ক (স্বায়ুধম্) আনন্দধারায় লিপ্ত করে (মদিন্তমম্)।

এই সূক্তটির মধ্যে যেভাবে সোমচেতনার কথা বলা আছে তাতে এটিকে একটি সাধনসূক্তও বলা যেতে পারে। অতএব আমরা বলতে পারি যে সোমের মধ্যে আন্তরভাবনার কথা স্পষ্ট। কয়েকটি বিশেষ বিষয়[৬১] এখানে উল্লেখ করলে অসঙ্গত হবে না—যেমন, সোম ধীতির দ্বারা প্রেরিত হ'ন, ধী শব্দের অর্থ কর্ম (নি. ২।১) এবং প্রজ্ঞা (নি. ৩।৯)। সোমের মধ্যে মিশ্রিত হয় 'অপ্', যা সৃষ্টির মূলকারণ (ঋ. ১।১৬৪।৪১-৪২), সাতটি ধেনু সোমের জন্য আশির মোক্ষণ করে, এই ধেনুগুলি উর্দ্ধস্রোতা প্রাণের সাতটি ধাপ, গো হচ্ছে অন্তর্জ্যোতি—সোমের সঙ্গে যব (ছাতু), দুধ এবং দই মিশিয়ে ত্র্যাশির সোম তৈরী হয়—এগুলি যথাক্রমে তারুণ্য জ্যোতি ও প্রজ্ঞানঘনতার প্রতীক। সোম ও সূর্যের মিলন--চন্দ্রনাড়ী ইড়া ও সূর্যনাড়ী পিঙ্গলার মিলন (হঠযোগীর মতে)। সোমকে নিপীড়ন করা হয় অদ্রির আঘাতে, চৈতন্য সঞ্চার করাই এখানে তাৎপর্য। পৃথিবী থেকে দ্যুলোকে সোমকে নিয়ে যাওয়া, যোগীর দেহে মূলাধার থেকে সহস্রারে অন্তর্বর্তী শুভ্রপথে সুষুম্নামার্গের দ্বারা শক্তিকে পৌঁছানই লক্ষ্য। এই সোমরস ছেঁকে নেওয়া হয় পবিত্র নামক ছাঁকনী দিয়ে। 'পবিত্র' মেষ-লোমের তৈরী ছাঁকনি, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তাই নাড়ীতন্তুর বোধক—এইভাবে সর্বত্রই সোমসাধনা অন্তরঙ্গ সাধনারই ব্যঞ্জক—সন্দেহ নেই।

[৬১] বেদমীমাংসা ২য়, পৃঃ ২৭৪-২৮৩—টীকা দ্রষ্টব্য

সংহিতোত্তর পর্যায়ে সোম

এই অধ্যায়ে সংহিতোত্তর সোম আমাদের আলোচ্য বিষয়। এই সংহিতোত্তর সোম বলতে আমরা ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদের সোমকেই বুঝবো। এযাবৎ আমরা মুখ্যত সংহিতার মন্ত্রমণ্ডলকেই ভিত্তি করে সোমের আলোচনা করেছি এবং সেখানে সংহিতোত্তর সোমের কথাও প্রসঙ্গত এসে পড়েছে, যেমন সোমযজ্ঞের আলোচনায় ব্রাহ্মণের কিছু অংশ এবং সোমের অধ্যাত্মরূপের প্রসঙ্গে উপনিষদের কিছু কথা অনিবার্যভাবেই আলোচিত হয়েছে। কিন্তু বৈদিক ভাবনায় সোমের স্থান নির্ধারণ করতে গেলে সংহিতোত্তর পর্যায়েও সোমের বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। এখন শেষ অধ্যায়ের এই আলোচনায় আমাদের প্রতিপাদ্য এই যে সংহিতার সোম ও সংহিতোত্তর সোম অভিন্ন অর্থাৎ বৈদিক সাহিত্যের আদি ও অন্ত, উপক্রম ও উপসংহার সবখানি জুড়ে সোমের একই অবিচ্ছিন্ন অমৃতধারা প্রবাহিত।

বৈদিক ভাবনা দীর্ঘযুগবাহিত। কালের পরিবর্তনে সংস্কৃতির আন্তররূপ পরিবর্তিত না হলেও বাইরের রূপ কিছুটা পরিবর্তিত হয়—বৈদিক ভাবনার ক্ষেত্রেও একথা খাটে। অবশ্য এই পরিবর্তনের মধ্যেও সংস্কৃতির মূল রূপ কিন্তু অবিকৃত আছে। বৈদিক সাহিত্যের আমরা যে ভাগ করি সেখানে কালিক পরিবর্তনের কথা এলেও ভাবগত বিচারে সেখানে ঐক্য অব্যাহত আছে বলা যায়। কারণ, বিবৃতি ও উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্য নিয়েই আমরা বৈদিক সাহিত্যকে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ এই পর্যায়ে ভাগ করি—বলতে পারা যায়, সংহিতার মধ্যে যে ভাব সংহতরূপে বিদ্যমান তারই বিবৃতি হচ্ছে ব্রাহ্মণ, যা অনেকাংশে কর্মপর, আর আরণ্যক ও উপনিষদ্ সেই কর্মের যে মূল মর্ম তারই প্রপঞ্চন।[১]

The Brahmana and the Upanisads are the record of a powerful revival which took the secret text and ritual as a starting point for a new statement of spiritual thought and experience. On the Veda, p. 13
তুঃ রচনাকাল, রচনাভঙ্গি ও বিষয়বস্তুর বিচারে সংহিতার সঙ্গে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের পার্থক্য যেমনই হোক্ না কেন, বৈদিক ঐতিহ্য অনুসারে এগুলির মধ্যে এক অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা স্বীকার্য—

রমেশচন্দ্র দত্ত, ঋগ্বেদ (অনুবাদ), পৃঃ ২৯

এই দৃষ্টিতে দেখলে সংহিতোত্তর সোম ভাবগত বিচারে যে সংহিতার থেকে পৃথক্ হবে না তা সহজেই অনুমেয়।

ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ্ এইগুলির মধ্যে যে কথা পাওয়া যায় তার সঙ্গে পূর্ববর্তী সংহিতার কোনো সম্পর্ক নেই একথা ঠিক নয়। ব্রাহ্মণের স্বরূপ বিচার করতে গিয়ে অনেকে বিভিন্নভাবে ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু স্বতন্ত্র ও পৃথক্‌ভাবে ব্রাহ্মণকে কখনও নির্দিষ্ট করা যায়নি।[২] কারণ, ব্রাহ্মণের মুখ্য বিষয় যে যজ্ঞ তার আলোচনা প্রসঙ্গে মন্ত্রের অর্থ যেমন আলোচনার বিষয় তেমনি তার তত্ত্বেরও মীমাংসা আছে। সেজন্য বলা যেতে পারে ব্রাহ্মণ-গুলিতে মুখ্যত যজ্ঞবিধির আলোচনা দেখতে পাই, উপনিষদে মন্ত্রার্থের বা যজ্ঞভাবনার তাত্ত্বিক বিবৃতি এবং আরণ্যক এই দুই ভাবেরই পরিপোষক।[৩] অর্থাৎ সাধারণভাবে ব্রাহ্মণ সাহিত্যেরই তিনটি ভাগরূপে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষৎকে নির্দেশ করা যেতে পারে।[৪] এগুলি স্পষ্ট প্রমাণিত হয় তখনই যখন ব্রাহ্মণগ্রন্থ সংহিতার সঙ্গে, অথবা ব্রাহ্মণের সঙ্গে আরণ্যক এবং আরণ্যকের সঙ্গেই উপনিষদ্‌গ্রন্থ যুক্ত দেখা যায়। যেমন ঐতরেয় ব্রাহ্মণের পরিশেষেই ঐতরেয় আরণ্যক, এবং এই আরণ্যকের যেটি জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থকাণ্ড এরই মধ্যে ঐতরেয় উপনিষৎ। জৈমিনীয় ব্রাহ্মণের অন্তর্গত হচ্ছে 'উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ' এই আরণ্যকটি। এখানে আরণ্যকের নামটিই, আরণ্যক ও ব্রাহ্মণ এবং উপনিষৎ যে পরস্পর যুক্ত তারই ইঙ্গিত বহন করে। আর একটি আরণ্যক, বৃহদারণ্যক হচ্ছে শতপথ ব্রাহ্মণের শেষভাগ এবং এই আরণ্যকের শেষেই বৃহদারণ্যকোপনিষৎ। এখানেও আরণ্যক এবং উপনিষদ্ যে একই ভাবনার পরিপোষক তারই পরিচয় পাই। সাধারণভাবে বলা যায় ব্রাহ্মণে যজ্ঞকর্মের যে প্রয়োগ বা বিবৃতি সেখানে বহিরঙ্গ অনুষ্ঠানটির রূপ প্রধানভাবে বলা আছে এবং এই বহিরঙ্গ রূপটির অন্তরালে যে আন্তররূপ সেইটিই যে লক্ষ্য তা আরণ্যক এবং উপনিষদের মধ্যে দেখানো হয়েছে।

যাই হোক, এখন এই সংহিতোত্তর পর্যায়ে সোমের স্বরূপ আমাদের আলোচনার বিষয়। এই সংহিতোত্তর পর্যায়ে বিশেষ করে ব্রাহ্মণভাগে সোম-যজ্ঞের যেমন প্রয়োগের কথা পাই—তেমনি সাধারণভাবে সোম সম্বন্ধে কতকগুলি

---

২ A Study of the important Brahmanas, p. 5

৩ অনির্বাণ, বেদমীমাংসা ১ম, পৃঃ ৭২-৭৩

৪ ঐ. পৃঃ ৭২
Cf. ...and it is often difficult to draw the line between the Aranyakas and the Upanisads—
Winternitz., HIL, p. 204

আখ্যানও পাওয়া যায়। সোমযজ্ঞের কথা আমরা আগে আলোচনা করেছি—এখানে ব্রাহ্মণের আখ্যানভাগ এবং সোম সম্বন্ধীয় উক্তিগুলি আমাদের আলোচনার বিষয়।

আমাদের মূল প্রতিপাদ্য এই যে বৈদিক ভাবনার পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে সোমের মধ্যে অর্থাৎ সোম সম্বন্ধীয় ভাবনার মধ্যে। সেজন্য সোমের প্রসঙ্গে ঋক্ সংহিতার অর্থও যেমন আলোচনার বিষয়—তেমনি সংহিতোত্তর পর্যায়েও সোমের বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। এইরকম আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বৈদিক সাহিত্যের অখণ্ডতার সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক ভাবনারও অখণ্ডতা প্রতিপাদিত হবে। সেইজন্য বৈদিক ভাবনায় সোমের আলোচনা করতে গেলে অখণ্ড বৈদিক সাহিত্যে সোমের আলোচনা অপরিহার্য।

এখন ব্রাহ্মণভাগে সোম সম্বন্ধে কি কি আখ্যান পাওয়া যায়—তার আলোচনা করা যাক্। পূর্বের আলোচনায় আমরা সোমের অধিদৈব এবং অধিভূত এই রূপ ছাড়াও অধ্যাত্মরূপেও সোমের পরিচিতি স্পষ্ট এই কথা আলোচনা করেছি, সেই প্রসঙ্গে অংশবিশেষে উপনিষদাদির কথাও উল্লিখিত হয়েছে। এখানে শুধুমাত্র আখ্যানভাগকে কেন্দ্র করেই সোমের পরিচিতি আমাদের আলোচ্য। ব্রাহ্মণের এই আখ্যানগুলি কিন্তু স্বতন্ত্র এবং সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে সোমের কথা আলোচনা করেনি—এই আখ্যানগুলির মূল ভূমি ঋগ্বেদ।[৫] এই আখ্যানগুলির পর্যালোচনায় সোমকে যেমন দেবতারূপে তেমনি দ্রব্যরূপেও আলোচিত হ'তে দেখা যায়।

ব্রাহ্মণের উক্তি এবং আখ্যানগুলির আলোচনায় জানা যায় সোম এবং চন্দ্রমা এখানে অভিন্নরূপেই আলোচিত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা আছে "এতদ্বৈ দেব সোমং যচ্চন্দ্রমাঃ"।[৬] অর্থাৎ যিনি চন্দ্রমা তিনিই সেই সোম দেবতা। শতপথ ব্রাহ্মণে এই চন্দ্রমাকে আবার দেবতার অন্ন বলা হয়েছে।[৭] সুতরাং দেবতা এবং দ্রব্য দুই সোমই ব্রাহ্মণে আলোচ্য। ঋগ্বেদে সোম ওষধিপতিরূপে কীর্তিত, ব্রাহ্মণে সোমের ওষধিরাজ্য জয়ের কথা আছে।[৮] সোম স্বীয় শক্তিতে নিজের গুরু বৃহস্পতিকেও জয় করেন, শতপথ ব্রাহ্মণে এর উল্লেখ পাই।[৯]

৫ At the outset it must be made abundantly clear that the seeds of these legends are found in the Rigveda—Soma in the Legends. p. 2.

৬ ঐ. ব্রা. ৭।১০

৭ এষ বৈ সোমো রাজা দেবানমন্নং যচ্চন্দ্রমাঃ—শ. ব্রা. ১।৬।৪।৫

৮ তৈ. ব্রা. ৩।১।৪।৩

৯ শ. ব্রা. ৪।১।২।৪-৫

প্রজাপতি সোমের সঙ্গে সূর্যা ও সাবিত্রীর বিবাহ দেন একথার উল্লেখ পাই ঐতরেয় ব্রাহ্মণে।[10] তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে দেখি সাবিত্রী ও সোমের বিবাহের কথা। এখানে উল্লিখিত আছে সোম প্রজাপতির অন্য এক কন্যা শ্রদ্ধাতে আসক্ত ছিলেন এবং সেজন্য সাবিত্রী প্রজাপতির সহায়তায় সোমের অনুরাগ অর্জন করেন।[11] প্রজাপতিকে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে সোমস্রষ্টারূপে উল্লেখ করা হয়েছে।[12] সোমের বিবাহপ্রসঙ্গ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮৫তম সূক্তে উল্লিখিত আছে—সেখানে সোম ও সূর্যার বিবাহের কথা আছে—এছাড়া সূর্যার সোম আহরণের ও সোম সংস্কারের কথারও উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণে সাবিত্রীর প্রসঙ্গ এসেছে—এছাড়া তৈত্তিরীয় সংহিতার মধ্যেই কথিত আছে প্রজাপতির ত্রিশজন কন্যার সঙ্গেই সোমের বিবাহ হয়। কিন্তু সেই ত্রিশজন কন্যার মধ্যে সোম রোহিণী নামক এক কন্যার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন, সেজন্য অন্যান্য কন্যাগণ পুনরায় প্রজাপতির নিকট প্রত্যাবর্তন করেন এবং নিজেদের দুঃখের কথা বলেন। প্রজাপতি সোমকে আহ্বান করেন, তখন সোম সেই প্রজাপতির নিকট বিবাহিত স্ত্রীগণকে সমানভাবে দেখার প্রতিশ্রুতি দেন—পরে দেখা যায় সোমের রাজযক্ষ্মা রোগ উপস্থিত হয়, সোমের স্ত্রীগণ সকলে সোমের আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করেন এবং পরিণামে সোম আদিত্যসহায়ে রোগমুক্ত হ'ন।[13]

ব্রাহ্মণে সোমের একটি বিশেষণ 'রাজা'—এ সম্বন্ধেও আখ্যায়িকা আছে। ওষধিপতি, অন্নপতি ইত্যাদি উক্তি ঋক্‌সংহিতায় সোমের প্রতি আছে, এছাড়া আগেই সোমের ওষধিরাজ্য জয়ের কথা বলা হয়েছে। যজ্ঞভূমিতে শকটের দ্বারা সোমের আনয়ন, সোমের স্থাপনের নিমিত্ত 'সম্রাড়াসন্দী' নামক আসনের ব্যবহার এবং সোমের যজ্ঞভূমিতে উপস্থিতির সম্বর্দ্ধনায় 'আতিথ্যেষ্টি' নামক ইষ্টির বিধান, এই সমস্ত বিষয়ে সোমের 'রাজা' এই বিশেষণের সার্থকতাই প্রতিপাদিত হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উল্লিখিত আছে—"সেই দেবগণ বলিয়াছিলেন আমাদের রাজার অভাবে জয় হইল না, আমরা রাজা করিব। তাহাই হউক এই বলিয়া তাহারা সোমকে রাজা করিয়াছিলেন। তাঁহারা রাজা সোম দ্বারা সকলদিক্ জয় করিয়াছিলেন। যে (যজমান) সোমযাগ করেন সোমই

[10] ঐ. ব্রা. ১৭।১
[11] তৈ. ব্রা. ২।৩।১০।১
[12] তৈ. ব্রা. ২।৩।১০।১
[13] তৈ. সং. ২।৩।৫

তাহার রাজা।”[১৪] ঋক্‌সংহিতার মধ্যেও বরুণ দেবতা এবং সোম দেবতাকে লক্ষ্য করে 'রাজা' এই সম্বোধন করা হয়েছে (ঋ. ৯।৮৮।৮)। আবার এই সোম যেমন দেবগণের তেমনি মনুষ্যগণেরও রাজা তারও উল্লেখ ঋগ্বেদেই পাওয়া যায়।[১৫]

ব্রাহ্মণে সোমাহরণের বিষয়েও বিস্তারিত আখ্যান দেখতে পাই। অধিভূত দৃষ্টিতে সোমের বিচার প্রসঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে পূর্বেই দুই একটি আখ্যানের উল্লেখ করা হয়েছে। পুনরায় এখানে সেগুলির বিস্তারিত উল্লেখ করছি। সোমাহরণের আখ্যানে সোমের স্বর্গবাস ও অন্তরিক্ষবাসের কথা জানতে পারা যায়। 'সোম ছিলেন স্বর্গে—দেবতাগণ এবং ঋষিগণ সেই সোমকে কামনা করলেন। এই সোমাহরণের জন্য তাঁরা ছন্দসমূহকে পাঠালেন—ছন্দগণ পক্ষীর রূপ ধারণ করে সোমাহরণ করতে গেলেন। প্রথমে প্রবৃত্ত হলেন 'জগতী' নামক ছন্দ, কিন্তু তিনি সোমাহরণ করতে পারলেন না, দ্বিতীয়াবস্থায় 'ত্রিষ্টুপ্' নামক ছন্দ সোমাহরণের জন্য অগ্রসর হলেন, তিনিও সোমাহরণে অক্ষম হলেন। শেষে 'গায়ত্রী' নামক ছন্দই সোমাহরণ করতে সক্ষম হ'লেন। এই গায়ত্রী সোমাহরণের সঙ্গে, জগতী ও ত্রিষ্টুপ্ যে অক্ষরগুলি হারিয়ে এসেছিলেন, সেগুলিও সঙ্গে নিয়ে আসেন। প্রথম অবস্থায় সাধারণভাবে সমস্ত ছন্দেরই অক্ষরসংখ্যা ছিল চার। সোমাহরণে প্রবৃত্তা জগতী শ্রান্তা হয়ে তিনটি ও ত্রিষ্টুপ একটি অক্ষর হারিয়েছিলেন, গায়ত্রী স্বীয় চার অক্ষর এবং ঐ ছন্দ দুটির হারিয়ে যাওয়া অক্ষর নিয়ে হলেন অষ্টাক্ষরা। এই গায়ত্রীই প্রাতঃসবনের ছন্দ, গায়ত্রী সোমাহরণের সময় দক্ষিণপাদে যে সোম গ্রহণ করেছিলেন তাই প্রাতঃসবনজন্য সোম হয়, বামপাদের সোম মাধ্যন্দিনসবনের এবং মুখস্থিত অংশতঃ পীত সোম তৃতীয়সবনের জন্য নির্দিষ্ট হয়। মাধ্যন্দিনসবনে এই গায়ত্রী ছন্দই ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের সঙ্গে যোগ দেন এবং একাদশাক্ষরা হয় ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী সেই সবনে স্থান পায় এবং এই একাদশ অক্ষরযুক্ত হয়েই তৃতীয়সবনে জগতীর সঙ্গে যুক্ত হলে জগতীর অক্ষর সংখ্যা দাঁড়ায় দ্বাদশ। সোমাহরণরতা গায়ত্রীকে 'কৃশানু' নামক একজন সোমপালক ধনুর্বাণ নিয়ে আক্রমণ করেন,

[১৪] রামেন্দ্ররচনা ৫ম, ঐ. ব্রা., পৃঃ ৪৫
তুঃ স যদাহ সম্রাডসীতি সোমং বা এতদাহৈষ হ বৈ বায়ুর্ভূত্বা অন্তরিক্ষলোকে সম্রাজতি—তদ্ যৎ সম্রাজতি তস্মাৎ সম্রাট্—তৎ সম্রাজস্য সম্রাট্ত্বম্—ব্রাহ্মণোদ্ধারকোষ, পৃঃ ৮১১

[১৫] রাজা দেবানামুত মর্ত্যানাম্—ঋ. ৯।৯৭।২৪
অন্যতম যজ্ঞভেদ 'রাজসূয়' এই নামটিতেও রাজা শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়।

এই আক্রমণে গায়ত্রীর পায়ের নখ ছিন্ন হয়।[১৬] এই প্রসঙ্গে সেই বাণ ও পায়ের নখ থেকে বিভিন্ন জীবের আবির্ভাব হয় সেকথাও বলা আছে—গায়ত্রীর নখ থেকে শল্যক বা সজারু, নখস্থ মেদ থেকে যজ্ঞীয় পশুর বশা, বাণের শল্যভাগ থেকে দংশনাসমর্থ সর্প, বাণের বেগ থেকে দ্বিশিরা নামক সর্প, বাণের পত্র থেকে মন্থাবল নামক জীববিশেষ এবং স্নায়ু থেকে গণ্ডূপদ অর্থাৎ সর্পাকৃতি জীববিশেষ এবং বাণের ছেদন বা কাষ্ঠভাগ থেকে অন্ধসর্পের আবির্ভাব হয়। গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দসমূহ কর্তৃক সোমাহরণের কাহিনী কিছু ভিন্ন আকারে শতপথ ব্রাহ্মণে পরিবেশিত আছে। এখানে সোমপালক 'গন্ধর্ব বিশ্বাবসু'র নাম পাওয়া যায়।[১৭] এছাড়া এই আহরণের প্রসঙ্গটি একটু ভিন্ন আকারে অন্যত্র পাই যেমন—সোম গন্ধর্বলোকে ছিলেন, সেই সোমকে দেবতাগণ আহরণ করার ইচ্ছা করেন, বাক্ স্ত্রীরূপ ধারণ করে স্ত্রীকাম গন্ধর্বগণকে ভুলিয়ে সোমকে নিয়ে আসেন।[১৮] শতপথ ব্রাহ্মণে সুপর্ণী ও কদ্রুর বিতর্কের কথা পাওয়া যায়। কদ্রুর নিকট সুপর্ণী পরাজিত হয়েছিলেন এবং তিনি স্বর্গ থেকে নিজের মুক্তির জন্য সোমকে আনতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই সোমাহরণ নিমিত্ত তিনি ছন্দসমূহকে সৃজন করেন।[১৯] এই সোমাহরণ প্রসঙ্গে মর্ত্যে পলাশবৃক্ষের উৎপত্তির কথা পাওয়া যায়। সোমাহরণের সময় সোমপালক কৃশানুর দ্বারা আহত হওয়ায় গায়ত্রী কর্তৃক অপহৃত সোম থেকে একটি পর্ণ পৃথিবীতে পড়ে, তাই-ই পলাশবৃক্ষরূপে উৎপন্ন হয়।[২০] তাণ্ড্য-ব্রাহ্মণে এই প্রসঙ্গে 'পূতীক' লতার উৎপত্তি হয় এই কথাও বলা আছে।* এই 'পূতীক' সোমের প্রতিনিধিস্বরূপ হয়ে ব্যবহৃত হ'ত। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ঋক্ সংহিতার মধ্যে শ্যেন কর্তৃক সোমাহরণের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে।

কৌষিতকী ব্রাহ্মণে উল্লিখিত আছে, সোম ও অগ্নি দুইজনেই বৃত্রের মধ্যে নিহিত ছিল, ইন্দ্র সেই সোমকে আনয়ন করার ইচ্ছা করলেও বৃত্রের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করতে পারছিলেন না, তখন অগ্নি এবং সোমকে দর্শপূর্ণমাসের পূর্ণমাস যজ্ঞে যজ্ঞভাগ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে অগ্নি ও সোম বেরিয়ে

[১৬] ঐ. ব্রা. ১৩।১।২৫, ২৬

[১৭] শ. ব্রা. ৩।২।৪।১

[১৮] ঐ. ব্রা. ৫।১।২৭

[১৯] শ. ব্রা. ৩।৬।২।২-১৭

[২০] শ. ব্রা. ৩।৩।৪।১০, cf. দুর্গাদাস লাহিড়ী, তৈ. সং., ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯

* তা. ব্রা. ৯।৫।৪, ৮।৪।১

আসেন। সেইজন্য পূর্ণমাস অনুষ্ঠানে অগ্নি ও সোম দেবতারূপে বর্তমান আছেন।[২১]

জৈমিনীয় ব্রাহ্মণে উল্লিখিত আছে "আসুরী দীর্ঘজিহ্বী" সোম অবলেহন করতো। ইন্দ্র সেই সোম গ্রহণ করতে পারতেন না, পরে কৌৎস সুমিত্র নামক ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট 'সৌমিত্র' নামক 'সামগান' হলে ইন্দ্রের উপস্থিতি হয়, এবং তিনি দীর্ঘজিহ্বীকে বধ করেন ও সোম গ্রহণ করেন।[২২] এই আখ্যানটিই ঐতরেয় ব্রাহ্মণে কিছু পরিবর্তিতরূপে আছে। সেখানে বলা আছে আসুরী দীর্ঘজিহ্বী প্রাতঃসবনের সোম অবলেহন করায় সোমের মধ্যে মাদকতা এসেছিল, দেবতারা মিত্র ও বরুণ দেবতার সহায়তায় ও নির্দেশে 'পয়স্যা' সংমিশ্রণে সেই মাদকতা নাশ করতে সক্ষম হ'ন।[২৩] এই মাদকতার প্রসঙ্গে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের আরও একটি আখ্যান লক্ষণীয়। দেবতাগণ পাপক্ষালনার্থ 'সর্বচরু' নামক দেশে সত্রের অনুষ্ঠান করেছিলেন, কিন্তু পাপমুক্ত হ'ন নাই। তখন কদ্রুর পুত্র অর্বুদ ঋষি দেবতাগণের পাপনাশ না হওয়ার কারণ হিসাবে সোমের অভিষবার্থ পাষাণখণ্ডের স্তুতির অভাবকেই নির্দেশ করেন, এবং দেবতাদের পরামর্শে সেই সর্পঋষি অর্বুদ গ্রাবস্তুতের কাজ অর্থাৎ মাধ্যন্দিনসবনে পাষাণখণ্ডের স্তুতি করাতে, দেবগণের পাপনাশ হয়। কিন্তু সর্পঋষির বিষে সোমে মাদকতা এসেছিল এবং তা দেবতাদের মত্ততার কারণ হয়, তখন দেবতাগণ ঐ গ্রাবস্তুতের চোখ উষ্ণীষ দ্বারা বেঁধে দেন—সোমযজ্ঞে গ্রাবস্তুতকে তাই করতে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুনরায় ঐ ঋষিরই সান্নিধ্যে সোমের মত্ততা আসায় গ্রাবস্তুতের পাঠ্যমন্ত্রের মধ্যে ঋত্বিকগণ মন্ত্রান্তর সম্পৃক্ত করেন এবং সোমের মাদকতা পরিহার করতে সমর্থ হ'ন। ফলতঃ সোমের মাদকতা যে বৈদিকগণের কোনোরকমভাবেই ইষ্ট ছিল না, এ থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয়।[২৪]

দেবতাগণের মধ্যে সোমপানে অগ্রাধিকার নিয়েও প্রতিযোগিতার কথা পাওয়া যায় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে। প্রতিযোগিতায় বায়ু প্রথম, ইন্দ্র দ্বিতীয়, তারপর

২১ কৌ. ব্রা. ১৫।২
See, J.A.S.B. Vol. 38/1963, p. 122

২২ জৈ. ব্রা. ১।১৬২-১৬৩

২৩ ঐ. ব্রা. ২।৮
তুঃ "পুরোজিতী বো অন্ধসঃ সুতায় মাদয়িত্নবে। অপশ্বানং শ্নথিষ্টন সখায়ো দীর্ঘজিহ্ব্যম্"—ঋ. ৯।১০১।১

২৪ ঐ. ব্রা. ৬।২৬

মিত্রাবরুণ এবং অশ্বিদ্বয় স্থান পেয়েছিলেন। সোমযজ্ঞের দ্বিদেবত্য গ্রহপ্রচারের বিষয়েও এইরকম প্রতিযোগিতার ফলেই যুগ্মভাবে সোম গ্রহণের অধিকার লাভের কথা আছে।[২৫] আর একটি উপাখ্যানে বর্ণিত আছে, দেবতাগণের মধ্যে ক্ষত্রিয়স্বরূপ ইন্দ্র পাঁচটি অপরাধে অপরাধী ছিলেন, সেজন্য দেবতাগণ ইন্দ্রকে সোমযজ্ঞে বর্জন করেন। অপরাধ পাঁচটি ছিল—ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে বধ করা, বৃত্র বধ করা, সালাবৃক বা আরণ্য কুকুরের মুখে যতিদিগকে পাঠান এবং ব্রাহ্মণবেশী 'অরুর্মঘ' নামক যতিগণকে বধ ও বৃহস্পতিকে প্রতিহত করা।[২৬] যাই হোক, ক্ষত্রিয়স্বরূপ ইন্দ্রদেবতা স্বকীয় সামর্থ্যবলে পুনরায় সোমপানে অধিকার অর্জন করেছিলেন কিন্তু মর্ত্যে ক্ষত্রিয়গণের সেই সামর্থ্য না থাকায় তারা ব্রাহ্মণের ন্যায় সোমপানে অধিকার লাভ করতে পারেন নি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উল্লিখিত আছে[২৭] ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বন্তর সোমযজ্ঞ করেছিলেন। তিনি সেই সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন তার পুরোহিত শ্যাপর্ণদের বাদ দিয়েই। কিন্তু, ক্ষত্রিয়গণ যেহেতু সোমপানে অধিকার হারিয়েছিলেন, সেজন্য সোমযজ্ঞ করা তাদের অন্যায়—এই মনোভাবে বিশ্বন্তরের পুরোহিত শ্যাপর্ণ অনাহুত হওয়া সত্ত্বেও যজ্ঞমণ্ডপে যজ্ঞনিষেধ করতে যান। এই প্রসঙ্গে বিশ্বন্তর এবং শ্যাপর্ণ ও তার অনুচরদের দ্বন্দ্বের কথা আছে। পরে মার্গবেয়রাম নামক একজন ঋত্বিক শ্যাপর্ণ পুরোহিতের পক্ষ অবলম্বন করে চতুর্বর্ণের ভক্ষ্যের বিষয় নির্দেশ করেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এই প্রকরণে ক্ষত্রিয়ের ভক্ষ্য প্লক্ষ বা ন্যগ্রোধরস নির্দিষ্ট হয়েছে এবং প্রসঙ্গক্রমে অন্য বর্ণেরও ভক্ষ্যের কথা বলা আছে। যেমন বৈশ্যের দধি এবং শূদ্রের জল। অর্থাৎ সোমপানে অধিকার কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরই এবং সোমের পরিবর্তে ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণেরা ন্যগ্রোধরস ইত্যাদি ভক্ষণ করবেন। এছাড়া অন্য ভক্ষ্যদ্রব্য গ্রহণে বা একে অন্যের ভক্ষ্য গ্রহণ করলে বিপদ হবে, একথারও উল্লেখ আছে।[২৮]

শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লিখিত আছে—ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ ছিলেন ত্রিশীর্ষ। তিনি একটি মুখে সোম ও অন্য দুইটিতে সুরা ও অন্ন গ্রহণ করতেন। ইন্দ্র এই বিশ্বরূপকে বধ করেন। বধ করায় ঐ তিনটি মস্তক যথাক্রমে তিনটি

---

২৫ ঐ. ব্রা. ৯।১

২৬ যত্রেন্দ্রং দেবতাঃ পর্যবৃঞ্জন্ বিশ্বরূপং ত্বাষ্ট্রমভ্যমংস্ত বৃত্রমস্তৃত, যতীন্ সালাবৃকেভ্যঃ প্রাদাদরুর্মঘানবধীদ্ বৃহস্পতেঃ প্রত্যবধীদিতি।
ঐ. ব্রা. ৭।৩৫

২৭ ঐ. ব্রা. ৭।৩৫

২৮ ঐ. ব্রা. ৭।২৭-৩৪

পক্ষীতে রূপান্তরিত হয়—যে মুখ দিয়ে সোমপান করতেন সেটি হয় কপিঞ্জল বা চাতক, যেটি সুরাপানে নিযুক্ত হ'ত, সেটি কলবিঙ্ক পক্ষীতে পরিণত হয় এবং অন্নগ্রহণের জন্য ব্যবহৃত যেটি, তা তিত্তিরী পক্ষীতে পরিণত হয়।[২৯] এই আখ্যানের মধ্যে জড়িয়ে আছে ত্বষ্টার সোমযজ্ঞানুষ্ঠানের কথা। বিশ্বরূপ বধ করার পর পুত্রবধে রুষ্ট হলেন ত্বষ্টা। তিনি এক আভিচারিক সোমযজ্ঞ অনুষ্ঠান করলেন এবং সেই যজ্ঞে একান্ত সোমপ্রিয় ইন্দ্রকেই বাদ দিলেন। কিন্তু ইন্দ্র সেই সোমযজ্ঞে অনাহুত হয়েও উপস্থিত হয়ে বলপূর্বক সোমপান করেছিলেন।[৩০] এই প্রসঙ্গে বৃত্রের জন্মের কথা জড়িত। এখানেই উল্লিখিত আছে—সোমপান করার পর ইন্দ্র সেই সোম ধারণ করতে পারেন নি—ইন্দ্রের তেজ শরীর থেকে নির্গত হয় এবং সেই প্রচ্যুত তেজই অজ, অবী, গোধূম প্রভৃতিরূপে পরিণত হয়। এই প্রসঙ্গে একটি মন্তব্য করা যেতে পারে এই যে, সোমকে কেন্দ্র করেই অনেক প্রাণী এবং ওষধির জন্মের কথা পাওয়া যাচ্ছে।

অন্যত্র ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে, 'ঋভু' যারা মনুষ্য তারা তপঃফলে সোমপানে অধিকার অর্জন করেন এবং এই ঋভুগণ তৃতীয়সবনে সোমযজ্ঞে সোমভাগ পান।[৩১] সোমযজ্ঞের তৃতীয়সবনে 'আর্ভব পবমান' স্তোত্র এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

আরও একটি আখ্যান পাই যেখানে দেখা যায় দাসীপুত্র 'কবষ' স্বমহিমায় সোমযজ্ঞে ঋত্বিকরূপে বৃত ও প্রতিষ্ঠিত হ'ন।[৩২] আখ্যান হচ্ছে এই—মধ্যম ঋষিগণ সরস্বতীতীরে সত্রানুষ্ঠানে ব্রতী হলেন, সঙ্গে 'কবষ'ও দীক্ষিত হয়েছিলেন ঋত্বিকরূপে, কিন্তু ঐ ঋষিগণ কবষকে দাসীপুত্র বলে তিরস্কার করে 'পিপাসায় প্রাণ যাক্' এই অভিশাপ দিয়ে তাড়িয়ে দেন,—তখন কবষ মরুপ্রদেশে তৃষ্ণাকাতর হয়ে সরস্বতীর স্তব করেন, তখন স্তবতুষ্টা সরস্বতী কবষের নিকট উপস্থিত হ'ন,—এই বৃত্তান্ত শোনার পর ঋষিগণ তাঁকে পুনরায় সাদরে বরণ করেন। কবষ ঋষির দৃষ্ট সূক্ত 'অপোনপ্‌ত্রীয় সূক্ত' নামে পরিচিত। প্রাচীন-

---

২৯ শ. ব্রা. ১।৬।৩।১-১০

৩০ বিশ্বরূপং বৈ ত্বাষ্ট্রমিন্দ্রোঽহন্। তন্ত্বষ্টা হতপুত্রোঽভ্যচরৎ সোঽভিচরণীয়মপেন্দ্রং সোমমাহরৎ। তস্যেন্দ্রো যজ্ঞবেশসং কৃত্বা প্রাসহা সোমমপিবৎ।
শ. ব্রা. ১২।৭।১-৩

৩১ ঐ. ব্রা. ৩।৩০
Cf. The Ṛbhus were not entitled to drink Soma, but by their tapas among the Devas they won the right of drinking Soma—J.A.S.B., Vol. 38, p. 122.

৩২ মধ্যমাঃ সরস্বত্যাং সত্রমাসত। তদ্ধাপি কবষো মধ্যে নিষসাদ। তং হেম উপোদুর্দাস্যা বৈ ত্বং পুত্রোঽসি···কৌ. ব্রা. ১২।৩ দ্রঃ রামেন্দ্র রচনাবলী ৫ম, পৃঃ১৩১

কালে তীর্থজল রাক্ষসগণ দ্বারা কবলিত থাকায় তীর্থজল আনয়ন দুঃসাধ্য ছিল, কিন্তু এই কবষ ঋষিদৃষ্ট 'অপোনপ্ত্রীয়' সূক্তই সেই যজ্ঞবিঘাতক এবং তীর্থজল অবরোধকারী রাক্ষসদের অপসারণে সমর্থ হয়। সোমযজ্ঞে অভিষবের দিন আনীত 'একধনা' নামক জলের সঙ্গে যখন পূর্বদিনে আনীত 'বসতীবরী' সংজ্ঞক জল মেশানো হয় তখন এই সূক্ত পাঠ হয়।

এই সমস্ত আখ্যান ছাড়াও সোমযজ্ঞের বিশেষভাবে মাহাত্ম্য ও প্রাশস্ত্য বর্ণনা প্রসঙ্গে কিছু কিছু আখ্যানভাগ ব্রাহ্মণে দেখা যায়। যেমন—সোমযজ্ঞের অঙ্গ অনুষ্ঠান উপসৎ ইষ্টি—যা তিনদিনব্যাপী। এই অনুষ্ঠানটি দেবগণ কর্তৃক অসুরগণের পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক এই তিনটি লোকে নির্মিত তিনটি দুর্ভেদ্য দুর্গকে নষ্ট করার জন্যই।[৩৩] সোমযজ্ঞের অঙ্গধৃত যে প্রবর্গ্য অনুষ্ঠান তা যজ্ঞসম্পূর্ণতারই আপাদক, এইরকম তাৎপর্য আলোচিত আছে। 'অগ্নীষোম' প্রণয়ন অনুষ্ঠানেও বলা আছে—সদোমণ্ডপ থেকে হবির্দ্ধান মণ্ডপে সোমকে নিয়ে যাবার সময় অসুরেরা রাজা সোমকে বধ করতে চেয়েছিল—অগ্নি সঙ্গে থাকায় এই অগ্নি মায়া অবলম্বনপূর্বক অসুরগণের অলক্ষ্যে সোমকে নিয়ে যান, সেজন্য সোমপ্রণয়নে অগ্নির প্রয়োজন।[৩৪] সোমযজ্ঞের সদোমণ্ডপস্থ অগ্নিগুলিকে আগ্নীধ্রকুণ্ড থেকে প্রজ্বলিত করার বিষয়েও আখ্যান আছে যে দেবাসুর সংগ্রামে দেবতাগণ পরাজিত হয়ে সদোমণ্ডপে আশ্রয় নিলে সেখানেও যখন অসুরগণ দ্বারা বিতাড়িত হন এবং অসুরগণ সেই সদোমণ্ডপস্থিত অগ্নিসমূহ নির্বাপিত করলে আগ্নীধ্রকুণ্ডে আশ্রিত দেবগণ আগ্নীধ্রের অগ্নি থেকেই সদোমণ্ডপের অগ্নি পুনরায় প্রজ্বলিত করেন। সোমযজ্ঞে এই রীতিই তাই অনুসৃত হ'ত।[৩৫] দেবতাদের যজ্ঞান্বেষণ এবং যজ্ঞলাভের বিষয়েও সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান-পরম্পরার উৎকর্ষ এবং ক্রমান্বয়ে সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠানেই দেবগণের যজ্ঞপ্রাপ্তি ঘটে, একথার উল্লেখ আছে।[৩৬] সোমযজ্ঞের 'তানুনপ্ত্র' নামক অনুষ্ঠান বিষয়েও বলা হয়েছে—অসুরগণ পরাজিত হলে দেবতাগণ পুনরায় অসুরগণের প্রাবল্যের ভয়ে ভীত হয়ে স্বকীয় তনু বা পুত্রগণকে বরুণগৃহে রেখে শপথগ্রহণ পূর্বক ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হ'ন এবং সেই আশংকামুক্ত হন। যজ্ঞে 'তানুনপ্ত্র' ঋত্বিকগণ ও যজমানের

৩৩ ঐ. ব্রা. ১।৪

৩৪ ঐ. ব্রা. ১।৫।৪

৩৫ ঐ. ব্রা. ১।১০

৩৬ ঐ. ব্রা. ৩।১৫

ঐক্যের শপথ।[৩৭] কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পর্কিত বা যজ্ঞমাহাত্ম্য ও প্রাশস্ত্য বিষয়ে তাৎপর্য অন্বেষণ করে যে সমস্ত আখ্যায়িকা সেগুলি শুধু সোমের স্বরূপবিচার বা সোমকে লক্ষ্য করেই আখ্যান নয়, কিন্তু সোমযজ্ঞের মাধ্যমে এগুলি উল্লিখিত আছে, তাই তাদের বিস্তৃত বিচার করলাম না।

এছাড়া ব্রাহ্মণগুলির উক্তি পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে সোম সর্বব্যাপক এবং সর্বকিছুই সোমের রূপ। জ্যোতি, শ্রী, বৃত্র, পিতৃলোক, সংবৎসর, প্রজাপতি, বিষ্ণু, বায়ু, রাত্রি, পর্ণ, পশু, দধি, ক্ষত্র, যশ, অন্ন, হবি, প্রাণ, রেতঃ, শত্রু এই সমস্তই সোমস্বরূপ।[৩৮]

ব্রাহ্মণের আখ্যানগুলি এবং উক্তিগুলি বিচার করলে দেখা যায় যে বৈদিক সমাজে সোম সকলেরই আদরণীয় ছিল এবং এই সোম লাভ করার জন্য রীতিমত প্রতিদ্বন্দ্বিতাও ছিল, যা প্রমাণ করে সোম এক দুর্লভ সম্পদ এবং সকলের পরম আকাঙ্খার ধন। সোমপানজন্য আনন্দলাভই এর মুখ্য কারণ। আনন্দের প্রতি সহজ আকর্ষণ মানুষের আছে, তাই দেখি চতুর্বর্ণ নির্বিশেষে

---

৩৭ ঐ. ব্রা. ১।৪

৩৮ জ্যোতিঃ সোমঃ—শ. ব্রা. ৫।১।২।১০
শ্রীর্বৈ সোমঃ—শ. ব্রা. ৪।১।৩।৯
বৃত্রো বৈ সোম আসীৎ—শ. ব্রা. ৩।৪।৩।১৩
পিতৃলোকঃ সোমঃ—কৌ. ব্রা. ১৬।৫
সংবৎসরো বৈ সোমঃ পিতৃমান্—তৈ. ব্রা. ১।৬।৮।২
সোমো হি প্রজাপতিঃ—শ. ব্রা. ৫।১।৫।২৬
বিষ্ণুঃ সোমঃ—শ. ব্রা. ৩।৩।৪।২১
সোমো রাত্রিঃ—শ. ব্রা. ৩।৪।৪।১৫
সোমো বৈ পর্ণঃ—শ. ব্রা. ৬।৫।১।১
পশুর্বৈ সোমঃ—শ. ব্রা. ৫।১।৩।৭
সোমো বৈ দধি—কৌ. ব্রা. ৮।৯
ক্ষত্রং সোমঃ—ঐ. ব্রা. ২।৩৮
যশো বৈ সোমঃ—তৈ. ব্রা. ২।২।৮।৮
অন্নং সোমঃ—শ. ব্রা. ৩।৯।১।৮
হবির্বৈ দেবানাং সোমঃ—শ. ব্রা. ১২।৮।২।১২
রেতঃ সোমঃ—তৈ. ব্রা. ২।৭।৪।১
শত্রুঃ সোমঃ—তা. ব্রা. ৬।৬।৯
সোমঃ সর্বা দেবতাঃ—শ. ব্রা. ১৬।৩।২১
—ঐ. ব্রা. ২।৩
সর্বং হি সোমঃ—শ. ব্রা. ৩।৩।৪।৭
দ্রষ্টব্য দৈবতসংহিতা, ৩য়

এই সোমপানের আগ্রহ এসেছিল। ক্ষত্রিয় প্রভৃতির সোমপানেচ্ছা তারই রূপক। অবশ্য সোমযজ্ঞে ক্ষত্রিয়ের অবদানও স্বীকার করা যেতে পারে, কারণ ব্রাহ্মণের যুগে সেখানে সোমযজ্ঞ অত্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে এবং দীর্ঘদিনসাধ্য হয়েছে, সেখানে এই অনুষ্ঠান রাজানুকূল্য ছাড়া হয়তো সম্ভব ছিল না। 'গবাময়ন' নামক সংবৎসরসাধ্য সত্রানুষ্ঠানের 'মহাব্রত' নামক দিবসে ক্ষত্রিয়গণের উপস্থিতি এ বিষয়ে উল্লেখ্য।[৩৯] কিন্তু সোমপানে অধিকার লাভের জন্য যে সকলে প্রযত্নবান ছিলেন তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

আখ্যানগুলির মধ্যে সোমকে যেমন দেবতারূপে পাই তেমনি দ্রব্যরূপেও। সোমপানকে কেন্দ্র করে যেখানে আখ্যান সেখানে দ্রব্যরূপ সোমেরই কথা। আবার যখন এই সোমের স্বরূপবিচারণার কথা যেমন চন্দ্ররূপে বা রাজারূপে তখন দেবতারূপে সোমের কথাই ধ্বনিত হয়। সোমাহরণ বিষয়েও লক্ষ্য করা যায় যে সকলেই সোমাহরণ করতে পারে না, যাদের মধ্যে ঊর্ধ্বায়নের বাসনা আছে সেই ছন্দেরাই অথবা শ্যেন এই সোমাহরণ করতে পারে। 'বাক্' এর যে সোমাহরণ প্রসঙ্গ আছে সেখানেও বাক্‌কে সুপর্ণীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। সোমপানে অধিকার অর্জন করতে গেলে তপস্যার প্রয়োজন হয়, ঋভুগণের সোমযজ্ঞের তৃতীয়সবনে অধিকারপ্রাপ্তি এবং দাসীপুত্র ঋষি কবষের ঋত্বিকরূপে প্রতিষ্ঠার কথায় তারই প্রমাণ মেলে। এই সোম যেহেতু অত্যন্ত প্রিয়বস্তু সেইজন্য অসুরজনের নিকট থেকে এই সোমকে রক্ষা করার জন্য দেবতারা এবং ঋষিগণ তৎপর ছিলেন। এছাড়া সোমের যে উক্তিগুলি সোমের সর্বময়তার কথা প্রকাশ করে সেখানে সোমকে শুধু অধিভূত বা অধিদৈবরূপে ভাবলেও সোমার্থ সম্পূর্ণ হয় না। এছাড়া ব্রাহ্মণের আলোচনায় জানা যায়— সোমপানকে কেন্দ্র করে জটিলতা এসেছিল। সোমকে সবসময় পাওয়া যেত না, আহরণ করতে হ'ত। ক্রীত এবং অক্রীত অবস্থাতেও সোমের অপহরণের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪০] ব্রাহ্মণের যুগেই সোমের দুর্লভতা এবং প্রতিনিধিস্থানীয় লতার ব্যবহার দেখা যায়।[৪১]

কিন্তু সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান ব্রাহ্মণের যুগে বিস্তৃত হয়েছিল একথা সত্য। বাইরের দিক থেকে সোমদ্রব্যের লুপ্তি ঘটলেও সোমের আন্তর ভাবনা লুপ্ত হয় নি।

---

৩৯ তাণ্ড্য. ব্রা. ৫।৬।২১

৪০ তাণ্ড্য. ব্রা. ৯।৫।১

৪১ তুঃ শ. ব্রা. ৪।৫।১০।১

আরণ্যক এবং উপনিষদের মধ্যে ঠিক এই ভাবনাটিই পরিপোষিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে বলা যায় আরণ্যক ও উপনিষদের প্রতিপাদ্য বা লক্ষ্যই হ'ল দেবতার আন্তর রূপ, সেজন্য অনুষ্ঠানের মধ্যে সূক্ষ্ম ভাবনার কথাও এখানে লক্ষণীয়। সোমযজ্ঞকেই এখানেও শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য করা হয়েছে দেখতে পাই—যজ্ঞের পঞ্চবিধত্বের কথায় বলা হয়েছে "স এষ যজ্ঞানাং সম্পন্নতমো যৎ সোম এতস্মিন্ হ্যেতাঃ পঞ্চবিধা অধিগম্যন্তে। যৎ প্রাক্ সবনেভ্যঃ সৈকাবিধা, ত্রীণি সবনানি—যদূর্ধ্বং সা পঞ্চমী।"[৪২]

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে যজ্ঞকে সর্বাত্মকরূপে ভাবনার কথা আছে ও সেই প্রসঙ্গে সোমযজ্ঞ বিষয়ে অধ্যাত্মভাবনার কথাও স্পষ্ট।—"যজ্ঞস্যাত্মা যজমানঃ শ্রদ্ধা পত্নী শরীরমিধ্মমুরো বেদির্লোমানি বর্হির্বেদঃ শিখা হৃদয়ং যূপঃ কাম আজ্যং মন্যুঃ পশুস্তপোঽগ্নির্দমঃ শময়িতা দক্ষিণা বাগ্‌হোতা প্রাণ উদ্‌গাতা চক্ষুরধ্বর্যু-র্মনো ব্রহ্মা শ্রোত্রমগ্নীদ্—যাবদ্‌ধ্রিয়তে সা দীক্ষা যদশ্নাতি তদ্ধবির্যৎ পিবতি তদস্য সোমপানং যদ্রমতে তদুপসদো যৎ সঞ্চরত্যুপবিশত্যুত্তিষ্ঠতে চ স প্রবর্গ্যো যন্মুখং তদাহবনীয়ো যা ব্যাহৃতিরাহুতির্যদস্য বিজ্ঞানং তজ্জুহোতি যৎ সায়ং প্রাতরত্তি তৎ সমিধং যৎ প্রাতর্মাধ্যন্দিনং সায়ং চ তানি সবনানি যে অহোরাত্রে তে দর্শপূর্ণমাসৌ যেঽর্ধমাসাশ্চ মাসাশ্চ তে চাতুর্মাস্যানি য ঋতবস্তে পশুবন্ধা যে সংবৎসরাশ্চ পরিবৎসরাশ্চ তেঽহর্গণাঃ সর্ববেদসং বা এতৎ সত্রং যন্মরণং তদবভৃথঃ—...।[৪৩]

এছাড়া বৃহদারণ্যকে প্রবর্গ্য অনুষ্ঠানের তাৎপর্য যেভাবে বলা হয়েছে তাতে এটিকে শুধু একটি বহিরঙ্গ অনুষ্ঠান মনে করা যায় না। ঋক্‌সংহিতায় সোমকে 'মধু' এই শব্দে ব্যবহৃত হতে দেখেছি, সোম ও সূর্যের সঙ্গে সম্পর্কের কথাও আলোচিত হয়েছে। এছাড়া সোমই যে ইন্দ্রের শক্তি বা বজ্রশক্তির প্রচোদক সে বিষয়েও প্রমাণ আছে—এই বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতেই প্রবর্গ্য অনুষ্ঠানের ব্যাখ্যা আছে এবং প্রবর্গ্য অনুষ্ঠানের আখ্যায়িকা অনুধাবন করলে তাই বোঝা যায়।

প্রবর্গ্য অনুষ্ঠান যজ্ঞের পূর্ণতারই জন্য, প্রবর্গ্য বিদ্যাই মধুবিদ্যা, প্রবর্গ্য

৪২ ঐ আ. ২।৩।৩
ব্রাহ্মণোদ্ধারকোষঃ—পৃঃ ৬৬৩

৪৩ তৈ. আ. ১০।৬৪।১
ব্রাহ্মণোদ্ধারকোষঃ—পৃঃ ৬৫৯

উপাসনা সূর্যোপাসনাই।[ক] আখ্যান আছে এইরূপ—আদিত্য স্বয়ং ইন্দ্রকে প্রবর্গ্যের উপদেশ[খ] দিয়েছিলেন, এই আদিত্যই সম্ভবত পরে দধ্যঙ্‌ঋষিরূপে পরিচিত হয়েছিলেন। দধ্যঙ্‌ঋষি, যিনি আবার অথর্বার পুত্র, তিনি এবং ইন্দ্র এই দুজনই এই প্রবর্গ্যবিদ্যা জানতেন। এই প্রবর্গ্যবিদ্যা জানলে ইন্দ্রের মত শক্তিমান হওয়া যায়, ইন্দ্র এই ভেবে দধ্যঙ্‌ঋষিকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন এই বিদ্যা অন্যজনকে উপদেশ না করতে এবং ভয় দেখিয়েছিলেন, যদি উপদেশ করেন তাহলে তার শিরশ্ছেদ করবেন। এই দধ্যঙ্‌ঋষির একবার অসুস্থতায় দেববৈদ্য অশ্বিদ্বয় চিকিৎসা করেছিলেন, তুষ্ট দধ্যঙ্‌ তাদের বর দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তখনই বর না নিয়ে অশ্বিদ্বয় প্রয়োজনবশে শ্রেষ্ঠ কোনো বিষয় দধ্যঙ্‌-এর নিকট বররূপে গ্রহণ করবেন এবং সেই সময় যেন দধ্যঙ্‌ তা দিতে স্বীকৃত হ'ন, এই অঙ্গীকার করিয়ে নেন। এটিকে আখ্যানের পূর্বভূমি বলে গ্রহণ করা যেতে পারে—আখ্যানের অন্য অংশ হচ্ছে, এই দেবতারা কুরুক্ষেত্রে সত্রানুষ্ঠান আরম্ভ করলেন—যজ্ঞ করতে করতে দেখা গেল যজ্ঞজন্য যশ ও প্রতিষ্ঠা বিষ্ণুই অর্জন করতে লাগলেন, ফলে যজ্ঞে বিষ্ণুর প্রতিষ্ঠা বা প্রাধান্য আসতে লাগলো, এই কথা অনুমান করা যায়। মধুবিদ্যারূপ প্রবর্গ্যের কথায় আমরা ঋক্‌সংহিতার উক্তি স্মরণ করতে পারি যেখানে বলা হয়েছে বিষ্ণুর যা পরমপদ তাই মধুর উৎস। দেবগণ বিষ্ণুর প্রাধান্য দেখে হিংসা করতে লাগলেন, পরিণামে বিষ্ণুবিদ্বেষী হয়ে তারা বিষ্ণুর নাশের কথা চিন্তা করতে লাগলেন, এই রকম অবস্থায় বিষ্ণু ও দেবগণের মধ্যে যজ্ঞজন্য প্রতিষ্ঠাকে অবলম্বন করে যে বিবাদ হ'ল তার পরিণামে বিষ্ণু কর্তৃক আক্রান্ত ও উপদ্রুত হয়ে দেবগণ পলায়ন করলেন। যাই হোক, একদিন বিষ্ণু স্বকীয় ধনুর্বাণ নিয়ে ধনুকে চিবুক রেখে দেবতাদের ভীতির কথা চিন্তা করছিলেন, সেই সুযোগে দেবতারা বিষ্ণুবধের পরিকল্পনা করলেন। তারা ভাবলেন এই সময় ধনুকের ছিলা কেটে দিলেই বিষ্ণুর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তারা 'বম্রী' বা 'উদীপিকা' (উইপোকা) যারা, তাদের ডাকলেন ও এই 'জ্যা' কাটতে বল্লেন। সেই বম্রীগণ, যেখানেই তারা থাক না কেন যেন জল পায়—এইভাবে সর্বত্র জল লাভ করার বর পেয়ে বিষ্ণুর ধনুকের জ্যা কেটে দেওয়ায় হঠাৎ বিষ্ণুর শির উৎপতিত হ'ল—বিষ্ণু হলেন ছিন্নশির। কিন্তু যখন বিষ্ণুর শির এইভাবে পড়ল তখন সবাই দেখলেন এ একজন মহাবীরেরই পতন হ'ল। সেই ছিন্নশির

(ক) On other hand...the rite was understood as a sunspell.
Keith, RPVU, p. 333

(খ) শ. ব্রা., ১৪।১।১।১৯ (সায়ণ দ্রষ্টব্য)
দ্রষ্টব্য যজ্ঞতত্ত্বপ্রকাশ, পৃঃ ৬৩

আদিত্যস্বরূপ, তার আবর্তনই প্রবর্গ্য। দেবগণ পুনরায় সত্রানুষ্ঠান আরম্ভ করলেন, কিন্তু বিষ্ণুর যেহেতু যজ্ঞরূপেই প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছিল, সেইজন্য এই যজ্ঞানুষ্ঠান জন্য অর্থাৎ ছিন্নশির বা ভগ্নাবয়ব যজ্ঞানুষ্ঠান করে দেবতারা কোনো ফল না পাওয়ায় শ্রান্ত হয়ে পড়লেন, তখন তারা সেই যজ্ঞের শিরঃসন্ধানের বা পূর্ণতা-সম্পাদনের কথা ভেবে দেববৈদ্য অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান করলেন। এই অবসরে অশ্বিদ্বয়, প্রবর্গ্য কি এবং যজ্ঞশির কিভাবে সম্পাদন করতে হয় সেই বিদ্যাটি দধ্যঙ্‌ জানেন এই ভেবে তার কাছে পূর্বপ্রতিশ্রুতি মত বর চাইলেন। দধ্যঙ্‌ঋষি তাদেরকে ইন্দ্রকথিত সাবধানবাণী শোনালেন, তখন তারা বল্লেন—বিদ্যোপদেশ-কালীন তারা দধ্যঙ্‌-এর মনুষ্যশির ছেদন করে অশ্বশির সংযোজন বা সন্ধান করবেন এবং ইন্দ্র সেই শিরশ্ছেদন করলে পর পুনরায় যথারীতি তাঁরা দধ্যঙ্‌-ঋষির মনুষ্যশির স্থাপন করবেন, এইভাবে প্রবর্গ্যবিদ্যার উপদেশ নিয়ে অশ্বিদ্বয় যজ্ঞকে পূর্ণ করলেন এবং সেই সোমযজ্ঞে এরই বিনিময়ে হবির্ভাগ লাভ করলেন, যজ্ঞ সম্পূর্ণ হ'ল। ঋক্‌সংহিতায় মধুচেতনার সঙ্গে অশ্বিদ্বয়ের যোগের কথা আগে আলোচিত হয়েছে, শিরঃসংযোজন প্রকারান্তরে অমৃতলাভেরই বা অমরত্ব লাভেরই উপায়। উপনিষদেও মধুবিদ্যার আলোচনায় সূর্যের সঙ্গে সম্পর্ক আছে, একথা আমরা আলোচনা করবো। সোমযজ্ঞের এই অঙ্গ অনুষ্ঠান পরোক্ষভাবে দেবগণের ঐক্যের জ্ঞাপক।[৪৪] আরও একটি লক্ষণীয় এই যে এই দধ্যঙ্‌ ঋষির অস্থি নিয়েই যে বজ্র নির্মিত হয়, যা ইন্দ্রের শক্তি, তাই বৃত্রবধের জন্য ইন্দ্র ব্যবহার করেছিলেন (ঋ. ১।৮৪।১৩)।

উপনিষদের মধ্যে দেখি সোম এখানে ধ্যানগম্য বিষয়, অর্থাৎ উপনিষদে পাই সোমের আন্তর ভাবনা।

ছান্দোগ্য উপনিষদে 'পুরুষ যজ্ঞবিধির' আলোচনায় যজ্ঞকে জীবনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। দীক্ষা উপসৎ, স্তোত্রশস্ত্র, দক্ষিণা, অবভৃথ—এই নিয়ে সোমযাগের যে অনুষ্ঠান তা জীবনযাত্রারই রূপক। বলা হয়েছে "স যদশিশিষতি যৎ পিপাসতি যন্ন রমতে তা অস্য দীক্ষাঃ, অথ যদশ্নাতি যৎ পিবতি যদ্রমতে তদুপসদেবেতি। অথ যদ্ হসতি, যজ্‌ জক্ষতি, যন্ মৈথুনং চরতি স্তুতশস্ত্রৈরেব তদেতি। অথ যত্তপো দানমার্জবমহিংসা সত্যবচনমিতি তা অস্য দক্ষিণাঃ। তস্মাদাহুঃ সোষ্যত্যসোষ্টেতি পুনরুৎপাদনমেবাস্য, তন্মরণমেবাবভৃথঃ।"[৪৫] অর্থাৎ

---

[৪৪] The rite is explained by the Aitareya Brāhmaṇa as a mystic union of the gods. Keith, RPVU, Vol. 32, p. 333

তুঃ ঐ. ব্রা. ৪।১১

[৪৫] ছা. উ. ৩।১৭।১-৫

—"জীবনের কৃচ্ছ্রতাই দীক্ষা, স্বাচ্ছন্দ্যই উপসৎ, আনন্দ আর ভালবাসাই স্তোত্রশস্ত্র, সন্তানের জন্মই নিজের নবজন্ম, আর মরণই অবভৃথ—সারা জীবন ধরে যে তপ, দান আর্জব অহিংসা ও সত্যের আচরণ তাই দক্ষিণা।"[৪৬] যজ্ঞ সম্বন্ধে রহস্য-ভাবনার ইঙ্গিত আরও পাই বৃহদারণ্যকোপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্যের কথায়—যেখানে বলা হয়েছে—যজ্ঞভাবনা অধিভূতরূপেই নয়, অধিদৈব এবং অধ্যাত্মরূপে করলে যজমানের মুক্তি হয়—যজমান হোতা, অধ্বর্যু এবং উদ্‌গাতা বলতে যেমন ভাববেন অগ্নি, আদিত্য এবং বায়ুকে, তেমনি নিজের বাক্, চক্ষু ও প্রাণকেও।[৪৭]

সুতরাং যজ্ঞসম্বন্ধে এই উপনিষদের ধারণা কি, তার একটা আভাস পাওয়া গেল। প্রকারান্তরে বলতে পারি, সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠানটি এই জীবনযজ্ঞের বোধকরূপে এখানে আলোচিত।

সোমযজ্ঞে সামগান হয়, এই সামোপাসনার কথা পাই ছান্দোগ্যো-পনিষদে।[৪৮] সাম হচ্ছে সুর, এই সুরের পাঁচটি বা সাতটি ভাগ (ভক্তি)—উদ্‌গীথই তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এখানে সামোপাসনার লক্ষ্য বলা আছে এই যে যজমান এই সামের দ্বারা পৃথিবী, অন্তরিক্ষ এবং দ্যুলোক জয় করেন এবং নিজেকে সর্বময় ভাবেন। সোমসাধনার ফলশ্রুতির কথা এখানে পরোক্ষভাবে ধ্বনিত বলা যায়, সোম যেহেতু সর্বময় সেজন্য এই সোমকে সর্বময়রূপে জানার জন্যই সাধনা করতে হবে—এই কথারই এখানে ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা 'পঞ্চাগ্নিবিদ্যার' কথা উল্লেখ করতে পারি।[৪৯] সেই পঞ্চাগ্নিবিদ্যা বিষয়ে বলা হয়েছে—সমগ্র বিশ্বে যেন পরম্পরাক্রমে পাঁচটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান চলছে—যজ্ঞকর্তা হচ্ছেন দেবতা, হব্য এবং অগ্নি হচ্ছে পাঁচটি ক'রে। হব্য যথাক্রমে শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি, অন্ন এবং রেতঃ, আর অগ্নিও যথাক্রমে দ্যুলোক, পর্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ এবং স্ত্রী। ব্যক্তিচেতনা কিভাবে বিশ্বচেতনায় জড়িয়ে আছে এখানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়। বিশ্বসৃষ্টি-চক্রে এগুলির একটি পরম্পরা স্বীকার্য। সোমেরও বিশ্বব্যাপকতার কথা এখানে রয়েছে[৫০], শ্রদ্ধা ও সোমের কথা ঋক্‌সংহিতায়ও উল্লিখিত আছে। যাই হোক, এখানে বলতে পারা যায়—উৎসর্গের বিষয় সবক্ষেত্রে সোমই, তা যে

---

৪৬ বেদমীমাংসা ১ম, অনির্বাণ, পৃঃ ১৩৩

৪৭ বৃ. উ. ৩।১, দ্রঃ বেদমীমাংসা ১ম, পৃঃ ১৯৯

৪৮ ছা. উ. ২।১

৪৯ ছা. উ. ৫।৪

৫০ সোমাৎ পর্জন্য ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্—মুণ্ডক-উ. ২।১।৫
অতশ্চ সর্বা ওষধয়ো রসশ্চ যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা—মুণ্ডক-উ-২।১।৯

কোনোরূপেই হোক্ না কেন এবং সোমোৎসর্গের মধ্যেই জগৎ বিধৃত রয়েছে বলা যায়। অর্থাৎ যা কিছু উৎসর্গীকৃত হচ্ছে তাই সোম এবং যেখানে উৎসর্গ হচ্ছে তাই অগ্নি—বিশ্বের এই দুটি প্রধান তত্ত্ব—সুতরাং সোমসাধনা বিশ্ববোধেরই সাধনা।

ঋক্‌সংহিতায় আমরা দেখেছি সৌম্যচেতনাকে মধু চেতনায় নিয়ে যাওয়াই লক্ষ্য। উপনিষদে মধুবিদ্যার আলোচনা সোমের তত্ত্বার্থেরই জ্ঞাপক। এই মধুবিদ্যার কথা আলোচিত আছে যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদে, তেমনি বৃহদারণ্যক উপনিষদেও।[৫১] ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে সূর্যই দেবমধু, বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে মধুবিদ্যা বা অমৃতচেতনা সর্বময়।[৫২]

'গায়ত্রী' ছন্দের সোমাহরণের কথা আগে আলোচিত হয়েছে। উপনিষদে গায়ত্রী উপাসনার কথা আছে। এই গায়ত্রী সর্বময়ী।[৫৩] বৃহদারণ্যকে চতুর্দশ ব্রাহ্মণে গায়ত্রীবিদ্যার কথা আছে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই গায়ত্রীকে প্রাণরূপিণী বলা হয়।[৫৪] সুতরাং সোমসাধনা প্রকারান্তরে আত্মসাধনারই কথা বোঝায়। কারণ, এই গায়ত্রী সোমহরণ করেন, তিনিই অগ্নির ছন্দ, এই অগ্নিই হুত সোম পৌঁছে দেন দেবতাদের কাছে। গায়ত্রী ত্রিপদা হলেও কোথাও কোথাও তার চতুর্থপাদের কথা বলা হয়েছে—বৃহদারণ্যকে গায়ত্রীর চতুর্থপাদকে বলা হয়েছে আদিত্য। ঋক্‌সংহিতার দৃষ্টিতে জানি আদিত্যই হচ্ছেন মধুর উৎস।

সোমচেতনা, রসচেতনা বা আনন্দচেতনা। উপনিষদের লক্ষ্যও এই আনন্দ। আনন্দকে উপনিষদে সর্বময়রূপে ভাবা হয়েছে। বলা হয়েছে, আনন্দই ব্রহ্মস্বরূপ।[৫৫] সোম যে আনন্দলোকেই থাকেন এর উল্লেখ ঋক্‌সংহিতাতেই মেলে।[৫৬]

৫১ বৃ. উ. ২।৫

৫২ The Madhuvidyā...has got two different versions, one in the Chāndogya and another in the Bṛhadāraṇyaka. The Chāndogya version takes up Āditya or Sun as the main symbol and works out the vidyā thereon, while the Bṛhadāraṇyaka depicts a long series of cause and effect showing their mutual inter-dependence and finally leads to the Ātman which is shown to be the supreme source of everything else. G. Mukhopadhyay, Studies in the Upaniṣads, p. 215

৫৩ গায়ত্রী বা ইদং সর্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ, বাগ্বৈ গায়ত্রী, বাগ্‌বা ইদং সর্বং ভূতং, গায়তি ত্রায়তে চ—ছা. উ. ৩।১২।১

৫৪ তুঃ প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ—তৈ. উ. ৩।৩

৫৫ আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি চ। তৈ. উ. ৩।৬

৫৬ যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ—ঋ. ৯।১১৩

উপনিষদের সাধারণ প্রতিপাদ্য হচ্ছে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মবিজ্ঞান এবং তার দ্বারা অমৃতত্বলাভ, (যা সোমসাধনারও লক্ষ্য)। বিশ্বভাবনায় ভাবিত হয়েই সাধক লক্ষ্যে উপনীত হ'ন। উপনিষদে তাই সর্বকিছুই ব্রহ্মস্বরূপ বলা হয়েছে।[৫৭] আত্মাও ব্রহ্মস্বরূপ।[৫৮] সোমের কথায় আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি—সোম অধিভূত, অধিদৈব এবং অধ্যাত্মরূপে একটি বিশ্বসত্তা, সেজন্য সাধকের কাছে এই সোম যেমন সাধন তেমনি সাধ্যও। সোম তাই দেবতা এবং দেবহব্য দুইই—এই মনোভাবে সাধনা করলেই দৈববোধের পূর্ণতা আসে। ব্রাহ্মণে যজ্ঞবিধির আলোচনাতেও যজ্ঞানুষ্ঠানের তাৎপর্যব্যাখ্যা তারই ইঙ্গিত দেয়, এবং উপনিষদের, অধ্যাত্মভাবের উপাসনায়. মধুবিদ্যার কথায় ও আনন্দের বা প্রাণের কথায় তাইই স্পষ্ট হয়।

তাই সংহিতার মধ্যে যে সোমের পরিচয় পাই, যা আনন্দরূপ বা অমৃতরূপ, সংহিতোত্তর যুগেও সেই অমৃতচেতনা বা আনন্দচেতনারই কথা, যা থেকে বলা যেতে পারে সংহিতোত্তর সোম ও সংহিতার সোম ভিন্ন নয়, অর্থাৎ সংহিতার সোমসাধনার পরিপূরক হিসাবেই সংহিতোত্তর যুগে সোমের আলোচনা বিধৃত আছে, এই কথা বলা যেতে পারে।

৫৭ সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—ছা. উ. ৩।১৪।১

৫৮ অয়মাত্মা ব্রহ্ম—বৃ. উ. ২।৫।১৯

উপসংহার

সোম সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা এখানেই শেষ হ'ল। ঋগ্বেদ সংহিতা থেকে আরম্ভ করে সংহিতোত্তর ব্রাহ্মণ উপনিষদাদি পর্যন্ত সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে সোম কি রকম বিশিষ্ট ও প্রয়োজনীয় স্থান অধিকার করে আছেন দেবতারূপে এবং দেবহব্যরূপে, আশা করি আমাদের আলোচনায় তা সুপরিস্ফুট হয়েছে। এইজন্যই আরও বিস্তৃত আলোচনায় অগ্রসর না হয়ে এখানেই ছেদ টানছি।

এ বিষয়ে অবশ্য সন্দেহ নেই যে সোম সম্বন্ধে বহু বিস্তৃত ও ব্যাপক আলোচনার অবকাশ আছে। এক হিসাবে, সোম সম্বন্ধে গবেষণা জীবনের মৌল রহস্যের সম্বন্ধেই গবেষণা। মানুষ যেদিন জগতে এসেছে সেদিনই সে অনুভব করেছে যে সে একান্ত অসহায়, মৃত্যুর দ্বারা আক্রান্ত, জরা ব্যাধি প্রভৃতি নানা দুঃখসমাকীর্ণ তার জীবন। তাই তার চিরদিনের অন্বেষণের বস্তু, একান্ত কামনার পরম বাঞ্ছিত লক্ষ্য হ'ল অমৃত ও আনন্দ। বৈদিক ঋষির কাছে মানুষের এই চির আকাঙ্খার ধনটি রূপলাভ করেছে সোমের মধ্যে। উপনিষদাদিতেও পরবর্তী নানা দার্শনিক ভাবনায় এই অমৃত ও আনন্দ আত্মা-রূপে কল্পিত হয়েছেন এবং বাহির থেকে দৃষ্টিকে গুটিয়ে এনে 'আবৃত্তচক্ষু' হয়ে অন্তরাবৃত্ত চেতনায় তাকে অন্বেষণের প্রয়াস সেখানে দেখতে পাই।[১] কিন্তু সংহিতায় দেখি বৈদিক ঋষি 'আততচক্ষু' হয়েই[২] এই অমৃতকে খুঁজছেন বাইরে ভূতের মধ্যে, অন্তরে নিজের চেতনার মধ্যে এবং উপরে বা ঊর্ধ্বে দেবতার মধ্যেও। আমরা তাই প্রধানত অধিযজ্ঞরূপে, অধ্যাত্মরূপে ও অধিদৈবরূপে সোম সম্বন্ধে ত্রিমুখী আলোচনাই করেছি।

ঋষি জানতেন যে এই মর্তাদেহ বা তনুটি ক্ষণভঙ্গুর, বিনাশশীল, মৃত্যু দ্বারা সমাচ্ছন্ন। তাঁর কাছে এটি সুস্পষ্ট যে "শস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে শস্যমিবাজায়তে পুনঃ।"[৩] দুদিনের ফসলের মতই অস্থায়ী মানুষের জীবন। কিন্তু এই মাটির ক্ষেতে এই সোনার ফসল চকিতে এসে মিলিয়ে গেলেও, দুদিনের জন্য শ্যামসমারোহে যে রুক্ষ ও ধূসর পৃথিবীকে স্নিগ্ধ ও প্রসন্ন করে তোলে, তাকে

---

১ কশ্চিদ্ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্—কঠোপনিষৎ, ৪।১

২ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্। ঋ. ১।২২।২০

৩ কঠোপনিষৎ—১।১।৬

ঋষি সরাসরি মর্ত্য বা জড় বলে বাতিল করে দিতে পারেন নি। সেই ফলপাকান্ত একান্ত ক্ষণস্থায়ী ওষধির মধ্যেই খুঁজেছেন রসাত্মক সোমকে,[8] যা আকাশ থেকে বৃষ্টিধারার সঙ্গে ঝরে পড়ছে অমৃতরূপে মাটির বুকে। দ্যুলোক তাই পিতারূপে কল্পিত হয়েছেন, পৃথিবী মাতারূপে।[৫] আকাশ থেকে যেটি নেমে আসে তার নির্মলতা মাটির স্পর্শে কলুষিত হয়, তাই অমৃতকে আমরা আর বিশুদ্ধরূপে পাই না, তাকে তাই কালুষ্যমুক্ত, সাঙ্কর্যমুক্ত করার জন্য অগ্নির পাবন শিখায় অর্পণ করতে হয়, তখন সে তার বিশুদ্ধ জ্যোতির্ময়রূপ ফিরে পায়। বৈদিক ঋষির যজ্ঞভাবনার অন্তরালে আমরা এই রহস্যই লুকিয়ে আছে বলে মনে করি, এবং বিশেষ করে সোমযাগে সোমের ক্রয় থেকে আরম্ভ ক'রে নিষ্পেষণ, নিষ্পিষ্ট রসকে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে বিশুদ্ধীকরণ, কলসে স্থাপন ইত্যাদি নানা জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সোমকে 'পবমান' বা 'পূত' করে তোলার মধ্যে এর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে বলে আমাদের দৃঢ় ধারণা।

দেবতাদের সঙ্গে সোমের সম্পর্ক আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা দেখিয়েছি যে ইন্দ্রের সঙ্গেই সোমের মুখ্য সম্পর্ক; ইন্দ্রকে বৈদিক আর্যগণের জাতীয় দেবতারূপে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণও স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই ইন্দ্রদেবতা পরম ঐশ্বর্যবান্, সব আসুরীশক্তির পরাভব তাঁর দ্বারাই সংঘটিত হয়ে থাকে। কিন্তু তাঁর এই ঐশ্বর্য বা শক্তি নির্ভরশীল সোমের উপর। তাই তিনি 'সোমপাতম' এবং "অস্য পীত্বা শতক্রতো ঘনো বৃত্রাণামভবঃ" (ঋ. ১।৪।৮)— এই সোমপানের ফলেই তিনি বৃত্রাদি অসুরের ঘাতক হতে পেরেছিলেন। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে এই ইন্দ্র আত্মারই বাচক হয়ে প্রকাশ পেয়েছেন,[৬] তাই ইন্দ্রের জন্যই ইন্দুকে পরিস্রুত হ'তে ব'লে ঋষির যে বারংবার আবেদন[৭] তা আত্মার জন্যই আনন্দ ও অমৃতকে ক্ষরিত হওয়ার বিরামহীন আহ্বান। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় যথার্থই বলেছেন—"সোমদেবতা মূলে যিনিই হউন, যাজ্ঞিক ও যজমান তাহাকে কোন চোখে কিরূপে দেখিতেন তাহাই বড় কথা। যাজ্ঞিকের নিকট এই সোম "এষো দেব অমর্ত্যঃ" ইহার স্তুতি-গানে বেদসাহিত্য পরিপূর্ণ এবং মুখর......ঋক্‌সংহিতা ব্যাপিয়া ইহার প্রশংসা-

---

৪ গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥—শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, ১৫।১৩

৫ দ্যৌষ্পিতঃ পৃথিবি মাতরধ্রুগগ্নে ভ্রাতর্বসবো মৃড়তা নঃ—ঋ. ৬।৫১।৫
তুঃ. ঋ. ১।১৬৪।৩৩

৬ বৃ. উ.—২।৫।১৯

৭ ঋ. ৯।১১২, ১১৩, ১১৪

বাক্য ছড়াইয়া আছে। ঋষিগণ পরস্পর স্পর্দ্ধার সহিত ইঁহার গুণগান করিতেন ঃ বাক্যে তাহা কুলাইতেছে না।"[৮]

যজ্ঞের পরিকল্পনা এবং দেবতার ভাবনার মধ্যে দিয়ে যেমন এই তত্ত্বটি পরিস্ফুট হয়েছে, তেমনি জীবের আন্তর সত্তার বিশ্লেষণে বা অধ্যাত্মরূপের আলোচনাপ্রসঙ্গে দেখেছি যে আকাশ বা দ্যুলোক থেকে যে অমৃত ঝরে পড়ছে এবং ওষধি ও বনস্পতির মধ্যে বিধৃত হচ্ছে, তাই-ই আবার ক্রমশ বিবর্তিত হতে হতে জীবকোষে পরিণত হচ্ছে।[৯] যোষা বা স্ত্রীরূপ শেষ অগ্নিতে চরম আহুতির ফলে এই পুরুষ বা জীবরূপের আবির্ভাব। তাই তারা দেহের অসংখ্য নাড়ীবিজ্ঞানের সাহায্যে সেই সোমের বা অমৃতেরই সন্ধান করেন। পঞ্চকোষের পরিকল্পনার মধ্যেও এটি প্রকট।[১০] মানুষ অন্নময় কোষের মধ্য দিয়েই জগতে পরিচিত ও সক্রিয় কিন্তু সেই অন্নময় কোষকে বিধৃত করে আছে সকলের পশ্চাতে আনন্দময় কোষ। কারো পক্ষেই প্রাণধারণ করা সম্ভব হ'ত না যদি সকলকে ঘিরে এই আনন্দময় আকাশ বিরাজ না করতো—[১১] ঋষির এই ঘোষণাই জানিয়ে দিচ্ছে যে—"রসো বৈ সঃ—রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দীভবতি।"[১২]

এইভাবে বৈদিকসাহিত্যে অধিযজ্ঞ, অধিদৈব এবং অধ্যাত্ম এই তিন স্তরেই রসের, অমৃতের, আনন্দের অন্বেষণই সোমের কল্পনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। আমাদের এই প্রতিপাদ্যকেই আমরা যথাযথ প্রমাণসহকারে সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্যে উপস্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছি।

৮ রামেন্দ্ররচনা ৩য়—পৃঃ ৫৬৬

৯ তুঃ তৈ. উ. ২।১

১০ তৈ. উ. ২।২-৫

১১ কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। তৈ. উ. ২।৭

১২ তৈ. উ. ২।৭

উল্লিখিত গ্রন্থবিবরণী

ঈশোপনিষৎ—
উপনিষৎপ্রসঙ্গ— অনির্বাণ
ঋগ্বেদসংহিতা— পুনা সংস্করণ
দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত
রমেশচন্দ্র দত্ত
ঋগ্ ভাষ্যভূমিকা— কাপালী শাস্ত্রী
ঐতরেয় ব্রাহ্মণ— (এসিয়াটিক সোসাইটি কলিকাতা)
ঐতরেয় আরণ্যক— A. B. Keith
ঐতরেয় উপনিষৎ—
কঠোপনিষৎ—
কাত্যায়ন শুল্বসূত্র— (কাশী সংস্কৃত সিরিজ)
কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র— বিদ্যাধর শর্মা
ছান্দোগ্যোপনিষৎ—
জরথুশ্ত্র ধর্ম— যোগীরাজ বসু
জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ— (নাগপুর সংস্করণ)
তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ— (হরিদাস সংস্কৃত গ্রন্থমালা)
তৈত্তিরীয় সংহিতা— পারডী
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ— আনন্দাশ্রম সংস্করণ
তৈত্তিরীয় উপনিষৎ—
দেবতানিবিৎ— মধুসূদন বিদ্যাবাচস্পতি
দৈবতসংহিতা—৩য়— সাতবলেকর
নিরুক্ত— (দুর্গাচার্য টীকাসহ)
পুরাণপ্রবেশ— গিরীন্দ্রশেখর বসু
পুরাণ ও বিজ্ঞান— স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী
প্রবচন—১ম, ২য়— অনির্বাণ
বাজসনেয় সংহিতা—
বৃহদ্দেবতা— A. Macdonell
বৃহদারণ্যকোপনিষৎ—
বেদমীমাংসা—১ম, ২য়, ৩য়—অনির্বাণ
বেদ ও বিজ্ঞান— স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী
বেদপ্রবেশিকা— উমেশচন্দ্র বটব্যাল

বেদার্থবিচার— সীতারাম শাস্ত্রী
বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল—যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি
বৈদিক দর্শন— ফতহ্ সিংহ
বৈদিক কোষ— ডঃ সূর্যকান্ত
বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী
ব্রাহ্মণোদ্ধার কোষ— বিশ্ববন্ধু
ভারতীয় সাধনার ধারা— গোপীনাথ কবিরাজ
মুণ্ডকোপনিষৎ—
মীমাংসা পরিভাষা—
যজ্ঞতত্ত্বপ্রকাশ— চিন্নস্বামি শাস্ত্রী
রামেন্দ্র রচনাবলী—৫ম
শতপথ ব্রাহ্মণ— (সায়ণভাষ্যসহ)
শাঙ্খায়ণ ব্রাহ্মণ— হরিনারায়ণ ভট্টাচার্য
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—
শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা—
সামবেদ সংহিতা— সত্যব্রত সামশ্রমী

A study of the important Brahmanas—
Dr. R. S. Shivaganesha Murthy
A True Interpretation of the Vedic Sacrifice—
Dr. Srimuṣṇa Ācharyya
Chips from a German workshop—Vol. IV—
F. Maxmuller
History of Indian Literature—Vol. I, Pt. I—M. Winternitz
Indian Philosophy—Radhakrishnan
Original Sanskrit Text—Vol. V.—J. Muir
On the Veda—Aurovindo
Ṛgveda—(Eng. tr.)—H. H. Wilson
Ṛgvedic Culture—A. C. Das
Ṛgvedic India—A. C. Das
Śatapatha Brāhmaṇa—(Eng. tr.)—J. Eggeling—Vol I,
„ Pt. I—G. Upadhyay
Soma—"Divine Mushroom of Immortality"—
R. G. Wasson
Soma hymns of the Ṛgveda—S. S. Bhawe
Soma in the Legends—B. H. Kapadia

Sri Aurovindo's Vedic Glossary—A. B. Purani
Studies in the Upaniṣads—Gobindagopal Mukhopadhyay
Studies in the Vedic Interpretation—A. B. Purani
Suparna—E. Anantacharya
The Eagle and the Captive Sun—J. Majumdar
The Religion and Philosophy of the Veda and Upaniṣads —A. B. Keith
Teaching of the Vedas—M. Philips
Vedic Index—Macdonell & Keith
Vedic India—L. Renou
Vedic India—Z. A. Rogozin
Vedic Mythology—A. Macdonell
Vedic Religion—A. Bergaigne (Eng. tr.)—V. G. Paranjape

Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute— Vol. 17, 31, 38
B. C. Law volume—Pt. I
Cultural Heritage of India—Vol. I
East and West—Vol. II, March 1960
Our Heritage—Vol. I, Pt. I
Journal of the Ganganath Jha Research Institute—Vol. XVI
Journal of the American Oriental Society—Vol. 95
Journal of the Asiatic Society of Bombay—Vol. 33, 38